দ্বিতীয় বিবরণ

মোশীর প্রথম উপদেশ

১যর্দনের পুবপারে, মরুপ্রান্তরে, সূফের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত আরাবা নিম্নভূমিতে, পারান,
তোফেল, লাবান, হাজেরোৎ ও দিজাহাবের মাঝখান জায়গায় মোশী গোটা ইস্রায়েলকে এই সমস্ত
কথা বললেন। ২ সেইর পর্বতের পথ দিয়ে হোরেব থেকে কাদেশ-বার্নেয়া পর্যন্ত এগারো দিনের
যাত্রাপথ। ৩ প্রভু যে সমস্ত কথা ইস্রায়েল সন্তানদের বলতে মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই
অনুসারে মোশী চত্বারিংশ বছরের একাদশ মাসে, সেই মাসের প্রথম দিনে তাদের কাছে কথা
বলতে লাগলেন। ৪ হেস্‌বোন-নিবাসী আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে, এবং এদ্রেই ও
আস্তারোৎ-নিবাসী বাশানের রাজা ওগকে আঘাত করার পর, ৫ যর্দনের পুবপারে, মোয়াব দেশে,
মোশী এই বিধান ব্যাখ্যা করতে লাগলেন; তিনি বললেন:

হোরেবে শেষ নির্দেশবাণী

৬ 'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের বলেছিলেন: তোমরা এই পর্বতে যথেষ্ট দিন
থেকেছ; ৭ এখন এগিয়ে যাও, রওনা হও, আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চল ও সেখানকার সমস্ত
জায়গার দিকে তথা আরাবা নিম্নভূমি, পাহাড়িয়া অঞ্চল, নিম্নভূমি, নেগেব, সমুদ্রতীরের দিকে
গিয়ে মহানদী [অর্থাৎ] ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত কানানীয়দের দেশে ও লেবাননে প্রবেশ কর। ৮ দেখ,
আমি এই দেশ তোমাদের সামনেই রেখেছি; তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও
যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন,
তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।

৯ সেসময় আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম: একাকী তোমাদের ভার বওয়া আমার অসাধ্য।
১০ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের
তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ। ১১ তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু এর চেয়ে
তোমাদের সংখ্যা আরও সহস্র গুণে বৃদ্ধি করুন, এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি তোমাদের
আশীর্বাদ করুন। ১২ একাকী আমি কেমন করে তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও তোমাদের যত
ঝগড়া-বিবাদ সহ্য করতে পারি? ১৩ তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রজ্ঞাবান,
বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুনাম-করা লোকদের বেছে নাও, আমি তাদের তোমাদের নেতারূপে নিযুক্ত করব।
১৪ তোমরা আমাকে উত্তর দিয়েছিলে: তোমার প্রস্তাব ভাল। ১৫ তাই আমি তোমাদের গোষ্ঠীগুলির
নেতাদের, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ও সুনাম-করা সেই লোকদের নিয়ে তোমাদের উপরে সহস্রপতি,
শতপতি, পঞ্চাশপতি, দশপতি, এবং তোমাদের গোষ্ঠীগুলির জন্য শাস্ত্রী করে নিযুক্ত করেছিলাম।
১৬ সেসময় আমি তোমাদের বিচারকদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম: তোমরা তোমাদের ভাইদের কথা
শুনে বাদী ও তার ভাইয়ের বা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে বিচার সম্পাদন কর। ১৭ বিচারে কারও
পক্ষপাত না করে তোমরা ছোট বড় উভয়েরই কথা শুনবে; মানুষের মুখ দেখে তোমরা ভয় করবে
না, কেননা পরমেশ্বরেরই তো বিচার। এবং যত সমস্যা তোমাদের পক্ষে কঠিন, তা আমার কাছে
উপস্থাপন করবে, আমি তা শুনব। ১৮ সেসময় তোমাদের সমস্ত কর্তব্য কাজ সম্বন্ধে আমি আজ্ঞা
করেছিলাম।'

জনগণের প্রথম অবিশ্বস্ততা

১৯ ‘আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত আমরা হোরেব থেকে রওনা হলাম, এবং
আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চলে যাবার পথে তোমরা সেই যে বিরাট ও ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তর দেখেছ,
তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে আমরা কাদেশ-বার্নেয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। ২০ তখন আমি তোমাদের
বললাম: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ আমাদের দিতে যাচ্ছেন, আমোরীয়দের সেই পার্বত্য
অঞ্চলে তোমরা এসে উপস্থিত হলে। ২১ দেখ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশ তোমার সামনেই
রেখেছেন; প্রবেশ কর, তা অধিকার কর, যেমন তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে
বলেছেন: ভীত হয়ো না, নিরাশ হয়ো না।

২২ তখন তোমরা সকলে আমার কাছে এসে বললে: এসো, আগে আমরা সেই জায়গায় লোক
পাঠাই; তারা আমাদের জন্য দেশ পরিদর্শন করুক ও আমাদের জানিয়ে দিক, আমাদের কোন্
পথ দিয়ে উঠে যেতে হবে ও কোন্ কোন্ শহরে ঢুকতে হবে। ২৩ সেই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি
তোমাদের প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক একজন করে বারোজনকে বেছে নিলাম। ২৪ তারা পথে
নেমে পর্বতে উঠল ও এস্কোল উপত্যকায় পৌঁছে দেশ পরিদর্শন করল। ২৫ সেই দেশের কয়েকটা
ফল সংগ্রহ করে তা আমাদের কাছে নিয়ে এল; এবং আমাদের কাছে সবকিছুর বিবরণ দিয়ে
বলল: আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ আমাদের দিতে যাচ্ছেন, তা উত্তম দেশ। ২৬ কিন্তু তবুও
তোমরা সেখানে যেতে অস্বীকার করলে, ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ
করলে; ২৭ হ্যাঁ, নিজ নিজ তাঁবুতে গজগজ করে তোমরা বললে, প্রভু আমাদের ঘৃণা করছেন,
এজন্যই তিনি আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দেবার জন্য ও আমাদের বিনাশ করার জন্য
মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন। ২৮ আমরা কোন্ ধরনের জায়গার দিকেই বা যাচ্ছি?
আমাদের ভাইয়েরা আমাদের মন ভেঙে দেবার জন্য বলল, আমাদের চেয়ে সেই জাতির মানুষ
বিরাট ও লম্বা, শহরগুলিও খুবই বিরাট ও আকাশছোঁয়া প্রাচীরে ঘেরা; আরও, সেখানে আমরা
আনাকীয়দের সন্তানদেরও দেখেছি। ২৯ তখন আমি তোমাদের বললাম, উদ্বিগ্ন হয়ো না, তাদের
বিষয়ে ভীত হয়ো না। ৩০ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি তোমাদের আগে আগে চলছেন, তিনি
নিজেই তোমাদের পক্ষে সংগ্রাম করবেন, যেমনটি তোমাদের চোখের সামনে মিশরে বহুবার
করেছিলেন ৩১ ও মরুপ্রান্তরেও করেছেন; এই মরুপ্রান্তরে তুমি তো দেখেছ: পিতা যেমন নিজ
সন্তানকে বহন করে, তেমনি যে যে পথ ধরে তোমরা এসেছ, এই স্থানে না আসা পর্যন্ত সেই সমস্ত
পথ ধরে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বহন করে এসেছেন। ৩২ তা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস রাখলে না; ৩৩ অথচ তিনি তোমাদের শিবির বসাবার স্থান খোঁজ করার
জন্য যাত্রাকালে তোমাদের আগে আগে চ'লে রাত্রিতে আগুন দ্বারা ও দিনে মেঘ দ্বারা তোমাদের
যাওয়ার পথ দেখাতেন।

৩৪ তোমাদের সেই সমস্ত কথা শুনে সেদিন প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করে বললেন: ৩৫ আমি
তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, এই ধূর্ত বংশের মানুষদের মধ্যে কেউই
সেই উত্তম দেশ দেখতে পাবে না, ৩৬ কেবল যেফুন্নির সন্তান কালেব তা দেখতে পাবে; এবং সে
যে ভূমিতে পা বাড়িয়ে এসেছে, সেই ভূমি আমি তাকে ও তার সন্তানদের দেব, কেননা সে পূর্ণ
বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুর অনুসরণ করেছে। ৩৭ তোমাদের কারণে আমার প্রতিও প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন,
তিনি আমাকে বললেন, তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে না; ৩৮ তোমার সহকারী নূনের সন্তান যে

যোশুয়া, সে-ই সেই দেশে প্রবেশ করবে; তার অন্তরে সাহস যোগাও, কেননা সে ইস্রায়েলকে
দেশটির অধিকারী করবে। ৩৯ আর তোমাদের এই ছেলেমেয়েরা যাদের বিষয়ে তোমরা বললে,
এরা লুটের বস্তু হবে! হ্যাঁ, তোমাদের এই ছেলেরা যাদের মঙ্গল-অমঙ্গল-জ্ঞান আজও হয়নি,
তারাই সেখানে প্রবেশ করবে, তাদেরই কাছে আমি সেই দেশ দেব আর তারাই তা অধিকার
করবে। ৪০ কিন্তু তোমরা ফের, লোহিত-সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরে চলে যাও।
৪১ তখন তোমরা উত্তরে আমাকে বললে, আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমরা আমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে উঠে গিয়ে যুদ্ধ করব। তোমরা প্রত্যেকে অস্ত্রসজ্জিত হলে ও
পর্বতে ওঠা সামান্য ব্যাপার মনে করলে। ৪২ কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, তুমি তাদের বল:
তোমরা উঠো না, যুদ্ধও করো না, কেননা আমি তোমাদের মধ্যে নেই; তোমরা তোমাদের
শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবেই। ৪৩ আমি সেই কথা তোমাদের বললাম, কিন্তু তাতে তোমরা কান
দিলে না, বরং প্রভুর আজ্ঞার প্রতি বিদ্রোহ করে ও দুঃসাহস দেখিয়ে পর্বতে উঠেছিলে। ৪৪
পর্বত-বাসী সেই আমোরীয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে প'ড়ে, মৌমাছি যেমন করে, তেমনি
তোমাদের ধাওয়া করল ও হর্মা পর্যন্ত সেইরে তোমাদের আঘাত করল।
৪৫ ফিরে এসে তোমরা প্রভুর সাক্ষাতে হাহাকার করলে; কিন্তু প্রভু তোমাদের কণ্ঠে মনোযোগ
দিলেন না, তোমাদের কথায় কান দিলেন না। ৪৬ এজন্যই তোমরা কাদেশে বহুদিন থাকলে—
ততদিন, যতদিন নিরূপিত ছিল।
২তখন, প্রভু আমাকে যেভাবে বলেছিলেন, সেই অনুসারে আমরা ফিরে লোহিত-সাগরের পথে
মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হলাম, এবং বহুদিন ধরে সেইর পর্বতের গায়ের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে
থাকলাম।'

কাদেশ থেকে আর্নোন পর্যন্ত যাত্রা

২ 'প্রভু আমাকে বললেন: ৩ তোমরা এই পর্বতের গায়ের চারপাশ দিয়ে যথেষ্ট দিন ঘুরেছ;
এবার উত্তরদিকে ফের। ৪ তুমি জনগণকে এই আজ্ঞা দাও, সেইরে তোমাদের যে ভাইয়েরা বাস
করে, সেই এসৌ-সন্তানদের এলাকা তোমরা পার হতে যাচ্ছ; তারা তোমাদের ভয় করবে; তাতে
তোমরা যথেষ্ট রক্ষা পাবে। ৫ যুদ্ধ করতে তাদের প্ররোচিত করো না, কেননা আমি তাদের দেশের
কোন অংশ তোমাকে দেব না, এক পা যতটুকু ভূমি মাড়াতে পারে, ততটুকুও দেব না; কেননা
সেইর পর্বত আমি অধিকার-রূপে এসৌকে দিয়েছি। ৬ তোমরা টাকার বিনিময়েই তাদের কাছ
থেকে খাবার কিনে খাবে, টাকার বিনিময়েই জলও কিনে পান করবে; ৭ কেননা তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে
তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন; এই চল্লিশ বছর তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার
সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না। ৮ তাই আমরা আরাবা নিম্নভূমির পথ
দিয়ে, এলাৎ ও এৎসিয়োন-গেবেরের মধ্য দিয়ে, সেইর-নিবাসী আমাদের ভাই সেই
এসৌ-সন্তানদের পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেলাম। পরে ফিরে মোয়াবের মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে
এগিয়ে গেলাম।
৯ প্রভু আমাকে বললেন, তুমি মোয়াবীয়দের আক্রমণ করো না, যুদ্ধ করতেও তাদের প্ররোচিত
করো না; কারণ আমি তাদের দেশের কোন অংশ তোমার অধিকার-রূপে তোমাকে দেব না,
কেননা আমি আর্ শহর লোটের সন্তানদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। ১০ (আগে ওই স্থানে এমীমেরা

বাস করত, তারা আনাকীয়দের মত বিরাট, বহুসংখ্যক ও লম্বা জাতির মানুষ। ১১ আনাকীয়দের
মত তারাও রেফাইমদের মধ্যে গণিত, কিন্তু মোয়াবীয়েরা তাদের এমীম বলে। ১২ আগে
হোরীয়েরাও সেইরে বাস করত, কিন্তু এসৌর সন্তানেরা তাদের দেশছাড়া করে ও একেবারে
বিনাশ করে তাদের জায়গায় বসতি করল—যেমন ইস্রায়েল তার সেই নিজের অধিকার-ভূমিতে
করল, যা প্রভু তাকে দিলেন।) ১৩ তাই তোমরা এখন ওঠ ও জেরেদ নদী পার হও! আর আমরা
জেরেদ নদী পার হলাম। ১৪ কাদেশ-বার্নেয়া থেকে জেরেদ নদী পার হওয়া পর্যন্ত আমাদের
যাত্রাকাল হল আটত্রিশ বছর; অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত যেদিন সেকালের যোদ্ধারা সকলেই শিবিরের
মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হল, যেমন প্রভু তাদের কাছে শপথ করে বলেছিলেন। ১৫ শিবিরের মধ্য থেকে
তাদের নিঃশেষে বিলুপ্ত করার জন্য প্রভুর হাতও তাদের বিরুদ্ধে ছিল।

১৬ যুদ্ধে নামবার যোগ্য সমস্ত লোক মৃত্যু-তালিকায় যাওয়ার পর ১৭ প্রভু আমাকে বললেন: ১৮
আজ তুমি মোয়াবের এলাকা, অর্থাৎ আর্ পার হতে যাচ্ছ; ১৯ তুমি আম্মোন-সন্তানদের দিকে
এগিয়ে যাচ্ছ। তাদের আক্রমণ করো না, যুদ্ধ করতেও তাদের প্ররোচিত করো না, কারণ আমি
তাদের দেশের কোন অংশ তোমার অধিকার-রূপে তোমাকে দেব না, কেননা আমি আর্ শহর
লোটের সন্তানদের অধিকার-রূপে দিয়েছি। ২০ (সেই দেশও রেফাইমদের দেশ বলে গণ্য ছিল;
রেফাইমেরা আগে সেখানে বাস করত; কিন্তু আম্মোনীয়েরা তাদের জাম্‌জুম্মিম বলে। ২১ তারা
আনাকীয়দের মত ছিল বিরাট, বহুসংখ্যক ও লম্বা জাতির মানুষ, কিন্তু যে আম্মোনীয়েরা তাদের
দেশছাড়া করে তাদের জায়গায় বসতি করেছিল, প্রভু সেই আম্মোনীয়দের জন্য তাদের একেবারে
বিনাশ করলেন, ২২ যেইভাবে তিনি সেইর-নিবাসী সেই এসৌ-সন্তানদের জন্যও করেছিলেন, যারা
হোরীয়দের একেবারে বিনাশ করে তাদের দেশছাড়া করেছিল, আর আজ পর্যন্তও তাদের জায়গায়
বাস করছে। ২৩ সেই আব্বীয়েরা, যারা গাজা পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করত, তারাও কাপ্তোর থেকে
আসা কাপ্তোরীয়দের দ্বারা বিনষ্ট হল, আর কাপ্তোরীয়েরা তাদের জায়গায় বাস করল।)’

সিহোনের রাজ্য-দখল

২৪ ‘তবে ওঠ, রওনা হও, আর্নোন উপত্যকা পার হও। দেখ, আমি হেস্‌বোনের রাজা আমোরীয়
সিহোনকে ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম; তুমি সেই দেশ অধিকার করতে আরম্ভ কর,
ও যুদ্ধ করতে তাকে আহ্বান কর। ২৫ আজই আমি গোটা আকাশমণ্ডলের নিচে থাকা জাতিগুলির
অন্তরে তোমার বিষয়ে আশঙ্কা ও ভয় সঞ্চার করতে আরম্ভ করব, যেন তারা তোমার সুখ্যাতির
কথা শুনে তোমার সামনে কম্পিত ও আতঙ্কিত হয়।

২৬ তখন আমি কেদেমোৎ মরুপ্রান্তর থেকে হেস্‌বোনের রাজা সিহোনের কাছে দূত দ্বারা এই
শান্তির বাণী বলে পাঠালাম: ২৭ তোমার দেশের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দাও, আমি সোজা রাস্তা
ধরেই যাব, ডানে কি বাঁয়ে কোথাও পথ ছাড়ব না। ২৮ আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যে দেশ
দিতে যাচ্ছেন, যর্দন পার হয়ে আমরা যে পর্যন্ত সেই দেশে না গিয়ে পৌঁছি, সেপর্যন্ত তুমি টাকার
বিনিময়ে খাবার জন্য আমাকে খাদ্য দেবে, ও টাকার বিনিময়ে পান করার জন্য জল দেবে;
আমাকে শুধু যাওয়ার অধিকার দাও, ২৯ সেইর-নিবাসী সেই এসৌ-সন্তানেরা ও আর্-নিবাসী সেই
আমোরীয়েরাও আমাকে যেমন অধিকার দিয়েছে। ৩০ কিন্তু হেস্‌বোনের রাজা সিহোন তাঁর দেশের
মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিতে রাজি হলেন না, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আত্মা কঠিন
করেছিলেন ও তাঁর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, যেন তাঁকে তোমার হাতে তুলে দেন—যেমন আজও

তিনি আমাদের হাতে আছেন! ৩১ প্রভু আমাকে বললেন: দেখ, আমি সিহোনকে ও তার দেশ
তোমার হাতে দিতে আরম্ভ করলাম; তুমিও তার দেশ দখল করায় তোমার জয়যাত্রা আরম্ভ কর।
৩২ তখন সিহোন ও তাঁর গোটা জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে যাহাসে যুদ্ধ করতে এলেন। ৩৩
আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দিলেন, আর আমরা তাঁকে, তাঁর সন্তানদের
ও গোটা জনগণকে পরাজিত করলাম।
৩৪ সেসময় আমরা তাঁর সমস্ত শহর দখল করলাম, এবং স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে সমেত সমস্ত
বসতি-নগরকে বিনাশ-মানতের বস্তু করলাম; কাউকে জীবিত রাখলাম না; ৩৫ কেবল পশুগুলোকে
ও যে যে শহরকে দখল করেছিলাম, সেই সেই শহরের সমস্ত কিছু লুটের মাল হিসাবে নিজেদের
জন্য নিলাম। ৩৬ আর্নোন উপত্যকার সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে ও উপত্যকার মধ্যে যে
শহর রয়েছে, তা থেকে গিলেয়াদ পর্যন্ত একটা শহরও আমাদের অজেয় রইল না; আমাদের
পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত আমাদের অধিকারে দিলেন। ৩৭ কেবল আম্মোন-সন্তানদের দেশ,
যাব্বোক নদীর পাশে অবস্থিত শহরগুলো, এবং যে কোন স্থানের বিষয়ে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু
নিষেধ করেছিলেন, কেবল সেই সমস্ত স্থানের কাছেই তুমি গেলে না।'

ওগের রাজ্য-দখল

৩'পরে আমরা অন্য দিকে ফিরে বাশানের দিকের পথে গিয়ে উঠলাম। বাশানের রাজা ওগ ও
তাঁর সমস্ত জনগণ বেরিয়ে পড়ে আমাদের বিরুদ্ধে এদ্রেইতে যুদ্ধ করতে এলেন।
২ প্রভু আমাকে বললেন: একে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে, এর সমস্ত জনগণকে ও এর
দেশ তোমার হাতে তুলে দিলাম; তুমি এর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, হেস্‌বোনে বাস করত
আমোরীয়দের রাজা সেই সিহোনের প্রতি যেইভাবে ব্যবহার করেছিলে। ৩ এইভাবে আমাদের
পরমেশ্বর প্রভু বাশানের রাজা ওগকে ও তাঁর সমস্ত জনগণকে আমাদের হাতে তুলে দিলেন;
আমরা তাঁকে এমন আঘাত হানলাম যে, তাঁর কেউই বেঁচে থাকল না। ৪ সেসময় আমরা তাঁর
সমস্ত শহর দখল করলাম; এমন একটা শহরও থাকল না, যা তাদের কাছ থেকে নিইনি: ষাটটা
শহর, আর্গোবের সমস্ত অঞ্চল, বাশানে ওগের রাজ্যই নিলাম। ৫ সেই সমস্ত শহর ছিল প্রাচীরে
ঘেরা ও দ্বার ও অর্গল দিয়ে সুরক্ষিত; প্রাচীরে না ঘেরা এমন বহু শহরও ছিল। ৬ আমরা
হেস্‌বোনের রাজা সিহোনের প্রতি যেমন করেছিলাম, তেমনি তাদেরও বিনাশ-মানতের বস্তু
করলাম: স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে সমেত তাদের সমস্ত বসতি-নগর বিনাশ-মানতের বস্তু করলাম।
৭ কিন্তু তাদের সমস্ত পশু ও শহরের সমস্ত কিছু লুটের মাল হিসাবে কেড়ে নিলাম।'

যর্দনের পুব পারে দেশ-বণ্টন

৮ 'সেসময় আমরা আমোরীয়দের দুই রাজার হাত থেকে যর্দনের ওপারে অবস্থিত আর্নোন
উপত্যকা থেকে হার্মোন পর্বত পর্যন্ত গোটা দেশ দখল করলাম। ৯ সিদোনীয়েরা সেই হার্মোনকে
সিরিয়োন বলে, এবং আমোরীয়েরা তা সেনির বলে। ১০ আমরা সমভূমির সমস্ত শহর, সাল্‌খা
পর্যন্ত ও বাশানে ওগ-রাজ্যের নগরী সেই এদ্রেই পর্যন্ত সমস্ত গিলেয়াদ ও সমস্ত বাশান দখল
করলাম। ১১ কেননা রেফাইমদের মধ্যে কেবল বাশানের রাজা ওগ বেঁচে গেছিলেন। তাঁর খাট,
লোহার সেই খাট কি আজও আম্মোন-সন্তানদের রাব্বা শহরে দেখা যায় না? মানুষের হাতের
পরিমাপ অনুসারে সেই খাট নয় হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া।

১২ সেসময় আমরা আর্নোন নদীতীরে অবস্থিত আরোয়ের থেকে এই দেশ দখল করলাম;
গিলেয়াদের পার্বত্য দেশের অর্ধেক ও সেখানকার শহরগুলো আমি রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের
দিলাম। ১৩ মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীকে আমি গিলেয়াদের বাকি অংশ ও সমস্ত বাশান, অর্থাৎ ওগের
রাজ্য দিলাম। (সমস্ত বাশানের সঙ্গে আর্গোবের সেই গোটা অঞ্চল দিলাম, যা রেফাইমীয় দেশ
বলে পরিচিত। ১৪ মানাসের সন্তান যায়ির গেশুরীয়দের ও মায়াখাথীয়দের সীমানা পর্যন্ত আর্গোবের
গোটা অঞ্চল দখল করে নিজ নাম অনুসারে বাশান দেশের সেই সকল জায়গার নাম যায়িরের
শিবির রাখল; আজ পর্যন্ত সেই নাম প্রচলিত।) ১৫ আমি মাখিরকে গিলেয়াদ দিলাম। ১৬ গিলেয়াদ
থেকে আর্নোন খাদনদী পর্যন্ত, উপত্যকার সেই মধ্যস্থান পর্যন্ত যা সীমানা হিসাবে পরিগণিত, এবং
আম্মোন-সন্তানদের সীমানা যাব্বোক খাদনদী পর্যন্ত যে অঞ্চল, তা রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের
দিলাম। ১৭ আরাবা ও যর্দন কিন্নেরেথ্ থেকে আরাবার সাগর অর্থাৎ পুবদিকে পিস্‌গার পাদদেশের
নিচে লবণ-সাগর পর্যন্ত সীমানা হিসাবে পরিগণিত।

১৮ সেসময় আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিলাম: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে
এই দেশ তোমাদের দিয়েছেন। যোদ্ধা যে তোমরা, অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ
ইস্রায়েল সন্তানদের আগে আগে পার হয়ে যাবে। ১৯ আমি তোমাদের যে সকল শহর দিলাম,
তোমাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পশুধন—আমি তো জানি, তোমাদের বহু পশু আছে—কেবল
তারাই তোমাদের সেই সকল শহরে থাকবে, ২০ যতদিন না প্রভু তোমাদের মত তোমাদের
ভাইদেরও বিশ্রাম দেন আর তাই যর্দনের ওপারে যে দেশ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের
দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে। তারপর তোমরা প্রত্যেকে সেই অধিকার-ভূমিতে ফিরে
যাবে, যা আমি তোমাদের দিলাম।

২১ সেসময় আমি যোশুয়াকে এই আজ্ঞা দিলাম: তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু সেই দুই রাজার প্রতি
যা করেছেন, তা তুমি নিজের চোখে দেখেছ; তুমি যে যে রাজ্যে পার হয়ে যাবে, সেই সমস্ত
রাজ্যের প্রতি প্রভু তেমনি করবেন। ২২ তোমরা তাদের ভয় করো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর
প্রভু নিজেই তোমাদের জন্য সংগ্রাম করছেন।’

মোশীর মিনতি

২৩ ‘সেসময় আমি প্রভুকে এই বলে একান্তই মিনতি জানালাম: ২৪ হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি
তোমার আপন দাসের কাছে তোমার মহিমা ও শক্তিশালী হাত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছ;
তোমার কাজের মত কাজ ও তোমার পরাক্রান্ত কর্মের মত পরাক্রান্ত কর্ম সাধন করতে পারে,
স্বর্গে বা মর্তে এমন ঈশ্বর কে আছে? ২৫ দোহাই তোমার, আমাকে ওপারে যেতে দাও, যর্দনের
ওপারে অবস্থিত সেই উত্তম দেশ, সেই সুন্দর গিরিপ্রদেশ ও লেবানন আমাকে দেখতে দাও।

২৬ কিন্তু প্রভু তোমাদের কারণে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় আমার যাচ্‌নায় সাড়া দিলেন না; প্রভু
আমাকে বললেন: আর নয়! এবিষয়ে আর কোন কথা আমার কাছে উত্থাপন করো না। ২৭ তুমি
পিস্‌গার চূড়ায় ওঠ, এবং পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পুব দিকে চেয়ে দেখ, ভাল করে লক্ষ কর,
কেননা তুমি এই যর্দন পার হতে পারবে না। ২৮ যোশুয়াকে তোমার যত আজ্ঞা হস্তান্তর কর, তার
অন্তরে সাহস যোগাও, তাকে বীরপুরুষ করে তোল, কেননা সে-ই এই জনগণের আগে আগে পার
হবে; যে দেশ তুমি দেখবে, সে-ই তাদের সেই দেশের অধিকারী করবে।

২৯ তাই বেথ্‌-পেওরের সামনে যে উপত্যকা, আমরা সেই উপত্যকায় থামলাম।’

ঐশবিধান মহা একটা দান

৪‘আর এখন, ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের
শিখিয়ে দিচ্ছি, যেন তা পালন করে তোমরা বাঁচতে পার, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর
প্রভু যে দেশ তোমাদের দিচ্ছেন, তোমরা যেন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করতে পার। ২
আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই
বাদও দেবে না। আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত আদেশ জারি করছি, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর
সেই সকল আজ্ঞা পালন করবে।

৩ বায়াল-পেওরের ব্যাপারে প্রভু যা করেছিলেন, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ: হ্যাঁ, তোমার মধ্য
থেকে যারা বায়াল-পেওরের অনুগামী হয়েছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের প্রত্যেককেই বিনাশ
করেছিলেন; ৪ কিন্তু তোমরা যত লোক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিলে,
সকলেই আজ জীবিত আছ।

৫ দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভু আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছেন, আমি তোমাদের তেমন বিধি ও
নিয়মনীতি শিখিয়েছি, যেন অধিকার করার জন্য তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে
সেগুলো পালন কর। ৬ সুতরাং তোমরা সেগুলোকে মেনে চলবে ও পালন করবে, কেননা
জাতিগুলোর সামনে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচয়; এই সমস্ত বিধির কথা শুনে
তারা বলবে: এই মহাজাতির মানুষই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। ৭ আসলে, এমন
কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেবতা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত
নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি? ৮ আর আমি আজ তোমাদের সামনে যে সমস্ত বিধান তুলে
ধরলাম, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার বিধি ও নিয়মনীতি তেমনি ধর্মসম্মত? ৯ কিন্তু তুমি
নিজের বিষয়ে সাবধান, অতি সাবধান থাক, পাছে যে সকল ব্যাপার তুমি নিজের চোখে দেখেছ,
তা ভুলে যাও: না, তা যেন তোমার সমস্ত জীবনকালে তোমার হৃদয় থেকে চলে না যায়। তুমি
তোমার সন্তানদের কাছে ও তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিদেরও কাছে তা শিখিয়ে দেবে।’

হোরেবে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

১০ ‘সেই দিনটির কথা স্মরণ কর, যেদিন তুমি হোরেবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে
দাঁড়িয়েছিলে; সেদিন প্রভু আমাকে বলেছিলেন: তুমি আমার কাছে জনগণকে একত্রে সমবেত
কর, আমি আমার বাণীগুলো তাদের শোনাব, তারা পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন যেন
আমাকে ভয় করতে শেখে ও তাদের সন্তানদেরও সেই বাণী শেখায়। ১১ তোমরা কাছে এগিয়ে
গিয়ে পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়েছিলে, এবং সেই পর্বত আকাশের অভ্যন্তর পর্যন্তই আগুনে
জ্বলছিল, অন্ধকার, মেঘ ও ঘোর তমসা ব্যাপ্ত ছিল। ১২ প্রভু আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে
কথা বললেন; তোমরা কথার সুর শুনছিলে, কিন্তু মূর্তিমান কিছুই দেখতে পাচ্ছিলে না; কেবল
একটি সুর ছিল। ১৩ তিনি তোমাদের কাছে তাঁর আপন সন্ধি প্রকাশ করলেন ও তা পালন করতে
তোমাদের আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ সেই দশ বাণী যা তিনি দু’খানা প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করলেন।
১৪ সেসময়ে তিনি আমাকে বিধি ও নিয়মনীতি তোমাদের শেখাতে আজ্ঞা করলেন, যে দেশ
তোমরা অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে তা যেন পালন কর।’

মূর্তিপূজা বিষয়ে সাবধান বাণী

১৫ ‘তাই, যেদিন প্রভু হোরেবে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেহেতু
সেদিন তোমরা মূর্তিমান কিছু দেখনি, সেজন্য তোমাদের নিজেদের বিষয়ে খুবই সাবধান হও, ১৬
পাছে ভ্রষ্ট হয়ে তোমরা নিজেদের জন্য কোন দেবতার খোদাই করা মূর্তি তৈরি কর—তা
পুরুষলোকের বা স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্তি হোক, ১৭ পৃথিবীর কোন পশুর প্রতিমূর্তি বা আকাশে উড়ন্ত
কোন পাখির প্রতিমূর্তি হোক, ১৮ ভূচর কোন সরিসৃপের প্রতিমূর্তি বা ভূমির নিচে জলচর কোন
প্রাণীর প্রতিমূর্তি হোক না কেন! ১৯ আরও, আকাশের দিকে চোখ তুলে সূর্য, চন্দ্র ও তারা-নক্ষত্র,
আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনী দেখলে তোমরা পাছে ভ্রষ্ট হয়ে সেগুলোর উদ্দেশে প্রণিপাত কর
ও সেগুলোর সেবা কর—সেইসব এমন কিছু, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু গোটা আকাশমণ্ডলের
নিচে থাকা সকল জাতির কাছে তাদেরই প্রাপ্য বলে ফেলে রেখেছেন। ২০ কিন্তু প্রভু তোমাদেরই
নিয়েছেন, লোহা ঢালবার হাপর থেকে, সেই মিশর থেকে তোমাদেরই বের করে এনেছেন, যেন
তোমরা তাঁর আপন অধিকাররূপে তাঁরই জনগণ হও, যেমনটি আজ আছ।

২১ তোমাদের কারণে প্রভু আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করেছেন যে, তিনি আমাকে যর্দন পার
হতে দেবেন না, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে দিতে যাচ্ছেন,
সেই উত্তম দেশে আমাকে প্রবেশ করতে দেবেন না। ২২ হ্যাঁ, যর্দন পার না হয়ে আমাকে এই
দেশেই মরতে হবে; তোমরাই পার হয়ে সেই উত্তম দেশের অধিকারী হবে। ২৩ তোমরা নিজেদের
বিষয়ে সাবধান থাক, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছেন, তা ভুলে
যেয়ো না, কোন জিনিসের মূর্তিও তৈরি করো না, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই ব্যাপারে
তোমাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। ২৪ কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বগ্রাসী আগুনস্বরূপ; তিনি
এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না।

২৫ সেই দেশে পুত্র পৌত্রদের জন্ম দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছবার পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও, যদি
কোন বস্তুর মূর্তি তৈরি কর, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে যদি
তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোল, ২৬ তবে আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ-মর্তকে সাক্ষী মেনে বলছি:
তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে নিশ্চয়ই এক নিমেষে
বিলুপ্ত হবে; সেখানে বহুকাল থাকতে পারবে না, বরং সকলে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হবে। ২৭ প্রভু
জাতিগুলোর মধ্যে তোমাদের বিক্ষিপ্ত করবেন; যে জাতিগুলোর মধ্যে প্রভু তোমাদের নিয়ে
যাবেন, তাদের মধ্যে তোমরা কেবল অল্পসংখ্যক হয়েই অবশিষ্ট থাকবে। ২৮ সেখানে তোমরা
মানুষের হাতে তৈরী দেবতাদের—কাঠ ও পাথরের তৈরী এমন দেবতাদেরই সেবা করবে, যারা
দেখে না, শোনে না, খায় না, ঘ্রাণও নেয় না।

২৯ কিন্তু সেখানে থেকে যদি তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁকে পাবে—
সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর সন্ধান করলেই পাবে। ৩০ সঙ্কটের মধ্যে থেকে যখন এই
সমস্ত তোমার প্রতি ঘটবে, তখন, সেই চরম দিনগুলিতে, তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে
ফিরবে ও তাঁর প্রতি বাধ্য হবে, ৩১ কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু স্নেহশীল ঈশ্বর; তিনি তোমাকে
ত্যাগ করবেন না, এবং শপথ করে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে সন্ধি করেছেন, তা ভুলে
যাবেন না।’

ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জনগণ হওয়ার গৌরব

৩২ ‘পরমেশ্বর যেদিন পৃথিবীর বুকে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেদিন থেকে যত যুগ কেটেছে,
তোমার পূর্ববর্তী সেই যুগগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত
এর মত মহান কিছু কি কখনও ঘটেছে? এর মত কোন কথা কি কখনও শোনা হয়েছে? ৩৩
তোমার মত কি আর কোন জাতি পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর আগুনের মধ্য থেকে কথা বলতে শুনেছে
আর তবুও প্রাণে বেঁচেছে? ৩৪ তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মিশরে তোমাদের চোখের সামনে মহা
মহা কাজ সাধন করেছেন, কোন দেবতা তেমনি কি নানা কঠোর পরীক্ষা, চিহ্ন ও অলৌকিক
লক্ষণে, যুদ্ধ-সংগ্রামে, শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে, নানা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে
অন্য জাতির মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জাতিকে তুলে আনতে নিজেই কখনও গিয়েছে? ৩৫
তোমাকেই ওই সবকিছুর দর্শক করা হয়েছে, যেন তুমি জানতে পার যে, প্রভুই পরমেশ্বর, তিনি
ছাড়া অন্য কেউ নেই। ৩৬ তোমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্বর্গ থেকে তোমাকে তাঁর আপন
কণ্ঠস্বর শোনালেন, মর্তে তোমাকে তাঁর আপন মহা আগুন দেখালেন, এবং তুমি আগুনের মধ্য
থেকে তাঁর আপন বাণী শুনতে পেলে। ৩৭ তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের ভালবাসলেন ও তাঁদের
পরে তাঁদের বংশধরদের বেছে নিলেন বলেই তাঁর আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে
মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, ৩৮ যেন তোমার চেয়ে মহান ও পরাক্রমী দেশের মানুষকে
তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশে তোমাকেই প্রবেশ করান ও তার অধিকার
তোমাকেই দান করেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।
৩৯ সুতরাং আজ জেনে নাও, হৃদয়ে এই কথা গেঁথে রাখ যে, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিম্নে এই মর্তে
প্রভুই তো পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। ৪০ তাই আমি আজ তাঁর যে সকল বিধি ও আজ্ঞা তোমাকে
দিলাম, তা পালন কর, যেন তোমার মঙ্গল হয়, তোমার পরে তোমার সন্তানদেরও মঙ্গল হয়,
এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি চিরকালের মত তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে যেন তুমি
দীর্ঘজীবী হয়ে বাস করতে পার।’

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

৪১ সেসময় মোশী যর্দনের ওপারে, সূর্যোদয়ের দিকে, তিনটে শহর বেছে নিলেন, ৪২ যে কেউ
তার প্রতিবেশীকে আগে থেকে ঘৃণা না করে পূর্ণ সচেতন না হয়ে বধ করে, তেমন নরঘাতক যেন
সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে; এই সবগুলোর মধ্যে কোন একটা শহরে গেলে সে নিজেকে
বাঁচাতে পারবে। ৪৩ শহর তিনটে এই: রূবেনীয়দের জন্য সমভূমিতে মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেৎসের,
গাদীয়দের জন্য গিলেয়াদে অবস্থিত রামোৎ, এবং মানাসীয়দের জন্য বাশানে অবস্থিত গোলান।

মোশীর দ্বিতীয় উপদেশ

৪৪ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে যে বিধান ব্যক্ত করলেন, সেই বিধান এ। ৪৫ ইস্রায়েল
সন্তানেরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসবার পর মোশী যর্দনের পুবপারে, বেথ্‌-পেওরের সামনে
অবস্থিত উপত্যকায়, হেস্‌বোন-নিবাসী আমোরীয় রাজা সিহোনের দেশে তাদের কাছে এই সকল
নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিলেন। ৪৬ মিশর থেকে বেরিয়ে এলে মোশী ও ইস্রায়েল
সন্তানেরা সেই রাজাকে আঘাত করেছিলেন, ৪৭ এবং তাঁর দেশ ও বাশানের রাজা ওগের দেশ—
যর্দনের পুবপারে সূর্যোদয়ের দিকে আমোরীয়দের এই দুই রাজার দেশ, ৪৮ আর্নোন উপত্যকার

সীমায় অবস্থিত আরোয়ের থেকে সিরিয়োন পর্বত পর্যন্ত, অর্থাৎ হার্মোন পর্যন্ত গোটা দেশ, ৪৯ এবং
পিস্‌গার পাদদেশে অবস্থিত আরাবা নিম্নভূমির সমুদ্র পর্যন্ত যর্দনের পুবপারে অবস্থিত সমস্ত
আরাবা নিম্নভূমি অধিকার করে নিয়েছিলেন।

দশ আজ্ঞা—এই দশ বাণীতে সমস্ত আজ্ঞা নিহিত

৫মোশী গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'শোন, ইস্রায়েল, সেই সকল বিধি ও
নিয়মনীতি যা আমি আজ তোমার সামনে ঘোষণা করছি; তোমরা তা শেখ ও সযত্নে পালন কর।
২ আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছেন। ৩ আমাদের
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু আজ এইখানে সকলে জীবিত আছি যে
আমরা, এই আমাদেরই সঙ্গে করেছেন। ৪ প্রভু পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে
মুখোমুখি হয়ে কথা বললেন। ৫ সেসময় আমিই প্রভুর বাণী তোমাদের জানিয়ে দেবার জন্য প্রভুর
ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আগুনের সামনে ভয় পেয়ে তোমরা পর্বতে ওঠনি।
তিনি বললেন:
৬ আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে
এনেছেন: ৭ আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!
৮ তুমি তোমার জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না: অর্থাৎ, উপরে সেই আকাশে, নিচে এই
পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যে কোন কিছুই তৈরি
করবে না। ৯ তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না;
কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন
না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে
আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; ১০ কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি
পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।
১১ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়,
প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।
১২ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত সাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তার পবিত্রতা
অক্ষুণ্ণ রাখ। ১৩ পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে;
১৪ কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না
—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাস-দাসীও নয়, তোমার বলদ-গাধাও নয়,
অন্য কোন পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; যেন তোমার দাস-দাসী
তোমার মত বিশ্রাম পেতে পারে। ১৫ মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার
পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন;
এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু সাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন।
১৬ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে,
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে যেন দীর্ঘজীবী হও ও
তোমার মঙ্গল হয়।
১৭ নরহত্যা করবে না।
১৮ ব্যভিচার করবে না।

১৯ অপহরণ করবে না।
২০ তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
২১ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করবে না ; প্রতিবেশীর ঘর, তার জমি, তার দাস-দাসী,
তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।
২২ প্রভু পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের গোটা জনসমাবেশের
কাছে এই সমস্ত বাণী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, আর অন্য কিছুই বলেননি। তিনি এই সমস্ত কথা
দু'টো প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিলেন।'

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ মোশী

২৩ 'যখন তোমরা অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই কণ্ঠ শুনতে পেলে—আর ইতিমধ্যে গোটা
পর্বতটাই আগুনে জ্বলছিল—তখন তোমাদের গোষ্ঠী-নেতারা ও প্রবীণবর্গ সকলে আমার কাছে
এসে ২৪ বলল, এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত
করেছেন আর আমরা আগুনের মধ্য থেকে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম : মানুষের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা
বললেও মানুষ বাঁচতে পারে, এ আমরা আজ দেখলাম। ২৫ কিন্তু আমরা এখন কেন মরব? সেই
মহা আগুন তো আমাদের গ্রাস করবে ; আমরা যদি আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠ শুনতে থাকি,
তবে মারা পড়ব। ২৬ কেননা মরণশীলদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের মত আগুনের মধ্য
থেকে জীবনময় পরমেশ্বরের কণ্ঠ কথা বলতে শুনে বেঁচেছে? ২৭ তুমিই এগিয়ে গিয়ে আমাদের
পরমেশ্বর প্রভু যে সমস্ত কথা বলবেন, তা শোন ; আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যা কিছু
বলবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদের জানাও ; আমরা তা শুনব ও পালন করব।
২৮ তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রভু তোমাদের এই কথা শুনলেন, তখন প্রভু
আমাকে বললেন, এই জনগণ তোমাকে যা কিছু বলেছে, তাদের সেই সমস্ত কথা আমি শুনলাম ;
ওরা যা বলেছে, তা ঠিক। ২৯ ওদের ও ওদের সন্তানদের যেন চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়, আহা, আমাকে
ভয় করতে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করতে যদি ওদের তেমন মন সবসময়ই থাকত! ৩০ তুমি
যাও, ওদের বল, নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও ; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এখানে থাক, ৩১ তুমি
ওদের যা কিছু শিক্ষা দেবে, আমি তোমাকে সেই সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি বলে দেব, আমি
যে দেশ ওদের অধিকারে দিতে যাচ্ছি, সেই দেশে ওরা যেন তা পালন করে।
৩২ তাই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যেমন আজ্ঞা করেছেন, তা সযত্নেই পালন করবে,
তার ডানে বা বাঁয়ে সরে যাবে না। ৩৩ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে যে পথে চলবার
আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চলবে, যেন তোমরা বাঁচতে পার ও তোমাদের মঙ্গল হয়, এবং যে
দেশের তোমরা অধিকারী হতে যাচ্ছ, সেখানে যেন তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়।'

প্রভুকে ভালবাসাই বিধানের সার

৬ 'তোমাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাকে এই এই আজ্ঞা, এই এই
বিধি ও নিয়মনীতি আদেশ করেছিলেন, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই
দেশে যেন সেই সমস্ত পালন কর, ২ যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করে তুমি, তোমার সন্তান
ও তোমার সন্তানের সন্তান আজীবন তাঁর সেই আজ্ঞা ও বিধিগুলি পালন কর যা আমি তোমাকে
দিচ্ছি, আর এর ফলে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। ৩ সুতরাং শোন, ইস্রায়েল! সযত্নেই এই

সমস্ত পালন কর, যেন তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যেমন বলেছেন, সেই
অনুসারে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশে তোমার মঙ্গল হয় ও তোমাদের খুবই বংশবৃদ্ধি হয়।
৪ শোন, ইস্রায়েল! প্রভু যিনি, তিনিই আমাদের পরমেশ্বর, অদ্বিতীয়ই সেই প্রভু। ৫ তুমি তোমার
পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
ভালবাসবে। ৬ এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির
থাকুক। ৭ তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার
সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে। ৮ তা তুমি তোমার হাতে চিহ্নরূপে
বেঁধে রাখবে, তা তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে, ৯ আর তোমার ঘরের দুই
বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে রাখবে।
১০ তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও
যাকোবের কাছে শপথ করেছেন, তিনি যখন তোমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে রয়েছে
এমন বিরাট বিরাট, সুন্দর সুন্দর শহর যা তুমি নির্মাণ করনি, ১১ এমন বাড়ি-ঘর যা তোমার দ্বারা
সঞ্চয় করা নয় এমন ভাল ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ, খোঁড়া এমন সব কুয়ো যা তুমি খুঁড়ে তৈরি
করনি, এমন সব আঙুরখেত ও জলপাই বাগান যা তুমি প্রস্তুত করনি, তুমি যখন তা খেয়ে
পরিতৃপ্ত হবে, ১২ তখন নিজের বিষয়ে সাবধান থাক, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে তুমি যেন ভুলে না যাও। ১৩ তোমার
পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁরই নামে শপথ করবে। ১৪ তোমরা
অন্য দেবতাদের, তোমাদের চারদিকের জাতিগুলোর সেই দেবতাদেরই অনুগামী হবে না, ১৫
কেননা তোমার মধ্যে রয়েছেন যিনি, তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন
না। সাবধান, পাছে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর ক্রোধ তোমার উপরে জ্বলে ওঠে, আর তিনি পৃথিবীর
বুক থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন। ১৬ তোমরা মাস্‌সাতে যেভাবে করেছিলেন, তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুকে সেইভাবে পরীক্ষা করবে না!
১৭ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু আজ্ঞা, নির্দেশবাণী ও বিধি জারি করেছেন, তোমরা তা
সযত্নে পালন করবে; ১৮ এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা কিছু ন্যায্য ও মঙ্গলময়, তা-ই করবে, যেন
তোমার মঙ্গল হয়, এবং প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন,
সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করে তুমি যেন তা অধিকার করতে পার; ১৯ এর আগে তিনি অবশ্যই
তোমার সামনে থেকে তোমার সকল শত্রুকে তাড়িয়ে দেবেন, যেমনটি স্বয়ং প্রভু কথা দিয়েছেন।
২০ ভবিষ্যতে যখন তোমার ছেলে জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে সকল
নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী? ২১ তখন তুমি তোমার
ছেলেকে এই উত্তর দেবে: আমরা মিশর দেশে ফারাওর দাস ছিলাম, আর প্রভু শক্তিশালী হাত
দ্বারা মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন; ২২ আমাদের চোখের সামনে প্রভু মিশরের
বিরুদ্ধে, ফারাও ও তাঁর সমস্ত বংশের বিরুদ্ধে মহৎ ও ভয়ঙ্কর নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ
দেখিয়ে দিলেন। ২৩ তিনি আমাদের সেখান থেকে বের করে আনলেন, যে দেশ আমাদের দেবেন
বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে যেন আমাদের নিয়ে যেতে
পারেন। ২৪ সেসময় প্রভু আমাদের এই সকল বিধি পালন করতে ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে
ভয় করতে আজ্ঞা করলেন, যেন আজীবন আমাদের মঙ্গল হয় আর আমরা বেঁচে থাকি—ঠিক

যেমনটি আজ বেঁচে আছি। ২৫ আমাদের কাছে ধর্মময়তা এ : আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে এই
সমস্ত বিধি সযত্নে পালন করা, যেমনটি তিনি আমাদের আজ্ঞা করেছেন।'

ইস্রায়েল পৃথক করা-ই এক জাতি

৭ 'অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন সেই
দেশে তোমাকে নিয়ে যাবেন, ও তোমার সামনে থেকে বহু জাতিকে—হিত্তীয়, গির্গাশীয়,
আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয়, ও যেবুসীয়, তোমার চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী এই সাত
জাতিকে দূর করবেন, ২ আর তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমার হাতে তাদের তুলে দেবেন আর
তুমি তাদের পরাজিত করবে, তখন তাদের তুমি বিনাশ-মানতের বস্তুই করবে; তাদের সঙ্গে
কোন সন্ধি করবে না, তাদের প্রতি দয়াও দেখাবে না। ৩ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবে না, তুমি
তার ছেলেকে তোমার মেয়েকে দেবে না, ও তোমার ছেলের জন্য তার মেয়ে নেবে না। ৪ কেননা
সে তোমার ছেলেকে আমার অনুসরণ করা থেকে সরিয়ে দেবে তারা যেন অন্য দেবতাদের সেবা
করে; এতে তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে আর তিনি তোমাকে এক নিমেষেই বিনাশ
করবেন। ৫ তোমরা বরং তাদের প্রতি এভাবেই ব্যবহার করবে: তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন
করবে, তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে ও
তাদের যত দেবমূর্তি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৬ কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। ৭ সকল জাতির চেয়ে তোমরা
সংখ্যায় বড়, এজন্যই যে প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, তা
নয়—প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির মধ্যে তোমরা সংখ্যায় ছোট— ৮ বরং প্রভু তোমাদের ভালবাসেন
এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত
হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত
থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন। ৯ সুতরাং জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু
যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে,
সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন। ১০ কিন্তু যারা তাঁকে ঘৃণা
করে, তাদের, সেই ব্যক্তিদেরই সংহার করায় তাদের প্রতিফল দেন; যে কেউ তাঁকে ঘৃণা করে,
দেরি না করেই তিনি তাকে, সেই ব্যক্তিকেই প্রতিফল দেন। ১১ তাই আমি আজ তোমার জন্য যে
সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও বিধান জারি করছি, তুমি সেই সমস্ত সযত্নে পালন করবে।

১২ তোমরা এই সকল নিয়মনীতি শোন, এই সমস্ত কিছু মেনে চল ও পালন কর, তবেই তোমার
পরমেশ্বর প্রভু যে সন্ধি ও কৃপার কথা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুত
হয়েছিলেন, তোমার ক্ষেত্রে তা রক্ষা করবেন; ১৩ হ্যাঁ, তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, আশীর্বাদ
করবেন, তোমার বংশের বৃদ্ধি ঘটাবেন: তিনি যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার
পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে তোমার গর্ভের ফল, তোমার ভূমির ফল,
তোমার গম, তোমার নতুন আঙুররস, তোমার তেল, তোমার গবাদি পশুর বাচ্চা ও তোমার
মেষের শাবক, এই সকলকেই আশিসমণ্ডিত করবেন। ১৪ সকল জাতির মধ্যে তুমি আশিসধন্য
হবে, তোমার মধ্যে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক অনুর্বর হবে না, তোমার পশুদের মধ্যেও নয়।
১৫ প্রভু তোমা থেকে সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন, এবং মিশরীয়দের যে সকল ঘৃণ্য রোগের

কথা তুমি জান, তা তোমার উপরে ডেকে আনবেন না, কিন্তু যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদের
সকলের উপরেই তা ডেকে আনবেন। ১৬ তাই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতে যে সমস্ত
জাতিকে তুলে দিচ্ছেন, তুমি তাদের গ্রাস করবে; তোমার চোখ তাদের প্রতি যেন দয়া না দেখায়;
তাদের দেবতাদের সেবা করো না, কেননা তোমার পক্ষে তা ফাঁদস্বরূপ।
১৭ কি জানি, হয় তো তুমি মনে মনে বল, এই জাতিগুলো যখন আমার চেয়ে বহুসংখ্যক, তখন
আমি কেমন করে এদের দেশছাড়া করব? ১৮ তুমি তাদের বিষয়ে ভীত হয়ো না; তোমার
পরমেশ্বর প্রভু ফারাওর ও গোটা মিশরের প্রতি যা করেছেন, তা স্মরণ কর; ১৯ স্মরণ কর সেই
মহা মহা পরীক্ষা যা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ; এবং সেই সকল চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ আর
সেই শক্তিশালী হাত ও বিস্তারিত বাহু যা দ্বারা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বের করে
এনেছেন; তুমি যাদের ভয় করছ, সেই সমস্ত জাতির প্রতি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তেমনি
করবেন। ২০ তাছাড়া, তুমি যেতে যেতে যারা নিজেদের বাঁচাতে বা লুকোতে পারবে, তারা যতদিন
বিনষ্ট না হয়, ততদিন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের মধ্যে ভিমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করবেন। ২১
তুমি তাদের কারণে সন্ত্রাসিত হয়ো না, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মাঝেই বিরাজ
করছেন, তিনি মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর! ২২ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে ওই
জাতিগুলোকে আস্তে আস্তে দূর করবেন; তুমি তো তাদের দ্রুতই বিনাশ করতে পারবে না, পাছে
বন্যজন্তুদের সংখ্যা বাড়ে আর তাতে তুমি ক্ষতিগ্রস্তই হবে। ২৩ কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের
তোমার হাতে তুলে দেবেন, এবং যে পর্যন্ত তারা বিনষ্ট না হয়, সেপর্যন্ত তিনি তাদের অন্তরে
বিরাট আতঙ্ক সঞ্চার করবেন। ২৪ তিনি তাদের রাজাদের তোমার হাতে তুলে দেবেন, আর তুমি
আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে তাদের নাম বিলুপ্ত করবে; তোমার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারবে না
—যতদিন না তুমি তাদের বিনাশ করবে। ২৫ তুমি তাদের খোদাই করা দেবমূর্তিগুলো আগুনে
পুড়িয়ে দেবে, সেগুলোর গায়ে মোড়ানো সোনা-রুপোর প্রতি লোভ করবে না ও নিজের জন্য তা
নেবে না, নিলে তা তোমার পক্ষে ফাঁদস্বরূপ হবে, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে তা জঘন্য
বস্তু; ২৬ তেমন জঘন্য বস্তু তুমি তোমার ঘরে আনবে না, পাছে সেগুলোর মত তুমিও
বিনাশ-মানতের বস্তু হও; কিন্তু সেইসব তুমি ঘৃণ্য ও জঘন্য বস্তু বলে গণ্য করবে, যেহেতু তা
বিনাশ-মানতের বস্তু।'

মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের শিক্ষালাভ

৮'আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা তা সযত্নে পালন করবে, যেন বাঁচতে
পার, বৃদ্ধিলাভ কর, এবং প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই
দেশে প্রবেশ করে যেন তা অধিকার কর। ২ সেই দীর্ঘ যাত্রাপথের কথাই স্মরণ কর, যে পথ দিয়ে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে নমিত করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং তোমার
অন্তঃস্থলে কি কি আছে ও তুমি তাঁর আজ্ঞা পালন করবে কিনা তা জানবার জন্য এই চল্লিশ বছর
ধরে তোমাকে চালনা করেছেন। ৩ হ্যাঁ, তিনি তোমাকে নমিত করলেন, তোমাকে ক্ষুধার জ্বালা
ভোগ করালেন, পরে তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার
পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে
না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে। ৪ এই চল্লিশ বছরে তোমার
গায়ের তোমার কোন পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমার পাও ফোলেনি। ৫ তাই মনে মনে স্বীকার কর

যে, যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে
শাসন করেন।'

প্রতিশ্রুত দেশ ও তার প্রলোভন

৬ 'তাঁর সমস্ত পথে চ'লে ও তাঁকে ভয় ক'রেই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কর,
৭ কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তম এক দেশে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন—উপত্যকা ও পর্বত
থেকে নির্গত জলস্রোত, জলের উৎসধারা ও গভীর জলাশয়েরই এক দেশ! ৮ আবার, এমন দেশ,
যা গম, যব, আঙুরলতা, ডুমুরগাছ ও ডালিমের দেশ; তেলদায়ী জলপাই ও মধুর দেশ; ৯ এমন
দেশ, যেখানে অনটনের কোন চাপ অনুভব না করেই তুমি খেতে পারবে, যেখানে তোমার কোন
বস্তুর অভাব হবে না; এমন দেশ, যার পাথর লোহা, ও সেখানকার পর্বত খুড়ে তুমি তামা বের
করবে। ১০ তাই তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খাবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে, কারণ
তিনিই তোমাকে সেই উত্তম দেশ দিলেন।
১১ সাবধান, তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে যেয়ো না; আমি আজ তাঁর যে সকল আজ্ঞা,
নিয়মনীতি ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, এই সমস্ত কিছু পালন করায় ত্রুটি করো না। ১২ তুমি যখন
খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, যখন বাস করার জন্য উত্তম ঘর তৈরি করবে, ১৩ যখন দেখবে তোমার গবাদি
পশু ও মেষ-ছাগের পাল বৃদ্ধি পেল, তোমার সোনা-রুপো বাড়ল ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি
পেল, ১৪ তখন তোমার হৃদয় যেন গর্বে এমন স্ফীত না হয় যে, তুমি তোমার পরমেশ্বর সেই প্রভুকে
ভুলে যাবে, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকেই তোমাকে বের করে এনেছেন, ১৫ যিনি
সেই ভয়ঙ্কর ও বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে, জ্বালাদায়ী বিষাক্ত সাপ ও বিছেতে ভরা জলহীন
মরুভূমির মধ্য দিয়ে তোমাকে চালনা করলেন এবং অধিক কঠিন পাথরময় শৈল থেকে তোমার
জন্য জল বের করলেন, ১৬ যিনি তোমাকে নমিত করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, ও
তোমার ভাবীকালে তোমার মঙ্গল করার জন্য তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে অজানা সেই মান্না দিয়ে
মরুপ্রান্তরে তোমাকে পরিপুষ্ট করলেন। ১৭ আর মনে মনে একথা বলো না, আমারই শক্তিতে ও
বাহুবলে আমি এই সব ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি! ১৮ বরং তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে স্মরণ করবে,
কেননা ঐশ্বর্য পাবার শক্তি তিনিই তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যা শপথ
করেছিলেন, তাঁর সেই সন্ধি যেন রক্ষা করতে পারেন, যেমনটি আজও করছেন।
১৯ কিন্তু যদি তুমি কোন প্রকারে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে যাও, অন্য দেবতাদের অনুগামী
হও, তাদের সেবা কর, ও তাদের সামনে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আজ এই
সাক্ষ্য দিচ্ছি: তোমার বিনাশ অনিবার্য! ২০ তোমাদের সামনে প্রভু যে জাতিগুলিকে বিনাশ করছেন,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হওয়ায় তাদেরই মত তোমাদেরও বিনাশ হবে।'

জাতিগুলোর চেয়ে ইস্রায়েল অধিক ধর্মময় নয়

৯ 'শোন, ইস্রায়েল! আজ তুমি তোমার চেয়ে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলিকে ও আকাশছোঁয়া
প্রাচীরে ঘেরা বিরাট নগরগুলিকে দখল করার জন্য যর্দন পার হতে যাচ্ছ; ২ এমন জাতির মানুষকে
তাড়াতে যাচ্ছ, যারা বিরাট ও লম্বা—তারা সেই আনাকীয়দের সন্তান, তাদের তুমি জান; তাদের
বিষয়ে একথাও শুনেছ যে, আনাক-সন্তানদের সামনে কেইবা দাঁড়াতে পারে? ৩ তবে আজ তুমি
জেনে রাখ যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু নিজে সর্বগ্রাসী আগুনের মত তোমার আগে আগে যাবেন,

তাদের সংহার করবেন, তোমার সামনে তাদের নত করবেন; তুমি তাদের দেশছাড়া করবে ও
দ্রুতই বিনাশ করবে, যেমন প্রভু তোমাকে কথা দিয়েছেন।
৪ তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবেন, তখন মনে মনে
ভেবো না যে, আমার ধর্মময়তার জন্যই প্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার করতে এনেছেন;
বাস্তবিক সেই জাতিগুলোর ধূর্ততার জন্যই প্রভু তোমার সামনে থেকে তাদের দেশছাড়া করবেন।
৫ না, তোমার ধর্মময়তা বা তোমার হৃদয়ের সরলতার জন্যই যে তুমি তাদের দেশ অধিকার করতে
যাচ্ছ, তা নয়; কিন্তু সেই জাতিগুলোর ধূর্ততার জন্য, এবং তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক
ও যাকোবের কাছে শপথ করে তিনি যে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর সেই কথা রক্ষা করার জন্যই
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার চোখের সামনে তাদের দেশছাড়া করবেন। ৬ সুতরাং জেনে নাও
যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে তোমার ধর্মময়তার জন্যই সেই উত্তম দেশ তোমার অধিকারে
দিচ্ছেন, তা নয়; কেননা তুমি প্রকৃতপক্ষে শক্তগ্রীব জাতিমাত্র!'

হোরেবে ইস্রায়েলের দুরাচার ও মোশীর মিনতি

৭ 'মনে রেখ, ভুলে যেয়ো না, প্রান্তরে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে কেমন অতিষ্ঠ করেছিলে!
মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার দিনটি থেকে এখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা প্রভুর
বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছ। ৮ তোমরা হোরেবেও প্রভুকে অতিষ্ঠ করেছিলে; তখন প্রভু তোমাদের
উপরে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তোমাদের বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। ৯ যখন আমি
সেই প্রস্তরফলক দু'টোকে, তোমাদের সঙ্গে প্রভু যে সন্ধি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই সন্ধির
প্রস্তরফলক দু'টোকেই নেবার জন্য পর্বতে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে
থেকেছিলাম, রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি; ১০ প্রভু আমাকে পরমেশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা
সেই প্রস্তরফলক দু'টো দিয়েছিলেন, যার উপরে ছিল সেই সকল বাণী যা প্রভু জনসমাবেশের দিনে
পর্বতের উপরে আগুনের মধ্যে থেকে তোমাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন। ১১ সেই চল্লিশদিন
চল্লিশরাত শেষে প্রভু ওই প্রস্তরফলক দু'টোকে, সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টোকে আমাকে দেবার
পর ১২ প্রভু আমাকে বললেন: ওঠ, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ,
যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার
আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে
ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে। ১৩ প্রভু আমাকে আরও বললেন: আমি এই জাতিকে
লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই শক্তগ্রীব জাতি। ১৪ তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ
করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও
মহান এক জাতি করব। ১৫ তখন আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে এলাম—সেই যে পর্বত
আগুনে জ্বলছিল—আর আমার দু'হাতে সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো ছিল। ১৬ তখন আমি চেয়ে
দেখলাম, আর দেখ, তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে, নিজেদের জন্য
ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করেছিলে, প্রভু যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই পথ
ত্যাগ করতে তোমাদের তত দেরি হয়নি। ১৭ আমি সেই প্রস্তরফলক দু'টো ধরে আমার নিজের
দু'হাত দিয়ে ফেলে দিলাম ও তোমাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম।
১৮ পরে আমি প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, ঠিক যেমনটি আগে করেছিলাম—চল্লিশদিন
চল্লিশরাত ধরে: রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি, কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই

ক’রে ও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলে তোমরা বড়ই পাপ করেছিলে। ১৯ আমার তখন ভীষণ ভয় ছিল,
কারণ তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও আক্রোশ এমন ছিল যে, তিনি তোমাদের একেবারে
বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। কিন্তু এবারেও প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। ২০ আরোনের
উপরেও প্রভু এমন প্রচন্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন যে, তাকে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন;
কিন্তু সেসময় আমি আরোনের জন্যও প্রার্থনা করলাম। ২১ পরে তোমাদের পাপের বস্তু, সেই যে
বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম, ও তা গুঁড়োর মত টুকরো টুকরো
না হওয়া পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করলাম, এবং শেষে, পর্বত থেকে যে জলস্রোত প্রবাহিত, তার মধ্যে
তার গুঁড়ো ফেলে দিলাম।

২২ তোমরা তাবেরায়, মাস্‌সায় ও কিব্রোৎ-হাত্তাবাতেও প্রভুকে ক্ষুব্ধ করলে। ২৩ যখন প্রভু
কাদেশ-বার্নেয়া থেকে তোমাদের এগোবার জন্য বললেন, তোমরা উঠে যাও, আমি তোমাদের যে
দেশ দিয়েছি, তা অধিকার কর, তখন তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করলে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলে না, ও তাঁর প্রতি বাধ্যতাও স্বীকার করলে না। ২৪ যে সময় থেকে
আমি তোমাদের চিনি, সেই সময় থেকে তোমরা প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে আসছ।

২৫ তাই আমি চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, কারণ প্রভু তোমাদের
বিনাশ করার কথা বলেছিলেন। ২৬ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আমি বললাম: আমার প্রভু পরমেশ্বর,
তুমি তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে যে জনগণের পক্ষে তোমার মহত্ত্বে মুক্তিকর্ম সাধন করেছ ও
শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে বের করে এনেছ, তাদের বিনাশ করো না! ২৭ তোমার দাস সেই
আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে মনে রেখ; এই জনগণের জেদ, ধূর্ততা ও পাপের দিকে
তাকিয়ো না; ২৮ পাছে তুমি আমাদের যে দেশ থেকে বের করে এনেছ, সেই দেশের লোকেরা
একথা বলে: প্রভু ওদের যে দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যেতে
পারলেন না; ওদের ঘৃণা করছিলেন বিধায় তিনি মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্যই ওদের বের করে
এনেছেন। ২৯ না, এরা বরং তোমার আপন জনগণ ও তোমার আপন উত্তরাধিকার; এদের তুমি
তোমার আপন মহাশক্তি দেখিয়ে ও বিস্তারিত বাহুতে বের করে এনেছ।’

সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবি-গোষ্ঠীকে মনোনয়ন

১০‘সেসময় প্রভু আমাকে বললেন, তুমি প্রথমগুলোর মত দু’খানা প্রস্তরফলক কেটে আমার কাছে
পর্বতে উঠে এসো, এবং কাঠের একটি মঞ্জুষা তৈরি কর। ২ যে প্রথম প্রস্তরগুলো তুমি ভেঙে দিলে,
সেগুলোতে যে যে বাণী লেখা ছিল, তা আমি এই দুই প্রস্তরফলকে লিখব, পরে তুমি তা সেই
মঞ্জুষাতে রাখবে।

৩ তাই আমি বাবলা কাঠের একটি মঞ্জুষা তৈরি করলাম, এবং প্রথমগুলোর মত দু’খানা
প্রস্তরফলক কেটে সেই দু’খানা প্রস্তরফলক হাতে করে পর্বতে উঠলাম। ৪ প্রভু জনসমাবেশের দিনে
পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে যে দশ বাণী তোমাদের জন্য জারি করেছিলেন, তিনি ওই দু’খানা
প্রস্তরফলকে, আগে যা লিখেছিলেন, তা লিখলেন। পরে তা আমাকে দিলেন। ৫ আমি মুখ ফিরিয়ে
পর্বত থেকে নেমে সেই দু’খানা প্রস্তরফলক আমার তৈরি করা সেই মঞ্জুষাতে রাখলাম, আর
সেসময় থেকে তা সেইখানে রয়েছে—যেমন প্রভু আমাকে আজ্ঞা দিলেন।

৬ ইস্রায়েল সন্তানেরা ইয়াকান-সন্তানদের কুয়ো থেকে মোসেরাতের দিকে রওনা হল। সেখানে
আরোনের মৃত্যু হয়, সেইখানে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়; তাঁর পদে তাঁর সন্তান এলেয়াজার

যাজক হলেন। ৭ সেখান থেকে তারা গুদ্‌গোদার দিকে রওনা হল, এবং গুদ্‌গোদা থেকে যট্‌বাথার
দিকে রওনা হল, এ এমন দেশ, যা জলস্রোতেরই দেশ।
৮ সেসময় প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বইবার জন্য, প্রভুর সেবায় তাঁর সাক্ষাতে দাঁড়াবার জন্য ও তাঁর
নামে আশীর্বাদ করার জন্য প্রভু লেবি গোষ্ঠীকে বেছে নিলেন, আর আজ পর্যন্তই সেরূপ চলে
আসছে। ৯ এজন্য নিজ ভাইদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ বা উত্তরাধিকার হয়নি; প্রভু নিজেই
তাদের উত্তরাধিকার, যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাকে বলেছিলেন।
১০ আমি প্রথমবারের মত চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে থাকলাম, এবং সেই বারেও প্রভু আমাকে
সাড়া দিলেন: প্রভু তোমাকে বিনাশ করতে সম্মত হলেন না। ১১ পরে প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ,
তুমি জনগণের আগে আগে রওনা হও: আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেব বলে শপথ
করেছি, এবার তারা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করুক।'

ভালবাসা ও বাধ্যতার বিধান

১২ 'এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি
যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত
হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, ১৩ এবং আজ আমি তোমার
মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর।
১৪ দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর! ১৫ কিন্তু প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে কেবল তাদেরই প্রতি আসক্ত
হলেন, আর তাদের পরে তিনি তাদের বংশধর এই তোমাদেরই সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে
নিয়েছেন—ঠিক আজকের মত। ১৬ তাই তোমরা তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর; আর
শক্তগ্রীব হয়ো না; ১৭ কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তো দেবতাদের দেবতা ও প্রভুদের প্রভু,
তিনিই সেই মহামহিম, প্রতাপশালী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি কারও পক্ষপাত করেন না ও
অন্যায়-উপহার নেন না; ১৮ তিনি বরং লক্ষ রাখেন যেন এতিম ও বিধবার সুবিচার হয়, তিনি
প্রবাসী মানুষকে ভালবাসেন ও তাকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেন। ১৯ তাই তোমরা প্রবাসী মানুষকে
ভালবাস, কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। ২০ তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয়
করবে ও সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, ও তাঁরই নামে শপথ করবে। ২১ তিনি
তোমার প্রশংসাবাদের পাত্র, তিনি তোমার পরমেশ্বর; তুমি যা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই মহৎ ও
ভয়ঙ্কর কাজগুলো তিনি তোমারই জন্য সাধন করলেন। ২২ তোমার পিতৃপুরুষেরা যখন মিশরে
যান, তখন সংখ্যায় কেবল সত্তরজনই ছিলেন, কিন্তু এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে
আকাশের তারানক্ষত্রের মত অগণন করে তুলেছেন।'
১১'তাই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে, এবং তাঁর সমস্ত আদেশ, বিধি, নিয়মনীতি
ও আজ্ঞাগুলো নিত্যই পালন করবে।'

ঈশ্বরের কর্মকীর্তি উপলব্ধি করা চাই

২ 'আজ তোমরাই উদ্বুদ্ধ হও, যেহেতু তোমাদের সেই ছেলেদের কাছে আমি কথা বলছি না, যারা
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শিক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তা দেখেওনি। না, তারা তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর
শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু, ৩ তাঁর সমস্ত চিহ্ন ও মিশরের মধ্যে মিশর-রাজ ফারাওর বিরুদ্ধে

ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম; ৪ মিশরীয় সেনাদল, অশ্ব ও যুদ্ধরথের বিরুদ্ধে
তাঁর সাধিত যত কর্ম, তথা, তারা যখন তোমাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তখন তিনি কেমন
করে লোহিত-সাগরের জল তাদের উপরে বইয়ে দিলেন ও চিরকালের মত তাদের বিনাশ
করলেন; ৫ সেই সবকিছু যা তিনি তোমাদের জন্য—এইখানে তোমাদের আসা পর্যন্ত—
মরুপ্রান্তরে সাধন করলেন; ৬ সেই সবকিছু যা তিনি রূবেনের পৌত্র এলিয়াবের ছেলে দাথান ও
আবিরামের প্রতি করলেন, তথা, ভূমি কেমন করে তার আপন মুখ হা করে গোটা ইস্রায়েল
চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই সেই লোকদের, তাদের পরিবার-পরিজনদের, তাদের তাঁবু ও তাদের
নিজস্ব যত সম্পদ গ্রাস করে ফেলল—এই সমস্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতাও তোমার ছেলেরা করেনি, তা
দেখেওনি। ৭ প্রভুর সাধিত এই সমস্ত মহাকীর্তি তোমরা তো স্বচক্ষেই দেখেছ।'

নানা প্রতিশ্রুতি ও সাবধান-বাণী

৮ 'তাই আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, সেই সকল আজ্ঞা পালন কর, যেন
তোমরা শক্তিশালী হয়ে উঠে, যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে প্রবেশ করে তা
জয় করতে পার, ৯ এর ফলে, প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও তাঁদের বংশধরদের যে দেশভূমি
দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে তোমরা যেন দীর্ঘকাল থাকতে
পার। ১০ কারণ তোমরা যে মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছ, সেই দেশে তুমি বীজ বুনে শাকের
খেতের মত পা দিয়েই জল সিঞ্চন করতে; কিন্তু অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ
করতে যাচ্ছ, তা সেরূপ নয়। ১১ না, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে পার হয়ে যাচ্ছ, তা পর্বত ও
উপত্যকারই দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে; ১২ সেই দেশের প্রতি তোমার পরমেশ্বর
প্রভু খুবই যত্নশীল: বছরের আরম্ভ থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত তার প্রতি অনুক্ষণ তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর দৃষ্টি থাকে। ১৩ আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা যদি তোমাদের সমস্ত
হৃদয় দিয়ে ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবেসে ও তাঁর সেবা
করে সেই সমস্ত আজ্ঞা সযত্নেই শোন, ১৪ তবে আমি ঠিক সময়ে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বর্ষাকালে
তোমাদের দেশে বৃষ্টি দেব, যেন তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেল সংগ্রহ করতে পার।
১৫ আমি তোমার পশুগুলোর জন্য তোমার মাঠে ঘাস দেব, এবং তুমি তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে।

১৬ তোমাদের নিজেদের বিষয়ে সাবধান, পাছে তোমাদের হৃদয় ভ্রষ্ট হয়! তোমরা যদি পথ
ছেড়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের সামনে প্রণিপাত কর, ১৭ তাহলে তোমাদের উপর
প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং তিনি আকাশ রুদ্ধ করবেন, তাতে আর বৃষ্টি হবে না, ভূমিও তার
আপন ফসল দেবে না, এবং প্রভু তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই উত্তম দেশ থেকে
তোমরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে।

১৮ সুতরাং তোমরা আমার এই সকল বাণী তোমাদের হৃদয়ে ও প্রাণে গেঁথে রাখবে, তা চিহ্নরূপে
তোমাদের হাতে বেঁধে রাখবে, তা তোমাদের চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে; ১৯ ঘরে
বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলে তা
তোমাদের ছেলেদের শেখাবে; ২০ তোমার ঘরের দুই বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে
রাখবে, ২১ যেন প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই
দেশভূমিতে তোমাদের আয়ু ও তোমাদের ছেলেদের আয়ু ভূমণ্ডলের উপরের আকাশমণ্ডলের
আয়ুর মত সুদীর্ঘ হয়।

২২ এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে
ভালবেসে, তাঁর সমস্ত পথে চলে ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে তা সযত্নে মেনে চল ও পালন কর, ২৩
তবে প্রভু তোমাদের সামনে থেকে এই সমস্ত জাতিকে দেশছাড়া করবেন, এবং তোমরা তোমাদের
চেয়ে মহান ও শক্তিশালী জাতিগুলোকে জয় করবে। ২৪ তোমরা যেইখানে পা বাড়াবে, সেই জায়গা
তোমাদের হবে; মরুপ্রান্তর ও লেবানন থেকে, নদী অর্থাৎ ইউফ্রেটিস নদী থেকে পশ্চিম সমুদ্র
পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। ২৫ তোমাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারবে না; তোমরা যে
দেশে পা দেবে, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর কথামত সেই দেশের সর্বত্রই তোমাদের বিষয়ে
ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন।'

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

২৬ 'দেখ, আজ আমি একটা আশীর্বাদ ও একটা অভিশাপ তোমাদের সামনে রাখলাম। ২৭ আজ
আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা জানিয়ে দিলাম, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা
যদি মেনে চল, তবে সেই আশীর্বাদের পাত্র হবে। ২৮ আর যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা
মেনে না চল, এবং আমি আজ এই যে পথে তোমাদের চলতে বললাম, সেই পথ ছেড়ে যদি
বিদেশী এমন কোন দেবতারই অনুগামী হও যাদের বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, তবে সেই
অভিশাপের পাত্র হবে।

২৯ অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন সেই
দেশে তোমাকে প্রবেশ করাবেন, তখন তুমি গারিজিম পর্বতে সেই আশীর্বাদ, এবং এবাল পর্বতে
সেই অভিশাপ রাখবে; ৩০ তোমরা তো জান, এই পর্বত দু'টো যর্দনের ওপারে, সূর্যাস্তের দিকে,
আরাবা নিম্নভূমি-নিবাসী কানানীয়দের দেশে, গিল্‌গালের সামনে, মোরের ওক্‌কুঞ্জের কাছে
অবস্থিত।

৩১ কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে
তা অধিকার করার জন্য তোমরা যর্দন পার হতে যাচ্ছ; হ্যাঁ, তোমরা সেই দেশ অধিকার করবে ও
সেখানে বাস করবে। ৩২ আমি আজ তোমাদের সামনে যে সকল বিধি ও নিয়মনীতি রাখলাম, তা
তোমরা সযত্নেই পালন করবে।'

প্রভুর বিধান

১২'এগুলোই সেই বিধি ও নিয়মনীতি, যা তোমরা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন সেই দেশভূমিতে সযত্নে পালন করবে, যে দেশভূমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকার রূপে দিতে যাচ্ছেন।'

মাত্র একটা উপাসনার স্থান

২ 'তোমরা যে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা উচ্চ পর্বতের উপরে, উপপর্বতের
উপরে ও সবুজ যত গাছের তলায় যে যে জায়গায় তাদের দেবতাদের সেবা করে, সেই সকল
জায়গা একেবারে বিলুপ্ত করবে। ৩ তোমরা তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন করবে, তাদের যত
স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড আগুনে পুড়িয়ে দেবে, তাদের যত
দেবমূর্তি ছিন্ন করবে, ও সেই সকল জায়গা থেকে তাদের নাম মুছে দেবে। ৪ তোমাদের পরমেশ্বর

প্রভুর প্রতি তোমরা তেমনটি করবে না, [৫] বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন
করার জন্য তোমাদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান বেছে নেবেন, তাঁর সেই আবাস-স্থানেই
তাঁর অন্বেষণ করবে; সেইখানে তোমরা যাবে। [৬] সেইখানে তোমরা তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি,
দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অবদান, মানতের অর্ঘ্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য এবং গবাদি পশুর ও মেষপালের
প্রথমজাতদের নিয়ে যাবে; [৭] সেইখানে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খাবে, এবং
তোমরা যা কিছুতে হাত দেবে ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছুতে তোমাদের আশীর্বাদ
করবেন, তাতেই তোমরা ও তোমাদের পরিবার আনন্দ করবে।
[৮] এখানে আমরা এখন প্রত্যেকে যা ভাল মনে করি তা-ই যেভাবে করছি, তোমরা তেমনি করবে
না, [৯] যেহেতু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে বিশ্রামস্থান ও উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন, সেখানে
তোমরা এখনও এসে পৌঁছনি। [১০] কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে
তোমাদের দিচ্ছেন, যখন তোমরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে বাস করবে, এবং চারদিকের সমস্ত
শত্রু থেকে তিনি তোমাদের নিরাপদে রাখলে তোমরা যখন নির্ভয়ে বাস করবে, [১১] তখন
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমরা
তা-ই নিয়ে যাবে যা আমি তোমাদের আজ্ঞা করছি, তথা: তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ,
স্বতঃস্ফূর্ত অবদান, এবং প্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য; [১২] আর সেইখানে
তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে ও তোমাদের দাস-দাসী, আর তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস
করে সেই লেবীয় তোমাদের মধ্যে যার কোন অংশ ও উত্তরাধিকার নেই, এই তোমরা সকলে
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। [১৩] সাবধান, যে কোন জায়গা দেখ, সেখানে
তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে না! [১৪] কিন্তু তোমার কোন এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান প্রভু
বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে ও সেইখানে সেই সমস্ত কিছু
করবে, যা আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম। [১৫] কিন্তু তবুও যখন খুশি তখন তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ অনুসারে তোমার সমস্ত নগরদ্বারের ভিতরে পশু জবাই করে মাংস খেতে
পারবে; অশুচি কি শুচি নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংসের মত তা খেতে
পারবে; [১৬] কেবল তাদের রক্তই তোমরা খাবে না; রক্ত তুমি জলের মত মাটিতে ঢেলে দেবে।
[১৭] তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের দশমাংশ, গবাদি পশুর বা মেষ-ছাগের প্রথমজাত,
এবং যা মানত করবে, সেই মানত-দ্রব্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য ও তোমার স্বতঃস্ফূর্ত অবদান, সেই
অর্ঘ্য—এই সমস্ত কিছু তুমি তোমার নগরদ্বারের মধ্যে খেতে পারবে না; [১৮] কিন্তু তোমার
পরমেশ্বর প্রভু যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তুমি, তোমার
ছেলেমেয়ে, তোমার দাস-দাসী, ও তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, তোমরা
সকলে তা খাবে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দেবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তাতেই
আনন্দ করবে। [১৯] সাবধান, তোমার দেশভূমিতে যতদিন জীবিত থাকবে, লেবীয়দের একা ফেলে
রাখবে না।
[২০] তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে যখন তোমার চতুঃসীমানা
বিস্তার করবেন, ও মাংস খেতে ইচ্ছা করলে যখন তুমি বলবে: মাংস খেতে আমার ইচ্ছা হয়,
তখন তোমার ইচ্ছামতই মাংস খেতে পারবে। [২১] তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন
করার জন্য যে স্থান বেছে নেবেন, তা যদি তোমার কাছ থেকে বেশি দূর হয়, তবে আমি যেমন

বলেছি, সেইমত তুমি প্রভুর দেওয়া গবাদি পশুপাল থেকে ও মেষ-ছাগের পাল থেকে পশু নিয়ে
জবাই করবে, ও তোমার ইচ্ছামত নগরদ্বারের ভিতরে খেতে পারবে। ২২ শুধু একথা: কৃষ্ণসার ও
হরিণ যেমন খাওয়া হয়, তেমনিই তা খাবে; অশুচি কি শুচি সকলেই তা খেতে পারবে; ২৩ কেবল
রক্ত খাওয়া থেকে সাবধান থাক, কেননা রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সঙ্গে প্রাণ খাবে না; ২৪ তুমি তা
খাবেই না, বরং জলের মত মাটিতে ঢেলে দেবে। ২৫ তা খাবে না, যেন প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা
করলে তোমার ও তোমার ভাবী সন্তানদেরও মঙ্গল হয়।

২৬ কিন্তু, যা কিছু তুমি পবিত্রীকৃত করেছ বা মানতের বস্তু করেছ, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে প্রভুর
বেছে নেওয়া স্থানে গিয়ে ২৭ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে তোমার আহুতি অর্থাৎ
মাংস ও রক্ত উৎসর্গ করবে; কিন্তু অন্য ধরনের বলিগুলোর রক্ত তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
যজ্ঞবেদির উপরে ঢালা হবে, আর তুমি সেগুলোর মাংস খেতে পারবে।

২৮ সাবধান, এই যে সমস্ত কিছু আমি আজ্ঞা করছি, তা তুমি মেনে চল, যেন তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও ন্যায্য তা করলে তোমার ও চিরকাল ধরে তোমার ভাবী সন্তানদের
মঙ্গল হয়।'

কানানীয়দের উপাসনা-প্রথা সম্বন্ধে সাবধান বাণী

২৯ 'তোমার সম্মুখীন যে জাতিগুলোকে তুমি দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, যখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু
তোমার সামনে থেকে তাদের উচ্ছেদ করবেন, ও তুমি তাদের দেশছাড়া করে তাদের দেশে বসতি
করবে, ৩০ তখন সাবধান থাক, পাছে তোমার জন্য তারা বিনষ্ট হওয়ার পরে তুমি তাদের আদর্শ
অনুসরণ করে ফাঁদে পড়; আরও, পাছে তাদের দেবতাদের অন্বেষণ করে বল: এই জাতিগুলো
তাদের দেবতাদের কেমন সেবা করছিল? আমিও সেইরকম করতে চাই! ৩১ না, তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর প্রতি তেমন ব্যবহার চলবে না, কেননা তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে তা-ই করছিল, যা
প্রভুর কাছে জঘন্য ও তাঁর ঘৃণার বস্তু; এমনকি, সেই দেবতাদের উদ্দেশে তারা তাদের
ছেলেমেয়েদেরও আগুনে পুড়িয়ে দিত।'

১৩'আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, তা তোমরা সযত্নেই পালন করবে; তুমি তাতে আর
কিছু যোগ করবে না, তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।

২ তোমার মধ্যে কোন নবী বা স্বপ্নদর্শক উঠে যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন বা অলৌকিক লক্ষণ
উত্থাপন করে, ৩ এবং প্রস্তাবিত সেই চিহ্ন বা অলৌকিক লক্ষণ সফল হলে সে তোমাকে বলে,
এসো, যে সকল দেবতা আজ পর্যন্ত তোমার অজ্ঞাতই ছিল, সেই অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে
তাদেরই সেবা করি, ৪ তবে তুমি সেই নবী বা স্বপ্নদর্শকের কথায় কান দেবে না, কেননা তোমরা
তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস কিনা, তা
জানবার জন্যই তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন। ৫ তোমরা, তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তাঁরই অনুগামী হবে, তাঁকেই ভয় করবে: হ্যাঁ, তাঁরই আজ্ঞা পালন করবে,
তাঁরই প্রতি বাধ্য হবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়িয়ে ধরবে। ৬ আর সেই নবী বা সেই
স্বপ্নদর্শক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে
তোমাদের বের করে এনেছেন ও সেই দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন,
তাঁকে ত্যাগের কথাই সে প্রস্তাব করেছে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে পথে চলতে তোমাকে আজ্ঞা
করেছেন, তা থেকে যেন তোমাকে ভ্রষ্ট করতে পারে। এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম

উচ্ছেদ করবে।
৭ তোমার ভাই, তোমার সহোদর বা তোমার ছেলে বা মেয়ে কিংবা তোমার প্রিয়তমা বধূ বা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি গোপনে তোমাকে উসকানি দিয়ে বলে, এসো, আমরা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করি, তোমার অজানা ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজানা দেবতা, ৮ তোমার চারপাশে অবস্থিত কিংবা নিকটবর্তী বা তোমা থেকে দূরবর্তী, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন জাতির দেবতা হোক, তেমন দেবতার বিষয়ে যদি এই কথা বলে, ৯ তবে তুমি তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ো না, তার কথায় কান দিয়ো না; তোমার চোখ তার প্রতি যেন দয়া না দেখায়; তুমি তাকে রেহাই দিয়ো না, তার অপরাধ লুক্কায়িত করো না। ১০ বরং তাকে বধ করবেই; তাকে বধ করার জন্য প্রথমে তুমিই তোমার নিজের হাত বাড়াবে, তারপর গোটা জনগণ হাত বাড়াবে।
১১ তুমি তাকে পাথর ছুড়ে মারবে, সে মরুক, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, তাঁর অনুগমনের ব্যাপারে সে তোমাকে ভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। ১২ একথা শুনে গোটা ইস্রায়েল ভয় পাবে, ও তোমার মধ্যে কেউই তেমন অপকর্ম আর করবে না।
১৩ তোমার পরমেশ্বর প্রভু বসবাসের জন্য যে যে শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন শহর সম্বন্ধে তুমি যদি শুনতে পাও যে, ১৪ কয়েকজন পাষণ্ড লোক তোমার মধ্য থেকে নির্গত হয়ে তার শহরবাসীদের এই কথা ব'লে ভ্রষ্ট করেছে: এসো, আমরা গিয়ে এমন অন্য দেবতাদের সেবা করি, যাদের কথা আজ পর্যন্ত তোমাদের অজানাই ছিল, ১৫ তবে তুমি তদন্ত করবে, অনুসন্ধান করবে, ও সযত্নে জিজ্ঞাসাবাদ করবে; আর যদি দেখা যায় যে তোমার মধ্যে তেমন ব্যাপার সত্যি ঘটেছে, ঘটনাটা সত্য, সেই ধরনের জঘন্য কাজ সত্যিকারে ঘটেছে, ১৬ তবে তুমি খড়্গের আঘাতে সেই শহরের অধিবাসীদের মেরে ফেলবে, এবং শহরটা ও তার মধ্যে যা কিছু আছে বিনাশ-মানতের বস্তু করবে ও তার যত পশু খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলবে। ১৭ পরে তার লুটের যত মাল শহরের ময়দানে জড় করে শহরটা ও সেই সমস্ত মাল তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পূর্ণাহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; সেই শহর চিরকালীন ঢিপি হয়ে থাকবে, তা আর কখনও পুনর্নির্মিত হবে না। ১৮ বিনাশ-মানতের বস্তুর কোন কিছুই তোমার হাতে লেগে না থাকুক, যেন প্রভু নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ দেখাতে ক্ষান্ত হন, এবং তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে তোমাকে দয়া করেন, স্নেহ দেখান ও তোমার বংশবৃদ্ধি করেন; ১৯ অবশ্যই, আমি আজ তোমাকে যে যে আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি যদি তাঁর সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করায় ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা-ই করায় তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তোমার বাধ্যতা দেখাও।'

নানা পৌত্তলিক প্রথার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী

১৪'তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্তান! তোমরা মৃতলোকদের জন্য নিজেদের দেহে কাটাকাটি করবে না ও ভ্রূর মধ্যস্থলে ক্ষুর চালাবে না; ২ কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন।'

শুচি-অশুচি পশুর মাংস

৩ 'তুমি জঘন্য কোন কিছুই খাবে না।

৪ যে সকল পশু তুমি খেতে পারবে, সেগুলো এই: বলদ, মেষ ও ছাগল, ৫ হরিণ, কৃষ্ণসার, ক্ষুদ্র
হরিণ, বন্য ছাগল, বাতপ্রমী, মহিষ ও পাহাড়িয়া ছাগ। ৬ আর পশুদের মধ্যে যত পশুর খুর সম্পূর্ণ
দ্বিখন্ড, এবং জাবর কাটে, সেই সকল পশুকে তোমরা খেতে পারবে; ৭ কিন্তু যেগুলো জাবর কাটে
ও যেগুলোর খুর দ্বিখন্ড, সেগুলোর মধ্যে তোমরা এই এই পশু খাবে না: উট, খরগোশ ও শাফন;
কেননা এগুলো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তাদের খুর দ্বিখন্ড নয়; তাই এগুলো তোমার পক্ষে
অশুচি; ৮ শূকরের খুর সম্পূর্ণরূপে দ্বিখন্ড বটে, কিন্তু সে জাবর কাটে না, তাই শূকর তোমাদের
পক্ষে অশুচি। তোমরা এগুলোর মাংস খাবে না, এগুলোর লাশও স্পর্শ করবে না।
৯ জলচর প্রাণীর মধ্যে যে সকল জন্তু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: যেগুলোর ডানা ও
আঁশ আছে, সেগুলো খেতে পারবে; ১০ কিন্তু যেগুলোর ডানা ও আঁশ নেই, সেগুলো খেতে পারবে
না; সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।
১১ তোমরা সবপ্রকার শুচি পাখি খেতে পারবে; ১২ কিন্তু এগুলি খাবে না: ১৩ ঈগল, হাড়গিলে ও
কুরস, চিল ও যে কোন প্রকার গৃধ্র, ১৪ যে কোন প্রকার কাক, ১৫ উটপাখি, রাত্রিশ্যেন, গাঙচিল ও
যে কোন প্রকার শ্যেন, ১৬ পেচক, মহাপেচক ও দীর্ঘগল হাঁস, ১৭ ক্ষুদ্র গগনভেলা, শকুন ও
মাছরাঙা, ১৮ সারস ও যে কোন প্রকার বক, টিটিভ ও বাদুড়। ১৯ যে কোন পোকার পাখা আছে,
তাও তোমাদের পক্ষে অশুচি; তা তোমরা খাবে না। ২০ তোমরা যাবতীয় শুচি পাখি খেতে পারবে।
২১ এমনি মারা গেছে তেমন পশুর মাংস তোমরা খাবে না; তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে
কোন বিদেশীকে তা খাবারের মত দিতে পারবে, কিংবা বিজাতীয় লোকের কাছে তা বিক্রি করতে
পারবে, কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি। তুমি ছাগলের
বাচ্চা তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

একবার্ষিক ও ত্রিবার্ষিক কর

২২ 'তুমি তোমার বীজ থেকে উৎপন্ন যাবতীয় শস্যের, বছরে বছরে যা মাঠে উৎপন্ন হয়, তার
দশমাংশ আলাদা করে রাখবে। ২৩ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান
বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার গম, নতুন আঙুররস ও তেলের দশমাংশ, এবং গবাদি
পশুপাল ও মেষ-ছাগের পালের প্রথমজাতদের তাঁর সাক্ষাতে খাবে; এইভাবে তোমার পরমেশ্বর
প্রভুকে ভয় করতে শিখবে। ২৪ কিন্তু সেই যাত্রাপথ যদি তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ হয়, এবং তোমার
পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, তার দূরত্বের জন্য যদি তুমি
তোমার এই সমস্ত দশমাংশ—তোমার পরমেশ্বর প্রভু তো তোমাকে আশীর্বাদই করেছেন!—
সেখানে নিয়ে যেতে না পার, ২৫ তবে সেই সমস্ত কিছু টাকায় পরিবর্তন করে সেই টাকা হাতের
মুঠোয় করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে যাবে। ২৬ সেই টাকা দিয়ে তোমার
ইচ্ছামত বলদ বা মেষ বা আঙুররস বা উগ্র পানীয় বা যে কোন জিনিসে তোমার রুচি হয়, তা
কিনে সেইখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খেয়ে তোমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ
করবে। ২৭ তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়কে একা ফেলে রাখবে না, কেননা
তোমার সঙ্গে তার কোন অংশ বা উত্তরাধিকার নেই।
২৮ প্রতি তৃতীয় বছর শেষে তুমি সেই বছরে উৎপন্ন তোমার শস্যের যাবতীয় দশমাংশ বের করে
এনে তোমার নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করে রাখবে; ২৯ তোমার সঙ্গে যার কোন অংশ বা
উত্তরাধিকার নেই, সেই লেবীয়, এবং বিদেশী, এতিম ও বিধবা, তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস

করে এই সকল লোক এসে তৃপ্তির সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবে; তবেই যত কাজে তুমি হাত দিয়েছ, সেই সকল কাজে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

সাব্বাৎ-বর্ষে ঋণ-ক্ষমাদান

১৫'তুমি প্রতি সাত বছর শেষে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দেবে। ২ তেমন ঋণক্ষমার ব্যবস্থা এ: যে
কোন পাওনাদার ধারের বিনিময়ে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে পাওনার দাবি রাখে, তা থেকে
তাকে মুক্ত করে দেবে; প্রভুর উদ্দেশে ঋণক্ষমা-বর্ষ একবার ঘোষণা করা হলে, সে তার প্রতিবেশী
বা ভাইয়ের কাছ থেকে তা আদায় করবে না। ৩ তুমি বিজাতীয়ের কাছেই তা আদায় করতে
পারবে, কিন্তু তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার যে দাবি আছে, তা তুমি ছেড়ে দেবে। ৪ আসলে,
তোমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কেউ থাকবে, তা উপযুক্ত নয়, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার
উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ মঞ্জুর করবেন—
৫ অবশ্যই তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়ে এই সকল আজ্ঞা সযত্নে পালন কর,
যা আমি আজ তোমাকে দিলাম। ৬ হ্যাঁ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন; আর তুমি বহু বহু দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজেই
ঋণ নেবে না; বহু বহু জাতির উপরে কর্তৃত্বও করবে, কিন্তু তারা তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।
৭ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার কোন একটা শহরে তোমার
কোন ভাই নিঃস্ব হলে তুমি হৃদয় কঠিন করবে না, নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি হাত রুদ্ধ করবে না। ৮ তুমি
বরং মুক্তহস্ত হয়ে তার অভাবের জন্য প্রয়োজনমত তাকে ঋণ দেবে। ৯ সাবধান, সপ্তম বছর, সেই
ঋণক্ষমা-বর্ষ কাছে এসে গেছে, একথা ব'লে তোমার হৃদয়ে এই কুচিন্তার উদয় হলে যেন এমনটি
না হয় যে, তোমার গরিব ভাইয়ের প্রতি অশুভ চোখে তাকিয়ে তাকে কিছু দেবে না; সে তোমার
বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, আর তখন তোমার বড়ই পাপ হবে। ১০ তুমি তাকে মুক্তহস্তে
দান করবে, এবং দেওয়ার সময়ে তোমার হৃদয় যেন দুঃখিত না হয়, কারণ এই কাজের জন্য
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দিয়েছ, সেই সমস্ত
কিছুতে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

১১ কেননা তোমার দেশের মধ্যে নিঃস্বদের কখনও অভাব হবে না; এজন্যই আমি তোমাকে এই
আজ্ঞা দিয়ে বলছি: তুমি তোমার দেশে তোমার ভাইয়ের প্রতি, এবং যে কোন দুঃখী ও নিঃস্বের
প্রতি মুক্তহস্ত হবে!'

সাব্বাৎ-বর্ষে ক্রীতদাসদের মুক্তিদান

১২ 'তোমার হিব্রু কোন ভাই বা হিব্রু কোন স্ত্রীলোক যদি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়,
সে ছ'বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, কিন্তু সপ্তম বছরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার
কাছ থেকে বিদায় দেবে। ১৩ আর মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তুমি
তাকে খালি হাতে বিদায় দেবে না; ১৪ তুমি তোমার পাল, খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যথেষ্ট কিছু
তুলে তার মাথায় চাপিয়ে দেবে; যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই
অনুসারে তোমাকেও তাকে দিতে হবে; ১৫ মনে রাখবে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি আজ তোমাকে এই আজ্ঞা
দিচ্ছি।

১৬ কিন্তু তোমার কাছে সুখে থাকায় সে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ভালবাসে বিধায় যদি
বলে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, ১৭ তবে তুমি একটা সুচ দিয়ে দরজায় তার কান
বিঁধিয়ে দেবে, আর সে সবসময়ের মত তোমার দাস হয়ে থাকবে; দাসীর ক্ষেত্রেও তাই করবে।
১৮ মুক্ত অবস্থায় তাকে বিদায় দেওয়াটি যেন তোমার মনে কঠিন না লাগে, কারণ ছ'বছর ধরেই সে
তোমার সেবা করে এসেছে, ও তোমার কাছে দিনমজুরের মজুরির চেয়ে সে দ্বিগুণ যোগ্য; আর
এভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

প্রভুর উদ্দেশে প্রথমজাতদের পবিত্রীকরণ

১৯ 'তুমি তোমার গবাদি পশুপালের বা মেষ-ছাগের পালের সমস্ত প্রথমজাত মদ্দা পশুকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে; তুমি গরুর প্রথমজাতকে কোন কাজে লাগাবে
না, এবং তোমার প্রথমজাত মেষের লোম কাটবে না। ২০ প্রভু যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তুমি ও তোমার পরিজন সকলে মিলে প্রতিবছর তা খাবে। ২১
যদি সেই পশুর দেহে কোথাও খুঁত থাকে, অর্থাৎ পশুটা যদি খোঁড়া বা অন্ধ হয়, কিংবা তার দেহে
কোন প্রকার গুরুতর খুঁত থাকে, তবে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা বলিদান করবে
না। ২২ তোমার নগরদ্বারের ভিতরে তা খাবে; অশুচি বা শুচি নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণসার বা
হরিণের মত তা খেতে পারবে। ২৩ তুমি কেবল তার রক্ত খাবে না; তা জলের মত মাটিতে ঢেলে
দেবে।'

তিন পর্ব পালন

১৬'তুমি আবীব মাস পালন করবে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা উদ্‌যাপন করবে,
কারণ আবীব মাসেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিশর থেকে বের করে
এনেছেন। ২ প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মেষ-ছাগের
ও গবাদি পশুর পালের একটা পশু তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কারূপে বলিদান করবে। ৩
তুমি তার সঙ্গে খামিরযুক্ত রুটি খাবে না: সাত দিন ধরে তার সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি, দুঃখাবস্থারই
রুটি খাবে, কারণ তুমি তাড়াতাড়ি করেই মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে; আর এইভাবে
তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে মিশর দেশ থেকে তোমার যাওয়ার দিন তোমার স্মরণে থাকবে।
৪ সাত দিন ধরে তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে খামিরের লেশমাত্র যেন না দেখা যায়; প্রথম দিনের
সন্ধ্যাকালে তুমি যা বলিদান করবে, তার মাংসের কিছুই যেন সকাল পর্যন্ত বাকি না থাকে। ৫
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সকল শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন নগরদ্বারের ভিতরে
পাস্কাবলি দিতে পারবে না; ৬ কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান
বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মিশর দেশ থেকে তোমার সেই বেরিয়ে আসার ক্ষণে, অর্থাৎ
সন্ধ্যাকালে, সূর্যাস্তের সময়ে পাস্কাবলি দেবে। ৭ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে
তা রান্না করে খাবে; আর সকালে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে। ৮ ছ' দিন ধরে তুমি
খামিরবিহীন রুটি খাবে, এবং সপ্তম দিনে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পর্বসভা অনুষ্ঠিত হবে:
তুমি কোন কাজ করবে না।

৯ তুমি সাত সপ্তাহ গুনবে; মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে
শুরু করবে; ১০ পরে তোমার দানশীলতার অনুপাতে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ
করে যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন, সেই আশীর্বাদের প্রতিদানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর

উদ্দেশে সপ্ত সপ্তাহের উৎসব উদ্‌যাপন করবে। ১১ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের
আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাস-দাসী,
তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এতিম
ও বিধবা, এই তোমরা সকলে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। ১২ মনে রাখবে
যে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং এই সমস্ত বিধি সযত্নে মেনে চলবে।

১৩ তোমার খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যা সংগ্রহ করার, তা সংগ্রহ করার সময়ে তুমি সাত দিন
পর্ণকুটির পর্ব উদ্‌যাপন করবে; ১৪ তোমার এই পর্বে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাস-দাসী
ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে
আনন্দ করবে। ১৫ প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাত দিন পর্ব
উদ্‌যাপন করবে; কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত ফসলে ও তোমার হাতের সমস্ত
কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, আর তাই তোমার আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ থাকবেই।

১৬ তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাঁর
বেছে নেওয়া স্থানে যাবে, তথা: খামিরবিহীন রুটির পর্বে, সপ্ত সপ্তাহের পর্বে ও পর্ণকুটির পর্বে;
কেউই খালি হাতে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে যাবে না। ১৭ প্রত্যেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া
আশীর্বাদ অনুসারে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবে।'

বিচারকেরা

১৮ 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সমস্ত শহর দেবেন, সেই সকল শহরে প্রতিটি গোষ্ঠীর
জন্য তুমি বিচারক ও শাস্ত্রী নিযুক্ত করবে: তারা ন্যায়বিচারে জনগণের বিচার করবে। ১৯ তুমি
অন্যায়-বিচার করবে না, কারও পক্ষপাত করবে না, অন্যায়-উপহারও নেবে না, কেননা
অন্যায়-উপহার প্রজ্ঞাবান মানুষদের চোখ অন্ধ করে ও ধার্মিকদের কথা বিকৃত করে; ২০ তুমি
ন্যায্যতার, কেবল ন্যায্যতারই অনুগামী হবে, যেন জীবিত থেকে সেই দেশ অধিকার করতে পার,
যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে দিতে যাচ্ছেন।'

নানা নিষিদ্ধ উপাসনা-ক্রিয়া

২১ 'তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করবে, তার কাছাকাছি কোন
পবিত্র দণ্ড স্থাপন করবে না। ২২ কোন স্মৃতিস্তম্ভও দাঁড় করাবে না, কেননা তা তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর কাছে ঘৃণার বস্তু।'

১৭'তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এমন বলদ বা মেষ বলিদান করবে না, যার দেহে
কোথাও কোন খুঁত বা কলঙ্ক আছে, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে তা জঘন্য কাজ।

২ তোমার মধ্যে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে যে শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন
শহরের মধ্যে যদি এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক থাকে, যে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন
করায় তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে, ৩ এবং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করে ও
আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের কাছে বা সূর্যের বা চাঁদের বা আকাশের তারকা-বাহিনীর কারও
উদ্দেশে প্রণিপাত করে, ৪ যখন তোমাকে একথা বলা হবে বা ব্যাপারটা তুমি নিজে শুনবে, তখন
সযত্নে তদন্ত কর; আর যদি দেখা যায় যে, তা সত্যি ঘটেছে, ব্যাপারটা সত্য, ও ইস্রায়েলের মধ্যে
তেমন জঘন্য কাজ ঘটেইছে, ৫ তবে তুমি অপকর্মা সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বের করে তোমার

নগরদ্বারের বাইরে আনবে; পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক হোক, তাকে তুমি পাথর ছুড়ে মারবে যেন সে
মরে। ৬ প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই হবে; একজনমাত্র
সাক্ষীর প্রমাণে প্রাণদণ্ড হবেই না। ৭ সেই ব্যক্তিকে বধ করার জন্য প্রথমে সাক্ষীরা, পরে সমস্ত
জনগণ তার উপরে হাত বাড়াবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।'

লেবীয় বিচারকবর্গ

৮ 'রক্তপাত, পরস্পর বিরোধিতা, আঘাত, এমনকি তোমার শহরের বিচারালয়ে যে কোন
ব্যাপারে বিবাদ ঘটলে যদি তোমার বিচার তোমার পক্ষে বেশি কঠিন হয়, তবে তুমি উঠে তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে গিয়ে ৯ লেবীয় যাজকদের ও সেই সময়ে কার্যরত বিচারকের
কাছে যাবে: তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, আর তারা তোমাকে উপযুক্ত বিচারাজ্ঞা জানাবে; ১০
প্রভুর বেছে নেওয়া সেই স্থানে তারা যে রায় তোমাকে জানাবে, তুমি সেই রায়ের উপর ভিত্তি করে
ব্যবহার করবে; তারা তোমাকে যে নির্দেশবাণী দেবে, তা সযত্নেই তুমি পালন করবে। ১১ তারা
তোমাকে যে নির্দেশবাণী শেখাবে, তার উপর ভিত্তি করে ও তোমাকে যে রায় জানাবে, তার উপর
ভিত্তি করে তুমি ব্যবহার করবে; তারা যে বাণী তোমার কাছে ব্যক্ত করবে, তুমি তার ডানে কি
বাঁয়ে সরবে না। ১২ যে কেউ দুঃসাহসের সঙ্গে ব্যবহার করে, অর্থাৎ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা
করতে সেই স্থানে থাকা যাজক বা বিচারকের কথায় কান না দেয়, সেই মানুষকে মরতেই হবে;
এতে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তেমন অপকর্ম উচ্ছেদ করবে; ১৩ গোটা জনগণ একথা শুনে ভয়
পাবে, ও দুঃসাহসের সঙ্গে আর ব্যবহার করবে না।'

রাজাদের প্রতি আদেশ

১৪ 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, তুমি যখন সেখানে গিয়ে দেশ
অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে, তখন যদি বল: আমার চারদিকের সকল জাতির মত
আমিও আমার উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করব, ১৫ তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাকে বেছে
নেবেন, তাকেই তোমার উপরে রাজা নিযুক্ত করবে; তোমার ভাইদের মধ্য থেকেই তুমি তোমার
রাজা নিযুক্ত করবে; যে তোমার ভাই নয়, এমন বিজাতীয় মানুষকে তুমি কোন মতে তোমার
উপরে রাজা পদে নিযুক্ত করবে না। ১৬ তবু সেই রাজাকে নিজের জন্য অনেক ঘোড়া রাখতে হবে
না; বহু বহু ঘোড়া পাবার চেষ্টায় তাকে জনগণকে আবার মিশর দেশে পাঠাতে হবে না, কেননা
প্রভু তোমাদের বলেছেন: তোমরা সেই পথে আর কখনও ফিরে যাবে না। ১৭ আরও, তাকে বহু স্ত্রী
নিতে হবে না, পাছে তার হৃদয় ভ্রষ্ট হয়; বেশি পরিমাণ সোনা-রুপোও সে যেন সঞ্চয় না করে।
১৮ রাজাসনে বসার দিনে সে নিজের জন্য একটি পুস্তকে লেবীয় যাজকদের হাতে থাকা মূলপুস্তক
অনুসারে এই বিধানের অনুলিপি লিখবে; ১৯ তা তার কাছে থাকবে, এবং সে তার জীবনের সমস্ত
দিন ধরে তা পাঠ করে থাকবে, যেন সে তার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এই বিধানের
সমস্ত বাণী ও সকল বিধিও যেন পালন করতে শেখে, ২০ এর ফলে সে যেন তার ভাইদের উপরে
গর্বোদ্ধত না হয়, এবং সেই আজ্ঞার ডানে বা বাঁয়ে না সরে; আর এইভাবে যেন ইস্রায়েলের মধ্যে
সে ও তার সন্তানেরা রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী করে।'

লেবীয় যাজকত্ব

১৮‘লেবীয় যাজকেরা—গোটা সেই লেবি-গোষ্ঠী—ইস্রায়েলে নিজস্ব কোন অংশ বা উত্তরাধিকার
পাবে না; তারা প্রভুর উদ্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া নৈবেদ্যের উপরে নির্ভর করবে। ২ তারা
তাদের ভাইদের মধ্যে নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার পাবে না; প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি
তিনি তাদের কথা দিয়েছেন।

৩ জনগণের কাছ থেকে যাজকদের বিধিসম্মত প্রাপ্য এ: যারা গবাদি পশু বা মেষ-ছাগপালের
পশু বলিদান করে, তারা বলির কাঁধ, দুই চপেট ও পাকস্থলী যাজককে দেবে। ৪ তুমি তোমার গম,
নতুন আঙুররস ও তেলের প্রথমাংশ, এবং মেষলোমের প্রথমাংশ তাকে দেবে; ৫ কারণ প্রভুর
নামে পুণ্যসেবা অনুশীলনে নিবিষ্ট হবার জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সকল গোষ্ঠীর মধ্য
থেকে তাকে ও তার সন্তানদেরই সবসময়ের জন্য বেছে নিয়েছেন।

৬ যে লেবীয় সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগরদ্বারে এসে বাস করে, সে যদি তার
প্রাণের গভীর বাসনায় সেই শহর থেকে প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে আসে, ৭ তাহলে সে প্রভুর
সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার লেবীয় ভাইদের মত তার পরমেশ্বর প্রভুর নামে পুণ্যসেবা করে যাবে;
৮ তারা খাদ্য হিসাবে অন্যান্যদের মত একই অংশ পাবে; একইসঙ্গে সে তার নিজের পৈতৃক
সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করবে।’

প্রকৃত ও নকল নবী

৯ ‘তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে এসে পৌঁছলে তুমি
সেখানকার জাতিগুলোর জঘন্য কাজের মত কাজ করতে শিখবে না। ১০ তোমার মধ্যে যেন এমন
কোন লোক পাওয়া না যায়, যে ছেলে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বলি দেয়, যে
তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহার করে, বা যে নিজেই গণক বা জাদুকর বা মায়াবী ১১ বা ইন্দ্রজালিক, বা ভূতের
ওঝা বা গণক বা প্রেতসাধক। ১২ কেননা যারা তেমন কাজ করে, তারা সকলে প্রভুর দৃষ্টিতে
জঘন্য; আর তেমন জঘন্য কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে এই
জাতিগুলোকে দেশছাড়া করছেন। ১৩ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে অনিন্দ্য হবে, ১৪ কারণ
তুমি যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা গণক ও মন্ত্রজালিকদের কথায় কান দেয়;
কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে তেমন কাজ করতে নিষেধ করছেন।

১৫ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে
আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে; ১৬ কেননা হোরেবে
জনসমাবেশের দিনে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ঠিক তাই যাচ্না করেছিলে; তখন
বলেছিলে, আমাকে যেন আমার পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে না হয়, যেন এই প্রচন্ড
আগুন আর দেখতে না হয়, নইলে আমি মারা পড়ব। ১৭ তখন প্রভু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক
কথাই বলেছে। ১৮ আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব
ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের
বলবে। ১৯ আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না
দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। ২০ কিন্তু আমি যে বাণী দিতে আজ্ঞা করিনি,
যদি কোন নবী দুঃসাহসের সঙ্গে তা আমার নামে বলে, বা যদি কেউ অন্য দেবতাদের নামে কথা
বলে, তবে সেই নবীকে মরতেই হবে।

২১ তুমি মনে মনে যদি বল, প্রভু কোন্ বাণী বলেননি, তা আমরা কেমন করে বুঝব? ২২ আচ্ছা,
কোন নবী প্রভুর নামে কথা বললে যদি সেই বাণী পরবর্তীতে সিদ্ধিলাভ না করে ও সফল না হয়,
তবে প্রভু সেই বাণী বলেননি; সেই নবী দুঃসাহসের সঙ্গেই কথা বলেছে: তার কাছ থেকে তোমার
ভয় করার কিছু নেই।'

নরঘাতকদের জন্য আশ্রয়নগর

১৯'তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে জাতিগুলোর দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তিনি তাদের উচ্ছেদ
করার পর তুমি যখন তাদের দেশছাড়া করে তাদের শহরে ও ঘরে বাস করবে, ২ তখন, তোমার
পরমেশ্বর প্রভু তোমার আপন অধিকার রূপে যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তোমার সেই
দেশের মধ্যে তুমি তিনটে শহর বেছে নেবে। ৩ তুমি সেগুলোর দিকে যাওয়ার পথ সরল করে
রাখবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তোমার সেই
দেশের ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত করবে, যেন যে কোন নরঘাতক সেই শহরে গিয়ে আশ্রয় পেতে
পারে। ৪ নরঘাতক সেখানে আশ্রয় পেয়ে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে পারে, তার কয়েকটা
উদাহরণ এই: কেউ যদি আগে প্রতিবেশীকে ঘৃণা না করে পূর্ণ সচেতন না হয়ে তাকে বধ করে, ৫
অর্থাৎ এমন একজনের মত, যে প্রতিবেশীর সঙ্গে কাঠ কাটতে বনে যায়, এবং গাছ কাটবার জন্য
কুড়াল তুললে ফলক বাঁট থেকে খসে প্রতিবেশীর গায়ে এমন ভাবে লাগে যে, তাতেই সে মারা
পড়ে; তবে সে গিয়ে ওই তিনটের মধ্যে কোন একটা নগরে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচাতে
পারবে; ৬ নতুবা প্রতিফলদাতা অন্তরে উত্তপ্ত হওয়ায় নরঘাতকের পিছনে ধাওয়া করবে, এবং পথ
দীর্ঘ হলে তাকে ধরতেও পারবে ও তার উপর মারাত্মক আঘাত হানবে, যদিও সেই লোক
প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, যেহেতু সে আগে তার সেই প্রতিবেশীকে ঘৃণা করত না। ৭ তাই আমি
তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি: তুমি তিনটে শহর বেছে নাও।
৮-৯ আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি তা পালন করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে
ভালবাসলে ও আজীবন তাঁর সমস্ত পথে চললে যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের
কাছে দেওয়া শপথ অনুসারে তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করেন ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে
প্রতিশ্রুত সেই সমস্ত দেশ তোমাকে দেন, তবে তুমি সেই তিন শহর ছাড়া আরও তিনটে শহর
চিহ্নিত করবে। ১০ এভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন,
তোমার সেই দেশের মধ্যে নিরপরাধীর রক্তপাত হবে না। অন্যথা তুমি নিজে তেমন রক্তপাতের
দায়ী হবে।
১১ কিন্তু যদি কেউ তার প্রতিবেশীকে ঘৃণাই ক'রে তার জন্য ওত পেতে থাকে ও তাকে আক্রমণ
ক'রে এমন আঘাত হানে যা তার মৃত্যু ঘটায়, পরে সেই লোক যদি সেই সকল শহরের মধ্যে
কোন একটা শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, ১২ তবে যে শহরে সে বাস করে, সেই শহরের প্রবীণবর্গ
লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তাকে আনাবে ও তাকে বধ করার জন্য রক্তের প্রতিফলদাতার হাতে
তুলে দেবে। ১৩ তোমার চোখ তার প্রতি যেন দয়া না দেখায়, বরং তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে
নিরপরাধীর রক্তপাতের দোষ দূর করবে আর এতে তোমার মঙ্গল হবে।'

সীমানা-চিহ্ন

১৪ 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ তোমার অধিকারে দিচ্ছেন, সেই দেশে

তোমার প্রাপ্য ভূমিতে আগেকার লোকেরা যে সীমানা-চিহ্ন নির্ধারণ করেছে, তোমার প্রতিবেশীর
সেই চিহ্ন স্থানান্তর করবে না।'

সাক্ষীর কর্তব্য

১৫ 'অপরাধ বা পাপ যে কোন প্রকার হোক না কেন, কারও বিরুদ্ধে একজনমাত্র সাক্ষী দাঁড়াতে
পারবে না; সে যেই প্রকার পাপ করেছে না কেন, দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই বিচার নিষ্পন্ন
হবে।

১৬ কোন ধূর্ত সাক্ষী যদি কারও বিরুদ্ধে উঠে তার ধর্মত্যাগের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ১৭ তবে সেই
বাদী প্রতিবাদী দু'জনে প্রভুর সামনে, সেকালের যাজকদের ও বিচারকদের সামনে দাঁড়াবে। ১৮
কিচারকেরা সযত্নে তদন্ত করবে, আর যদি দেখা যায় যে, সেই সাক্ষী আসলে মিথ্যাসাক্ষী, ও তার
ভাইয়ের বিরুদ্ধে সে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে, ১৯ তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি যেমন ব্যবহার করতে
মতলব করেছিল, তার প্রতি তোমরা তেমনি ব্যবহার করবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে
তেমন অপকর্ম উচ্ছেদ করবে; ২০ অন্যেরা তা শুনে ভয় পাবে, ও তোমার মধ্যে তেমন অপকর্ম
আর করবে না। ২১ তোমার চোখ যেন দয়া না দেখায়: প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ,
দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা!'

যুদ্ধ

২০'তুমি তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন তোমার চেয়ে বেশি ঘোড়া, রথ ও লোক
দেখবে, তখন ভীত হয়ো না, কেননা তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমেশ্বর প্রভুই আছেন, যিনি মিশর
দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। ২ তোমরা সংগ্রামের সম্মুখীন হলে যাজক এগিয়ে এসে
জনগণকে উদ্দেশ করে কথা বলবে, ৩ তাদের বলবে: শোন, ইস্রায়েল! তোমরা আজ তোমাদের
শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সম্মুখীন হচ্ছ; তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হোক; ভয় করো না,
দিশেহারা হয়ো না, ওদের কারণে সন্ত্রাসিত হয়ো না; ৪ কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই
তোমাদের ত্রাণ করার জন্য তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে তোমাদের
সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলছেন।

৫ শাস্ত্রীরা জনগণকে এই কথা বলবে: তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে নতুন ঘর তৈরি করে
এখনও তা প্রতিষ্ঠা করেনি? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে অন্য কেউ তা প্রতিষ্ঠা
করে। ৬ কে আছে, যে আঙুরখেত প্রস্তুত করে তার প্রথম ফল এখনও ভোগ করেনি? সে ঘরে
ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে অন্য কেউ তার প্রথম ফল ভোগ করে। ৭ কে আছে, যার
বাগ্‌বিবাহ হয়েছে কিন্তু পাক্কা বিবাহ এখনও হয়নি? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে যুদ্ধক্ষেত্রে
মরলে অন্য কেউ সেই কনেকে নেয়। ৮ শাস্ত্রীরা জনগণের কাছে আরও কথা বলবে; তারা বলবে:
ভীত ও দুর্বলহৃদয় কে আছে? সে ঘরে ফিরে যাক, পাছে সে তার ভাইদেরও দুর্বলহৃদয় করে। ৯
জনগণের কাছে কথা বলা শেষ করার পর শাস্ত্রীরা জনগণের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত করবে।

১০ যখন তুমি কোন শহর আক্রমণ করার জন্য তার দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তার কাছে আগে
শান্তির প্রস্তাব করবে। ১১ যদি সেই শহর বলে "শান্তি!" ও তোমার জন্য দ্বার খুলে দেয়, তবে সেই
শহরে যত মানুষ পাওয়া যায়, তারা তোমাকে কর দেবে ও তোমার সেবা করবে। ১২ কিন্তু যদি
শহরটা তোমার শান্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধই চায়, তবে তুমি সেই শহর অবরোধ করবে। ১৩
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তা তোমার হাতে তুলে দিলে পর তুমি তার সমস্ত পুরুষলোককে খড়্গের

আঘাতে মেরে ফেলবে, ১৪ কিন্তু স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও পশুরা ইত্যাদি শহরের সবকিছু, সমস্ত
লুটের মাল তুমি তোমার জন্য লুণ্ঠিত সম্পদরূপে কেড়ে নেবে, আর তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে
শত্রুদের লুটের মাল তোমাকে দেবেন, তাদের সেই লুটের মাল তুমি ভোগ করবে। ১৫ এই
নিকটবর্তী জাতিগুলোর শহর ছাড়া যে সকল শহর তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছে,
সেগুলোর প্রতিও তেমনি করবে।

১৬ কিন্তু এই জাতিগুলোর যে সকল শহর তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে
দিচ্ছেন, সেই সবগুলোর মধ্যে তুমি একটা প্রাণীকেও জীবিত রাখবে না; ১৭ তুমি তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তাদের—হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও
যেবুসীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করবে, ১৮ পাছে তারা তাদের দেবতাদের উদ্দেশে যে সমস্ত
জঘন্য কাজ করে, তেমনি করতে তোমাদেরও শেখায়; তেমনটি করলে তোমরা তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করবে।

১৯ যখন তুমি কোন শহর দখল ও জয় করার জন্য বহুদিন ধরে তা অবরোধ কর, তখন কুড়াল
দিয়ে সেখানকার গাছ-পালা কেটে ধ্বংস করবে না; তুমি তার ফল খাবে, কিন্তু গাছটা কাটবে না,
কেননা মাঠের গাছ কি একটা মানুষ যে তাও তোমার অবরোধের বস্তু হবে? ২০ কিন্তু যে যে গাছ
তুমি জান ফলদায়ী গাছ নয়, সেগুলোকে ধ্বংস করতে ও কাটতে পারবে, যেন, যে শহর তোমার
সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তার পতন না হওয়া পর্যন্ত সেই শহরের বিরুদ্ধে জাঙাল বাঁধতে পার।’

শনাক্ত হয়নি এমন নরঘাতক

২১‘তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি তোমার অধিকারে দিতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে যদি খোলা
মাঠে পড়ে থাকা অবস্থায় নিহত কোন লোক পাওয়া যায়, এবং তাকে কে বধ করেছে, তা জানা না
যায়, ২ তবে তোমার প্রবীণবর্গ ও বিচারকেরা বের হয়ে চারদিকের শহরগুলি ও সেই নিহত
মানুষের মধ্যকার দূরত্ব মাপবে। ৩ তখন যে শহর ওই নিহত লোকের সবচেয়ে নিকটবর্তী,
সেখানকার প্রবীণবর্গ পাল থেকে এমন একটা বকনা নেবে, যা দিয়ে কখনও কোন কাজ করা
হয়নি, যা জোয়াল কখনও বয়নি; ৪ পরে সেই শহরের প্রবীণবর্গ বকনাটাকে এমন কোন একটা
খরস্রোতের কাছে আনবে, যেখানে জল নিত্য বয়, এমন জায়গায় যেখানে চাষ বা বীজবপন
কখনও হয়নি, আর সেখানে, সেই খরস্রোতের ধারে তার ঘাড় ভেঙে ফেলবে। ৫ পরে লেবি-সন্তান
যাজকেরা এগিয়ে আসবে, কেননা তাদেরই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজের সেবার জন্য ও
প্রভুর নামে আশীর্বাদ করার জন্য বেছে নিয়েছেন, এবং তাদেরই কথামত প্রত্যেক বিবাদ ও
আঘাতের বিচার হওয়ার কথা। ৬ পরে মৃতদেহের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহরের সমস্ত প্রবীণ সেই
বকনার উপরে হাত ধুয়ে নেবে, যার ঘাড় খরস্রোতে ভেঙে ফেলা হল; ৭ তারা এই কথা উচ্চারণ
করবে: আমাদের হাত এই রক্তপাত করেনি, আমাদের চোখ কিছুই দেখেনি; ৮ হে প্রভু, তোমার
জনগণ যে ইস্রায়েলের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ, তাকে ক্ষমা কর; এমনটি হতে দিয়ো না
যে, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে নিরপরাধীর রক্তপাত করা হয়; এই রক্তপাতের জন্য তাদের
ক্ষমা কর। ৯ এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে নিরপরাধীর রক্তপাতের দোষ উচ্ছেদ করবে,
যেহেতু প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই তুমি করবে।’

যুদ্ধে বন্দি করে নেওয়া স্ত্রীলোক

১০ 'তুমি তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের তোমার
হাতে তুলে দেন ও তুমি তাদের কাউকে বন্দি করে নিয়ে যাও; ১১ এবং সেই বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী
কোন স্ত্রীলোককে দেখে প্রেমে পড়ে যদি তুমি তাকে নিজের স্ত্রী করতে চাও, তবে তাকে তোমার
ঘরে আনবে। ১২ সে নিজের মাথার চুল খেউরি করবে, নখ কাটবে, ১৩ বন্দিদশার কাপড় ত্যাগ
করবে, তোমার ঘরে বাস করবে ও তার পিতামাতার জন্য পুরো এক মাস বিলাপ করবে;
তারপরে তুমি তার কাছে যেতে পারবে ও স্বামীর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে, আর সে
তোমার স্ত্রী হবে। ১৪ যদি পরবর্তীকালে তুমি তার প্রতি আর প্রীত নও, তবে যেখানে তার ইচ্ছা,
সেখানে তাকে যেতে দেবে; কিন্তু কোন প্রকারে টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করবে না; তাকে
দাসীর মতও ব্যবহার করবে না, কেননা তুমি তার মান ভ্রষ্ট করেছ।'

জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার

১৫ 'যদি কোন পুরুষের ভালবাসা ও ঘৃণার পাত্রী দুই স্ত্রী থাকে, এবং ভালবাসা ও ঘৃণার পাত্রী
দু'জনেই তার ঘরে ছেলে প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠজন ঘৃণার পাত্রীর ছেলে হয়, ১৬ তবে ছেলেদের
কাছে সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার সময়ে ঘৃণার পাত্রীজাত জ্যেষ্ঠজন থাকতে সেই পুরুষ ভালবাসার
পাত্রীজাত ছেলেকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারবে না; ১৭ কিন্তু ঘৃণার পাত্রীর ছেলেকে জ্যেষ্ঠরূপে
স্বীকার করে সে তার সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ তাকে দেবে; কারণ সে তার শক্তির প্রথম ফল, তাই
জ্যেষ্ঠাধিকার তারই।'

বিদ্রোহী ছেলে

১৮ 'যদি কারও ছেলে জেদি ও বিদ্রোহী হয়, পিতামাতার কথা না শোনে ও শাসন করলেও
তাদের অমান্য করে, ১৯ তবে তার পিতামাতা তাকে ধরে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে, ছেলেটি
যেখানে বাস করে, সেই নগরদ্বারেই নিয়ে যাবে; ২০ তারা শহরের প্রবীণদের বলবে: আমাদের
এই ছেলে জেদি ও বিদ্রোহী, আমাদের কথা শোনে না, সে অপব্যয়ী ও মাতলামি-প্রিয়। ২১ সেই
শহরের সমস্ত পুরুষলোক তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে
অপকর্ম উচ্ছেদ করবে, আর গোটা ইস্রায়েল শুনে ভয় পাবে।'

নানা বিধি-নিয়ম

২২ 'যদি কোন মানুষ এমন পাপ করে যা প্রাণদণ্ডের যোগ্য আর তার প্রাণদণ্ড হয়, এবং তুমি
তাকে গাছে ঝুলিয়ে দাও, ২৩ তবে তার মৃতদেহ রাতে গাছের উপরে থাকতে দেবে না, সেই দিনেই
নিশ্চয় তাকে কবর দেবে; কেননা যাকে ঝুলানো হয়, সে পরমেশ্বরের অভিশাপের অধীন;
তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশভূমি তোমাকে দিচ্ছেন, তুমি তোমার সেই
দেশভূমি কলুষিত করবে না।'

২২'তোমার কোন কোন ভাইয়ের বলদ বা মেষকে পথহারা হতে দেখলে তুমি সেগুলোকে না
দেখবার ভান করবে না, অবশ্যই তোমার ভাইয়ের কাছে সেগুলোকে ফিরিয়ে আনবে। ২ যদি
তোমার সেই ভাইয়ের ঘর তোমার কাছাকাছি না হয় বা সে যদি তোমার অপরিচিত হয়, তবে সেই
ভাই তার সন্ধান না করা পর্যন্ত পশুটাকে নিজের কাছে রাখবে, আর তখন তা তাকে ফিরিয়ে
দেবে। ৩ তুমি তোমার ভাইয়ের গাধা, তার কাপড়, বা তোমার ভাইয়ের হারানো যে কোন জিনিস

পেলেও তেমনি করবে; তা না দেখবার ভান করা তোমার উচিত নয়।
৪ তোমার ভাইয়ের গাধা বা বলদ পথে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখলে তাদের না দেখার ভান করবে না; অবশ্যই তুমি তাকে সেগুলোকে তুলে দিতে সাহায্য করবে।
৫ স্ত্রীলোক পুরুষ-উচিত পোশাক বা পুরুষ স্ত্রীলোক-উচিত পোশাক পরবে না, কেননা যে কেউ তা করে, সে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে জঘন্য।
৬ পথে চলতে চলতে যখন কোন গাছের উপরে বা মাটিতে এমন কোন পাখির বাসা দেখতে পাও যার মধ্যে বাচ্চা বা ডিম আছে, এবং সেই বাচ্চা বা ডিমের উপরে পাখিরা তা দিচ্ছে, তবে
তুমি বাচ্চাদের সঙ্গে পাখিকে ধরবে না। ৭ তুমি সেই বাচ্চাগুলোকে নিজের জন্য নিতে পারবে,
কিন্তু পাখিকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে, যেন তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
৮ নতুন ঘর প্রস্তুত করলে তার ছাদে কোন প্রকার প্রাচীর দেবে, পাছে তার উপর থেকে কোন মানুষ পড়লে তুমি তোমার ঘরের উপরে রক্তপাতের দণ্ড ডেকে আন।
৯ তোমার আঙুরখেতে ভিন্ন ধরনের কোন গাছের বীজ বুনবে না, নতুবা সমস্ত ফসল—তোমার
সেই বোনা বীজের ও আঙুরখেতের ফসল সবই পবিত্রীকৃত বস্তু হবে। ১০ বলদ ও গাধা একসঙ্গে
জুড়ে চাষ করবে না। ১১ পশম ও ক্ষোমে মেশানো সুতো-তৈরী পোশাক পরবে না।
১২ যা দিয়ে নিজেকে জড়াও, সেই আলোয়ানের চার কোণে থোপ দেবে।'

নববধূর কুমারীত্ব বিষয়ক বিধি

১৩ 'কোন পুরুষ যদি বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার পর তাকে ঘৃণা করে, ১৪ তার নামে
অপবাদ দেয় ও তার দুর্নাম রটিয়ে বলে: আমি এই স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছি বটে, কিন্তু তার
কাছে গিয়ে এর কুমারীত্বের চিহ্ন পেলাম না, ১৫ তবে সেই কনের পিতামাতা তার কুমারীত্বের চিহ্ন
নিয়ে শহরের প্রবীণবর্গের কাছে নগরদ্বারে যাবে: ১৬ কনের পিতা প্রবীণদের বলবে, আমি এই
লোকের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলাম, কিন্তু এ তাকে ঘৃণা করে; ১৭ আর এখন এ
অপবাদ দিয়ে বলে, আমি তোমার মেয়ের কুমারীত্বের চিহ্ন পাইনি। কিন্তু এই যে, আমার মেয়ের
কুমারীত্বের চিহ্ন! এবং তারা শহরের প্রবীণবর্গের সামনে সেই কাপড় দেখাবে। ১৮ তখন শহরের
প্রবীণবর্গ সেই পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়ে শাস্তি দেবে, ১৯ এবং তাকে একশ' শেকেল রুপো অর্থদণ্ড
দিয়ে তা মেয়ের পিতাকে দেবে, কেননা লোকটা ইস্রায়েলীয় এক কুমারীর বিষয়ে দুর্নাম রটিয়েছে।
সে তার স্ত্রী হয়ে থাকবে, সেই পুরুষ আজীবন তাকে ত্যাগ করতে পারবে না। ২০ কিন্তু কথাটা যদি
সত্য হয়, মেয়ের কুমারীত্বের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায়, ২১ তবে তারা সেই মেয়েকে বের করে তার
পিতার ঘরের প্রবেশদ্বারে আনবে, এবং সেই মেয়ের শহরের পুরুষেরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করায় সে ইস্রায়েলের মধ্যে নিতান্ত লজ্জাকর কাজ করেছে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।
২২ কোন পুরুষলোক যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, তাকে ও সেই স্ত্রীলোককে দু'জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে; এইভাবে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।
২৩ যদি কেউ কোন পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা কোন কুমারীকে শহরের মধ্যে পেয়ে তার সঙ্গে মিলিত
হয়, ২৪ তবে তোমরা সেই দু'জনকে বের করে নগরদ্বারে এনে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে:
মেয়েটিকে মেরে ফেলবে, কেননা শহরের মধ্যে থাকলেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি,

পুরুষটাকে মেরে ফেলবে, কেননা সে তার প্রতিবেশীর বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর মান ভ্রষ্ট করেছে; এইভাবে
তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।
২৫ কিন্তু যদি কোন পুরুষলোক বাগ্‌দত্তা কোন মেয়েকে খোলা মাঠে পেয়ে জোর প্রয়োগে তার
সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, সেই পুরুষকেই মাত্র মেরে ফেলা হবে; ২৬
কিন্তু মেয়েটির প্রতি তুমি কিছুই করবে না; সেই মেয়ের মধ্যে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন পাপ নেই,
তাই যেমন কোন মানুষ তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠে তাকে প্রাণে মারে, এই ব্যাপারও সেইরূপ,
২৭ কেননা সেই পুরুষ খোলা মাঠেই তাকে পেয়েছিল, বাগ্‌দত্তা মেয়েটি সাহায্যের জন্য চিৎকার
করলেও তাকে নিস্তার করার মত কেউ ছিল না।
২৮ বাগ্‌দত্তা নয় কোন কুমারী মেয়েকে পেয়ে যদি কেউ তাকে ধরে তার সঙ্গে মিলিত হয় ২৯ ও
তারা ধরা পড়ে, তবে তার সঙ্গে যার মিলন হয়েছে, সেই পুরুষ মেয়ের পিতাকে পঞ্চাশ শেকেল
রুপো দেবে, এবং তার মান ভ্রষ্ট করেছে বিধায় মেয়েটি তার স্ত্রী হবে; সেই পুরুষ তাকে আজীবন
ত্যাগ করতে পারবে না।'
২৩'কোন পুরুষ তার আপন পিতার কোন স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীরূপে নেবে না, ও নিজের পিতার
আবরণের প্রান্ত উচ্চ করবে না।'

সাধারণ উপাসনায় অংশগ্রহণ

২ 'যার লিঙ্গ চূর্ণ বা ছিন্ন, তেমন মানুষ প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না।
৩ জারজ ব্যক্তি প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; দশম পুরুষ পর্যন্তও তার বংশের
কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না।
৪ আম্মোনীয় বা মোয়াবীয় কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; দশম পুরুষ
পর্যন্তও তাদের বংশের কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না; তারা কখনও
প্রবেশাধিকার পাবে না, ৫ কেননা মিশর থেকে তোমাদের আসবার সময়ে তারা পথে খাবার ও জল
নিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেনি; এমনকি তোমাকে অভিশাপ দেবার জন্য তোমার
বিরুদ্ধে দুই নদীর অঞ্চলে পেথোর-নিবাসী বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে উৎকোচ দিয়েছিল। ৬
কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু বালায়ামের কথায় কান দিতে সম্মত হলেন না, বরং তোমার
পরমেশ্বর প্রভু সেই অভিশাপ তোমার পক্ষে আশীর্বাদেই পরিণত করলেন, কারণ তোমার
পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে ভালবাসেন। ৭ তুমি আজীবন কখনও তাদের শান্তি বা মঙ্গলের অন্বেষণ
করবে না।
৮ তোমার কাছে এদোমীয় জঘন্য হবে না, কেননা সে তোমার ভাই; তোমার কাছে মিশরীয়
জঘন্য হবে না, কেননা তুমি তার দেশে প্রবাসী ছিলে। ৯ তাদের ঘরে যে সন্তানেরা জন্ম নেবে,
তারা তৃতীয় পুরুষে প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পেতে পারবে।'

শিবিরে পবিত্রতা বজায় রাখার বিষয়ে বিধি

১০ 'তুমি যখন তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গিয়ে শিবির বসাবে, তখন মন্দ যে কোন বিষয়ে
সাবধান থাকবে।
১১ তোমার মধ্যে যদি কোন লোক রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতায় অশুচি হয়, তবে সে শিবির
ছেড়ে বাইরে যাবে, শিবিরের মধ্যে ফিরবে না; ১২ সন্ধ্যার দিকে সে জলে স্নান করবে, ও সূর্যাস্তের

পরে শিবিরে ফিরে আসতে পারবে।
১৩ তুমি শৌচাগারের জন্য শিবিরের বাইরে এক জায়গা নির্ধারণ করে সেইখানে যাবে; ১৪
তোমার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটা কর্ণিক থাকবে; শৌচাগার ছেড়ে যাওয়ার সময়ে তুমি তা দিয়ে
একটা গর্ত করে তোমার ময়লা ঢেকে ফেলবে; ১৫ কেননা তোমাকে রক্ষা করতে ও তোমার
শত্রুদের তোমার হাতে তুলে দিতে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শিবিরের মধ্যে যাতায়াত
করেন; সুতরাং তোমার শিবির পবিত্র এক স্থান হোক, পাছে সেখানে কোন দৃষ্টিকটু কিছু দেখলে
তিনি তোমাকে একা ফেলে রেখে যান।'

বহুবিধ বিধি-নিয়ম

১৬ 'যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে তোমার কাছে আসে, তুমি তাকে তার
মনিবের হাতে তুলে দেবে না। ১৭ সে তোমার শহরগুলির মধ্যে তার পছন্দমত কোন এক শহরে
তার বেছে নেওয়া জায়গায় তোমার সঙ্গে তোমার দেশে বাস করবে; তুমি তাকে অত্যাচার করবে
না।
১৮ ইস্রায়েল-কন্যাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক সেবাদাসী হবে না, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কোন
পুরুষও সেবাদাস হবে না: ১৯ তোমার মানত যাই হোক না কেন, তুমি তেমন বেশ্যার মজুরি বা
কুকুরের বেতন তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে আনবে না, কেননা দু'টোই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
চোখে জঘন্য।
২০ টাকার সুদ হোক, খাদ্য-সামগ্রীর সুদ হোক, বা যে কোন জিনিস যার উপর সুদ নেওয়া যেতে
পারে, তুমি তোমার ভাইকে সুদে ঋণ দেবে না। ২১ তুমি বিদেশীকে সুদে ঋণ দিতে পারবে, কিন্তু
তোমার ভাইকে নয়, যেন অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।
২২ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে কিছু মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করবে না,
কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু অবশ্য তোমার কাছ থেকে তা আদায় করবেন আর তোমার নিজের
পাপ হবে। ২৩ কিন্তু যদি কোন মানত না কর, তবে এতে তোমার পাপ হবে না। ২৪ তোমার
মুখ-নিঃসৃত কথা তুমি রক্ষা করবে; এবং তোমার মুখ যা প্রতিজ্ঞা করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত তোমার সেই মানত তুমি পূরণ করবে।
২৫ প্রতিবেশীর আঙুরখেতে গেলে তুমি তোমার ইচ্ছামত তৃপ্তি সহকারে আঙুরফল খেতে পারবে,
কিন্তু ডালায় করে কিছুই নেবে না।
২৬ প্রতিবেশীর শস্যখেতে গেলে তুমি তোমার হাত দ্বারা শিষ ছিঁড়তে পারবে, কিন্তু তোমার
প্রতিবেশীর শস্যখেতে কাস্তে চালাবে না।'

বিবাহ বিচ্ছেদ

২৪'কোন পুরুষ একটি স্ত্রীকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ঘর করার পর যদি এমনটি হয় যে, সেই স্ত্রীর
ব্যবহারে লজ্জাকর কিছু পাওয়ার ফলে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয় না, তবে সেই পুরুষ
তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দিক। ২ সেই স্ত্রীলোক
তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হলে, ৩ এই পুরুষ যদি তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট
হয়, এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দেয়, বা এই

নতুন স্বামী যদি মরে যায়, ⁴ তবে যে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করেছিল, সে সেই স্ত্রী কলঙ্কিতা
হওয়ার পর তাকে আবার স্ত্রীরূপে নিতে পারবে না; কেননা তেমন কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য।
তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি তা পাপে কলুষিত
করবে না।'

ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করার বিষয়ে বিধি

৫ 'নব-বিবাহিত কোন পুরুষলোক যুদ্ধে যাবে না, ঘরেও তার উপর কোন ভার চাপা হবে না;
সে তার ঘরের চিন্তা করার জন্য এক বছরের মত স্বাধীন থাকবে, যেন সে যে স্ত্রীকে নিয়েছে তাকে
খুশি করতে পারে।

৬ কেউ কারও জাঁতা বা তার উপরের পাট বন্ধক রাখবে না; কেননা তা করা ঠিক যেন প্রাণ
বন্ধক রাখা।

৭ এমন কোন মানুষকে যদি পাওয়া যায়, যে তার আপন ভাইদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—
মধ্যে কাউকে অপহরণ করেছে, এবং তাকে দাসের মত ব্যবহার করেছে বা বিক্রি করেছে, তেমন
অপহারক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

৮ সংক্রামক চর্মরোগের ব্যাপারে তুমি সাবধান হয়ে, লেবীয় যাজকেরা যে সমস্ত নির্দেশ দেবে,
অধিক যত্নের সঙ্গে সেগুলো পালন করবে ও সেই অনুসারে ব্যবহার করবে; আমি তাদের যে
সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, তা পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ৯ মিশর থেকে তোমাদের বেরিয়ে
আসার সময়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাত্রাপথে মরিয়মের প্রতি যা করেছিলেন, তা মনে রাখবে।

১০ তোমার প্রতিবেশীর কোন কিছু বন্ধক রেখে ধার দিলে তুমি বন্ধকী মাল নেবার জন্য তার
ঘরে প্রবেশ করবে না। ১১ তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং যাকে ধার দিয়েছ, সে নিজেই বন্ধকী
মাল বের করে তোমার হাতে তুলে দেবে। ১২ সে গরিব হলে তুমি তার বন্ধকী মাল কাছে রেখে
ঘুমাতে যাবে না। ১৩ সূর্যাস্তের সময়ে তার বন্ধকী মাল তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে, যেন সে তার
নিজের কাপড়ে শুয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে; তেমন ব্যবহার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে
তোমার ধর্মময়তা বলে গণ্য হবে।

১৪ তোমার ভাই হোক, কিংবা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী মানুষ
হোক, গরিব ও নিঃস্ব দিনমজুরকে শোষণ করবে না। ১৫ কাজের দিনে, সূর্যাস্তের আগেই তার
মজুরি তাকে দেবে; কেননা সে গরিব, আর সেই মজুরির উপর তার মন পড়ে থাকে; এভাবে সে
তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে না, তোমারও পাপ হবে না।

১৬ ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ
নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।

১৭ প্রবাসী বা এতিমের বিচারে অন্যায় করবে না, এবং বিধবার কাপড় বন্ধক রাখবে না। ১৮ মনে
রেখ, তুমি মিশরে দাস ছিলে, কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম
সাধন করেছেন; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

১৯ ফসল কাটার সময়ে তুমি যদি তোমার জমিতে ভুলে এক আটি মাঠে ফেলে রাখ, তবে তা
ফিরিয়ে আনতে যাবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে, যেন তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

২০ যখন তোমার জলপাই পাড়, তখন শাখায় বাকি ফল দ্বিতীয়বারের মত খোঁজ করবে না; তা

প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে। ২১ যখন তোমার আঙুরখেতের ফল সংগ্রহ কর, তখন তা
সংগ্রহ করার পর দ্বিতীয়বারের মত কুড়োবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবাদের জন্য থাকবে।
২২ মনে রেখ, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা
দিচ্ছি।'

২৫'মানুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বেধে গেলে ওরা যদি বিচারকের কাছে যায়, যারা বিচার করে
তারা নির্দোষীকে নির্দোষী বলে ঘোষণা করবে ও দোষীকে দোষী বলে ঘোষণা করবে। ২ যে দোষী,
সে যদি প্রহারের যোগ্য, বিচারক তাকে শুইয়ে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আঘাতের সংখ্যা
নির্ধারণ করে নিজের সাক্ষাতে তাকে প্রহার করাবে। ৩ সে চল্লিশটা আঘাত নির্ধারণ করতে
পারবে, তার বেশি নয়; নইলে এর বেশি আঘাত দিলে তার দেহে গুরুতর ক্ষত হতে পারবে আর
তোমার ভাই তোমার সামনে অবনমিত হবে।

৪ গম মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বাঁধবে না।'

বংশ-রক্ষার বিষয়ে বিধি

৫ 'যদি ভাইয়েরা একত্রে বাস করে এবং তাদের মধ্যে একজন নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে সেই
মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাইরের অন্য গোত্রের পুরুষকে বিবাহ করবে না; তার দেবর তার কাছে যাবে ও
তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে: এইভাবে তার প্রতি দেবরের কর্তব্য পালন করবে। ৬ সেই স্ত্রীলোক যে
প্রথম পুত্রসন্তান প্রসব করবে, সে ওই মৃত ভাইয়ের নামে উত্তরাধিকারী হবে, এভাবে ইস্রায়েল
থেকে তার নাম লুপ্ত হবে না। ৭ কিন্তু সেই পুরুষ যদি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে নিতে সম্মত না হয়,
তবে সেই স্ত্রীলোক নগরদ্বারে প্রবীণদের গিয়ে বলবে: আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে তার
ভাইয়ের নাম রক্ষা করতে সম্মত নয়, সে আমার প্রতি দেবরের কর্তব্য পালন করতে ইচ্ছুক নয়। ৮
তখন তার শহরের প্রবীণবর্গ তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলবে; সে যদি তার সেই ইচ্ছায় স্থির
থাকে ও বলে: ওকে নিতে চাই না, ৯ তবে তার ভাইয়ের সেই স্ত্রী প্রবীণবর্গের সাক্ষাতে তার কাছে
এগিয়ে এসে তার পা থেকে পাদুকা খুলবে, তার মুখে থুথু দেবে ও স্পষ্টভাবে তাকে বলবে: যে
কেউ নিজ ভাইয়ের কুল রক্ষা না করে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। ১০ ইস্রায়েলের মধ্যে তার
নাম হবে: খোলা-পাদুকা-কুল।'

মারামারির সময়ে মাত্রা বজায় রাখার বিষয়ে বিধি

১১ 'পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে তাদের একজনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হাত থেকে
তার স্বামীকে মুক্ত করতে এসে হাত বাড়িয়ে প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, ১২ তবে তুমি তার হাত কেটে
ফেলবে; তোমার চোখ করুণা দেখাবে না।'

ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা

১৩ 'তোমার থলিতে ছোট বড় দুই প্রকার বাটখারা থাকবে না। ১৪ তোমার ঘরে ছোট বড় দুই
প্রকার পরিমাণপাত্র থাকবে না। ১৫ তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাটখারা রাখবে, যেন তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। ১৬ কেননা যে
কেউ সেপ্রকার কাজ করে, যে কেউ অসৎ কাজ করে, সে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখে জঘন্য।'

আমালেকীয়দের প্রতি দণ্ডবিধান

১৭ ‘স্মরণ কর, তোমরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে যাত্রাপথে তোমাদের প্রতি আমালেক
কি করল, ১৮ তোমার শ্রান্তি ও ক্লান্তির সময়ে সে কি প্রকারে যাত্রাপথে তোমার বিরুদ্ধে ছুটে এসে
তোমার পশ্চাদ্ভাগের দুর্বল লোকদের আক্রমণ করল; সে তো পরমেশ্বরকে ভয় করল না! ১৯ তাই
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার উত্তরাধিকার-রূপে দখল করার জন্য যে দেশ তোমাকে দিতে
যাচ্ছেন, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু চারদিকের সকল শত্রু থেকে তোমাকে স্বস্তি দেওয়ার
পর তুমি আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে আমালেকের স্মৃতি উচ্ছেদ করবে: একথা ভুলে যেয়ো না!’

প্রথমফসল

২৬‘তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি যখন সেই
দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে, ২ তখন, প্রভু যে দেশ তোমাকে
দিতে যাচ্ছেন, তুমি সেই দেশে উৎপন্ন সকল ভূমির ফলের প্রথমাংশ থেকে কিছু কিছু নিয়ে
ঝুড়িতে করে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন,
সেইখানে যাবে। ৩ তুমি সেই সময়ে কার্যরত যাজকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে বলবে:
আমি আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে স্বীকার করি যে, প্রভু যে দেশ আমাদের দেবেন বলে
আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, আমি সেই দেশে প্রবেশ করেছি। ৪ তখন যাজক
তোমার হাত থেকে সেই ঝুড়ি তুলে নিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে রাখবে, ৫
আর তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে এই কথা বলবে: আমার পিতা একজন ভবঘুরে
আরামীয় ছিলেন; তিনি মিশরে গিয়ে সেখানে স্বল্প লোকদের সঙ্গে প্রবাসী হয়ে থাকলেন, এবং
সেখানে মহৎ, পরাক্রমী ও বহুসংখ্যক জাতি হয়ে উঠলেন। ৬ মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার
করল, আমাদের অবনমিত করল ও আমাদের মাথায় কঠোর দাসত্বের ভার চেপে দিল; ৭ তখন
আমরা চিৎকার করে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলাম, আর প্রভু আমাদের
ডাক শুনলেন, তিনি দেখলেন আমাদের কষ্ট, আমাদের পরিশ্রম ও আমাদের অত্যাচার। ৮ প্রভু
শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিয়ে এবং নানা চিহ্ন ও অলৌকিক
লক্ষণ দেখিয়ে মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন। ৯ তিনি আমাদের এই স্থানে নিয়ে
এসেছেন, এবং এই দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী এই দেশ আমাদের দিয়েছেন। ১০ আর এখন, প্রভু,
দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়েছ, তার ফলের প্রথমাংশ আমি আনছি। পরে তুমি তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তা রেখে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে প্রণিপাত করবে; ১১ তোমার
পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে ও তোমার ঘরের সকলকে যা কিছু মঙ্গল দান করেছেন, সেই সব কিছুতে
তুমি, সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এই তোমরা সকলেই আনন্দ করবে।’

ত্রিবার্ষিক কর

১২ ‘তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ দশমাংশ-বর্ষে, তোমার আয়ের সমস্ত দশমাংশ তুলে নেওয়া শেষ
করার পর তুমি যখন লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে তা দেবে যেন তারা তোমার
নগরদ্বারের মধ্যে তা খেয়ে তৃপ্তি পায়, ১৩ তখন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে একথা
বলবে: তুমি যে সমস্ত আজ্ঞা আমাকে দিয়েছ, সেই অনুসারে আমার ঘরে পবিত্রীকৃত যা কিছু ছিল,
তা আমি আমার ঘর থেকে বের করে লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে দিয়েছি;

তোমার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি ও ভুলে যাইনি। ১৪ আমার শোকের দিনে আমি তার কিছুই
খাইনি, অশুচি অবস্থায় তার কিছুই তুলে নিইনি, এবং মৃতলোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিইনি;
আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; তুমি আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছ, আমি সেই
অনুসারে ব্যবহার করেছি। ১৫ তুমি তোমার পবিত্র আবাস থেকে, সেই স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
তোমার জনগণ ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তোমার শপথ
অনুসারে যে দেশভূমি আমাদের দিয়েছ, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশকেও আশীর্বাদ কর।'

মোশীর দ্বিতীয় উপদেশের সমাপ্তি—ইস্রায়েল প্রভুর আপন জনগণ

১৬ 'আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই সকল বিধি ও নিয়মনীতি পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা
করছেন; তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত কথা সযত্নে মেনে
চল ও পালন কর।

১৭ আজ তুমি প্রভুর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছ যে, তিনি হবেন তোমার পরমেশ্বর;
অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর বিধি, তাঁর আজ্ঞা ও তাঁর নিয়মনীতি সবই পালন
কর, এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও।

১৮ আজ প্রভু তোমার কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর কথামত তুমি হবে তাঁরই
নিজস্ব জনগণ; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর; ১৯ তবে প্রশংসা, সুনাম ও
মর্যাদা ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর গড়া সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তিনি
যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক
জাতি হবে।'

সিখেমে পালিত উপাসনা-অনুষ্ঠান

২৭মোশী ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন: 'আজ আমি তোমাদের যে সকল
আজ্ঞা দিই, তোমরা তা পালন কর। ২ তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, সেই
দেশে প্রবেশ করার জন্য তুমি যখন যর্দন পার হবে, তখন বড় বড় পাথর দাঁড় করাবে ও তা চুন
দিয়ে লেপন করবে। ৩ তোমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যেমন কথা দিয়েছেন, সেই
অনুসারে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশে প্রবেশ
করার জন্য তুমি যখন যর্দন পার হবে, তখন সেই পাথরগুলোর উপরে এই বিধানের সমস্ত কথা
লিখবে। ৪ আমি আজ যে পাথরগুলোর বিষয়ে তোমাদের আজ্ঞা দিলাম, তোমরা যর্দন পার হওয়ার
পর এবাল পর্বতে সেই সমস্ত পাথর দাঁড় করাবে ও চুন দিয়ে তা লেপন করবে। ৫ সেখানে তুমি
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথবে—যজ্ঞবেদিটি এমন পাথর দিয়েই গাঁথা
হবে, যে পাথরের উপরে লৌহজাতীয় কোন যন্ত্র কখনও ব্যবহার হয়নি। ৬ তুমি তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর সেই বেদি অক্ষুণ্ন পাথর দিয়ে গাঁথবে, এবং তার উপরে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
আহুতিবলি উৎসর্গ করবে; ৭ তুমি মিলন-যজ্ঞবলি দান করবে আর সেইখানে তা খাবে ও তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। ৮ সেই পাথরগুলোর উপরে এই বিধানের সমস্ত বাণী
খুবই স্পষ্ট অক্ষরে লিখবে।'

৯ মোশী ও লেবীয় যাজকেরা গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'ইস্রায়েল, চুপ কর, শোন! আজ তুমি
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এক জাতি হলে। ১০ তাই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি

বাধ্য হবে, এবং আজ আমি তোমাদের জন্য তাঁর যে সকল আজ্ঞা ও বিধি জারি করলাম, তা পালন করবে।’

১১ সেদিনে মোশী জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন: ১২ ‘তোমরা যর্দন পার হওয়ার পর সিমেয়োন, লেবি, যুদা, ইসাখার, যোসেফ ও বেঞ্জামিন, এরা জনগণকে আশীর্বাদ করার জন্য গারিজিম পর্বতে দাঁড়াবে।
১৩ আর রূবেন, গাদ, আসের, জাবুলোন, দান ও নেফ্‌তালি, এরা অভিশাপ দেবার জন্য এবাল পর্বতে দাঁড়াবে।

১৪ লেবীয়েরা কথা বলতে শুরু করবে, ইস্রায়েলের গোটা জনগণকে তারা উচ্চকণ্ঠে বলবে:

১৫ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে খোদাই করা বা ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবমূর্তি—প্রভুর কাছে তেমন জঘন্য বস্তু—শিল্পীর হাতে গড়া বস্তু তৈরি ক’রে গোপন জায়গায় স্থাপন করে! গোটা জনগণ উত্তরে বলবে: আমেন!

১৬ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের পিতা বা মাতাকে তুচ্ছ করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

১৭ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে তার প্রতিবেশীর ভূমির সীমানা-চিহ্ন স্থানান্তর করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

১৮ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

১৯ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে বিদেশী, এতিম ও বিধবার অধিকার লঙ্ঘন করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২০ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের পিতার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, কেননা সে নিজের পিতার আবরণের প্রান্ত অনাবৃত করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২১ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে-কোন প্রকার পশুর সঙ্গে যার মিলন হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২২ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের বোনের সঙ্গে, অর্থাৎ পিতার মেয়ের বা মাতার মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২৩ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে মিলিত হয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২৪ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের প্রতিবেশীকে গোপনে হত্যা করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২৫ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিরপরাধীকে হত্যা করার জন্য উৎকোচ নেয়! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!

২৬ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে এই বিধানের সমস্ত বাণী পালন করার জন্য তার সমর্থনে দাঁড়ায় না! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!’

প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ

২৮ ‘আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করি, তা সযত্নেই পালন করার জন্য যদি তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু পৃথিবীর সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন,
২ কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছ বিধায় এই সমস্ত আশীর্বাদ তোমার উপরে বর্ষিত হয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে।

৩ তুমি নগরে আশীর্বাদের পাত্র হবে, মাঠেও আশীর্বাদের পাত্র হবে।

৪ তোমার দেহের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার গাভীদের বাচ্চা ও
তোমার মেষীদের বাচ্চা আশীর্বাদের পাত্র হবে।
৫ তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্বাদের পাত্র হবে।
৬ ঘরে আসবার সময়ে তুমি আশীর্বাদের পাত্র হবে, বাইরে যাওয়ার সময়েও তুমি আশীর্বাদের
পাত্র হবে।
৭ তোমার যে শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রভু তাদের তোমার চোখের সামনেই পরাস্ত
করবেন: তারা এক পথ দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু সাত পথ দিয়ে তোমার সামনে থেকে
পালাবে।
৮ প্রভু আশীর্বাদকে আজ্ঞা দেবেন, তা যেন তোমার গোলাঘরের উপর, ও তুমি যে কোন কাজে
হাত দেবে, তার উপরে বিরাজ করে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন,
সেখানে তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। ৯ তাঁর শপথ অনুসারে প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন; অবশ্যই, তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন
কর ও তাঁর সমস্ত পথে চল। ১০ তুমি যে প্রভুর আপন নাম বহন কর, তা দেখে পৃথিবীর সকল
জাতি তোমার বিষয়ে ভীত হবে।
১১ প্রভু যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই
দেশভূমিতে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার দেহের ফলে, তোমার পশুর বাচ্চায় ও তোমার ভূমির ফলে
তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করবেন। ১২ ঠিক সময়ে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হাতের
সমস্ত কাজে আশীর্বাদ করতে প্রভু তাঁর মঙ্গল-ভাণ্ডার সেই আকাশ খুলে দেবেন, তাই তুমি বহু বহু
দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজে ঋণ নেবে না। ১৩ প্রভু তোমাকে অগ্রভাগে রাখবেন, পশ্চাদ্ভাগে
রাখবেন না; তুমি সবসময় উপরেই থাকবে, নিচে কখনও থাকবে না; অবশ্যই, তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, সেগুলোর প্রতি তুমি
যদি বাধ্য হয়ে তা সযত্নেই মেনে চল ও পালন কর, ১৪ এবং যে সকল বাণী আমি আজ তোমার
জন্য জারি করি, তুমি যদি অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য, তাদের অনুগামী হবার জন্য সেই
সকল কথার ডানে বা বাঁয়ে না সরে যাও।'

অভিশাপ

১৫ 'কিন্তু তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও, আমি আজ তাঁর যে সকল আজ্ঞা
ও বিধি তোমার জন্য জারি করি, তুমি যদি সেই সমস্ত কিছু সযত্নেই পালন না কর, তবে তোমার
উপরে এই সমস্ত অভিশাপ বর্ষিত হয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে:
১৬ তুমি নগরে অভিশাপের পাত্র হবে, মাঠেও অভিশাপের পাত্র হবে।
১৭ তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া অভিশাপের পাত্র হবে।
১৮ তোমার দেহের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার গাভীদের বাচ্চা ও তোমার মেষীদের বাচ্চা
অভিশাপের পাত্র হবে।
১৯ ঘরে আসবার সময়ে তুমি অভিশাপের পাত্র হবে, বাইরে যাওয়ার সময়েও তুমি অভিশাপের
পাত্র হবে।
২০ যে পর্যন্ত তোমার সংহার ও আকস্মিক বিনাশ না হয়, সেপর্যন্ত যে কোন কাজে তুমি হাত
দাও, সেই কাজে প্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, বিষণ্নতা ও শাসানি নিক্ষেপ করবেন; এর কারণ

তোমার কুব্যবহার, যা দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ।
২১ অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশভূমি থেকে যতদিন
উচ্ছিন্ন না হও, ততদিন প্রভু তোমার উপর মহামারী ডেকে আনবেন। ২২ প্রভু ক্ষয়রোগ, জ্বর,
জ্বালা, প্রচন্ড উত্তাপ ও দুর্ভিক্ষ এবং শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবেন: সেই
সব কিছু তোমাকে উৎপীড়ন করবে, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়।
২৩ তোমার মাথার উপরে যে আকাশ, তা পিতল, ও নিম্নে যে ভূমি, তা লোহাই হবে। ২৪ প্রভু
তোমার দেশে জলের স্থানে ধুলা ও বালি বর্ষণ করবেন: তা আকাশ থেকে নেমে তোমার উপরে
পড়বে, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়। ২৫ প্রভু এমনটি করবেন যে, তুমি তোমার শত্রুদের দ্বারা
পরাজিত হবে; তুমি এক পথ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু সাত পথ দিয়ে তাদের সামনে
থেকে পালাবে; হ্যাঁ, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের কাছে বিতৃষ্ণার বস্তু হবে। ২৬ তোমার মৃতদেহ
আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে; কেউই তাদের তাড়িয়ে দেবে না।
২৭ প্রভু মিশরের স্ফোটক এবং ফোড়া, মামড়ি ও পাঁচড়া—এই সব রোগ দ্বারা তোমাকে এমন
আঘাত করবেন যে, তুমি নিরাময় হতে পারবে না। ২৮ প্রভু উন্মাদনা, অন্ধতা ও ক্ষিপ্ততা দ্বারা
তোমাকে এমন আঘাত করবেন যে, ২৯ অন্ধ যেমন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়, তেমনি তুমি
মধ্যাহ্নেই হাঁতড়ে বেড়াবে। তোমার কোন পথে তুমি সফল হবে না, প্রতিদিন হবে অত্যাচারিত ও
লুণ্ঠিত, আর কেউই তোমাকে ত্রাণ করবে না।
৩০ তোমার সঙ্গে কনের বাগ্‌দান হবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাকে ভোগ করবে; তুমি ঘর তৈরি
করবে, কিন্তু তার মধ্যে বাস করতে পারবে না; আঙুরখেত প্রস্তুত করবে, কিন্তু তার ফল কুড়োবে
না। ৩১ তোমার বলদকে তোমার চোখের সামনে বধ করা হবে, আর তুমি তার মাংসের কিছুই
খেতে পারবে না; তোমার গাধাকে তোমার সাক্ষাতে জোর প্রয়োগে কেড়ে নেওয়া হবে আর
তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না; তোমার মেষপাল তোমার শত্রুদের দেওয়া হবে আর তোমার
পক্ষে ত্রাণকর্তা কেউ থাকবে না। ৩২ তোমার ছেলেমেয়েদের অন্য জাতির মানুষকে দেওয়া হবে,
সমস্ত দিন তাদের অপেক্ষায় তাকাতে তাকাতে তোমার চোখ ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও তোমার হাত
সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যাবে। ৩৩ তোমার অজানা এক জাতি তোমার ভূমির ফল ও তোমার শ্রমের ফল
ভোগ করবে আর তুমি সবসময় কেবল অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হবে; ৩৪ স্বচক্ষে তোমাকে যা
দেখতে হবে, তার কারণে তুমি পাগল হবে। ৩৫ প্রভু তোমার হাঁটু ও জঙ্ঘা এমন স্ফোটক দ্বারা
আঘাত করবেন যা কখনও নিরাময় হবে না; পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্তই তিনি
তোমাকে আঘাত করবেন।
৩৬ প্রভু তোমাকে এবং যে রাজাকে তুমি তোমার উপরে নিযুক্ত করবে, তাকে তোমার অজানা ও
তোমার পিতৃপুরুষদের অজানা এক জাতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন; সেখানে তুমি অন্য দেবতাদের
—কাঠ ও পাথরেরই দেবতাদের সেবা করবে। ৩৭ প্রভু তোমাকে যে সকল জাতির মধ্যে নিয়ে
যাবেন, তাদের কাছে তুমি বিস্ময়, ঠাট্টা ও উপহাসের বস্তু হবে।
৩৮ তুমি বহু বীজ বয়ে মাঠে নিয়ে যাবে, কিন্তু অল্প ফসল পাবে, কেননা পঙ্গপাল তা নষ্ট করবে।
৩৯ তুমি আঙুরখেত প্রস্তুত করে তা চাষ করবে, কিন্তু আঙুররস পান করতে বা আঙুরফল জড়
করতে পারবে না, কেননা পোকে তা গ্রাস করবে। ৪০ তোমার সমস্ত এলাকায় জলপাই বাগান হবে
বটে, কিন্তু তুমি সেগুলোর তেল নিজের গায়ে মাখতে পারবে না, কেননা তোমার জলপাই গাছ

থেকে কাঁচাই ঝরে পড়বে। ৪১ তুমি ছেলেমেয়েদের পিতা হবে, কিন্তু তারা তোমার হবে না, কেননা
তারা বন্দিদশায় চলে যাবে। ৪২ তোমার সমস্ত গাছ ও ভূমির ফল হবে পোকার শিকার।
৪৩ তোমার মধ্যে বাস করে যে বিদেশী, সে তোমার উপরে উত্তরোত্তর উন্নীত হবে, ও তুমি
উত্তরোত্তর অবনত হবে। ৪৪ সে তোমাকে ঋণ দেবে, কিন্তু তুমি তাকে ঋণ দেবে না; সে মাথায়
থাকবে, তুমি থাকবে পিছনেই।
৪৫ এই সমস্ত অভিশাপ তোমার উপরে এসে পড়বে, তোমাকে ধাওয়া করবে, তোমার নাগাল
পাবেই—যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল আজ্ঞা ও বিধি
তোমাকে দিয়েছেন, তা পালন করার জন্য তুমি তাঁর প্রতি বাধ্য হলে না। ৪৬ এই সমস্ত কিছু
তোমার উপরে ও যুগে যুগে তোমার বংশধরদের উপরে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণস্বরূপ হয়ে
থাকবে।
৪৭ যেহেতু সব ধরনের ঐশ্বর্যের মহাপ্রাচুর্যের মধ্যে তুমি আনন্দিত মনে ও প্রফুল্লচিত্তে তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করনি, ৪৮ এজন্য প্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন, তুমি ক্ষুধায়,
তৃষ্ণায়, উলঙ্গতায় ও সবকিছুর অভাব ভোগ করতে করতে তাদের সেবা করবে; তারা তোমার
ঘাড়ে লোহার জোয়াল দিয়ে রাখবে, যেপর্যন্ত তোমাকে বিনাশ না করে। ৪৯ প্রভু তোমার বিরুদ্ধে
বহু দূর থেকে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই এমন এক জাতিকে আনবেন, যা ঈগলের মত উড়ে আসবে;
সেই জাতি এমন, যার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে না, ৫০ যার চেহারা হিংস্র, যা বৃদ্ধের প্রতি মমতা
অনুভব করবে না ও বালকের প্রতি করুণা দেখাবে না, ৫১ যা তুমি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমার
পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল গ্রাস করবে, যা তোমাকে বিনাশ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য
গম, নতুন আঙুররস বা তেল, তোমার গাভীর বাচ্চা বা তোমার মেষীর বাচ্চা কিছুই বাকি রাখবে
না। ৫২ তোমার সমস্ত দেশে যে সকল উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীরে তুমি আশ্বাস রাখতে, সেইসব ভূমিসাৎ
না হওয়া পর্যন্ত সেই জাতি তোমার সমস্ত শহরগুলির মধ্যে তোমাকে অবরোধ করবে; তোমার
পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাকে দেবেন, তোমার সেই দেশ জুড়ে সমস্ত শহরগুলির মধ্যে সে
তোমাকে অবরোধ করবে। ৫৩ অবরোধের সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ
করবে, তার জন্য তোমার দেহের ফল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া নিজ ছেলেমেয়েদেরই
মাংস খাবে। ৫৪ তোমার মধ্যে যে পুরুষ সবচেয়ে ভোগবিলাসী ও সবচেয়ে কোমল, তার ভাইয়ের
উপরে, তার নিজেরই স্ত্রীর উপরে ও বেঁচে যাওয়া ছেলেদের উপরে তার চোখ টাটাবে, ৫৫ যেন সে,
নিজের ছেলেদের যে মাংস খাবে, তাদের কাউকে সেই মাংসের কিছুই না দেয়; কেননা তোমার
সকল শহরের অবরোধের সময়ে তোমার শত্রুরা তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ করবে, তার জন্য
তার কিছুমাত্র বাকি থাকবে না। ৫৬ যে স্ত্রীলোক ভোগবিলাসিতা ও কোমলতার জন্য নিজ পা
পর্যন্তও মাটিতে রাখতে সাহস করত না, তোমার মধ্যে সবচেয়ে ভোগবিলাসিনী ও সবচেয়ে
কোমলা সেই স্ত্রীলোকের চোখ তার নিজের স্বামীর উপরে, নিজের ছেলেমেয়েদের উপরে, ৫৭
এমনকি, তার নিজের দুই পায়ের মধ্য থেকে নির্গত গর্ভফলের ও নিজের প্রসব করা শিশুদের
উপরে টাটাবে; কেননা অবরোধের সময়ে এবং তোমার সকল শহরগুলির মধ্যে তোমার শত্রুরা
তোমার উপরে যে কষ্ট নিক্ষেপ করবে, সেই কষ্টের সময়ে সবকিছুর অভাবের কারণে সে এদের
গোপনে খেয়ে ফেলতে বাধ্য হবে!
৫৮ তুমি যদি “তোমার পরমেশ্বর প্রভু” এই গৌরবপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর নামকে ভয় না করে এই পুস্তকে

লেখা এই বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন না কর, ৫৯ তবে প্রভু তোমাকে ও তোমার বংশধরদের আশ্চর্য আঘাতে আঘাত করবেন: হ্যাঁ, ভারী ও দীর্ঘকালস্থায়ী আঘাত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যথাজনক রোগ দ্বারা তোমাকে আঘাত করবেন। ৬০ তুমি যে পীড়া তত ভয় করতে, মিশরীয় সেই সমস্ত পীড়া আবার তোমার উপরে ফিরিয়ে আনবেন, আর সেগুলো তোমার গায়ে লেগে থাকবে। ৬১ আরও, যা এই বিধান-পুস্তকে লেখা নেই, এমন প্রতিটি রোগ ও আঘাত প্রভু তোমার উপরে আনবেন, যেপর্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়। ৬২ আকাশের তারা-নক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক ছিলে যে তোমরা, তোমরা অল্পসংখ্যক হয়ে অবশিষ্ট থাকবে, কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হলে না। ৬৩ যেমন তোমাদের মঙ্গল ও বংশবৃদ্ধি করায় প্রভু আনন্দ করতেন, তেমনি তোমাদের বিনাশ ও বিলোপ ঘটানোতে প্রভু আনন্দ করবেন; এবং অধিকার করার জন্য তুমি যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই ভূমি থেকে তোমাদের উপড়ে ফেলা হবে।

৬৪ প্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করবেন; সেখানে তুমি তোমার অজানা ও তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা অন্য দেবতাদের—কাঠ ও পাথরেরই দেবতাদের সেবা করবে। ৬৫ তুমি সেই জাতিগুলোর মধ্যে একটুও স্বস্তি পাবে না, ও তোমার পায়ের জন্য বিশ্রামস্থান থাকবে না, প্রভু সেই জায়গায় তোমাকে হৃৎকম্প, চোখের ক্ষীণতা ও প্রাণের শুষ্কতা দেবেন। ৬৬ তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে হবে যেন সুতোয় ঝুলানো, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে, ও তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর নিশ্চয়তা থাকবে না। ৬৭ যে শঙ্কায় তোমার হৃদয়ে আলোড়িত হবে ও নিজের চোখে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাকে দেখতে হবে, সেসব কিছুর কারণে তুমি সকালে বলবে: হায় হায়! কখন সন্ধ্যা হবে? এবং সন্ধ্যায় বলবে: হায় হায়! কখন সকাল হবে?

৬৮ যে পথের বিষয়ে আমি তোমাকে বলেছিলাম: তুমি সেই পথ আর দেখবে না, প্রভু মিশর দেশে জাহাজে করে সেই পথ দিয়েই তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং সেখানে তোমাদের শত্রুদের কাছে তোমরা নিজেরা দাস-দাসীরূপে বিক্রীত হতে চাইবে—কিন্তু কেউই তোমাদের কিনবে না!’

মোশীর তৃতীয় উপদেশ

৬৯ প্রভু হোরেবে ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধি ছাড়া মোয়াব দেশে তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করতে মোশীকে আজ্ঞা করলেন, এই সমস্তই সেই সন্ধির বাণী।

ঐতিহাসিক ভূমিকা

২৯মোশী গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করলেন, এবং তাদের বললেন, ‘প্রভু মিশর দেশে ফারাওর, তাঁর সকল পরিষদের ও সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তোমাদের চোখের সামনে যা কিছু করেছেন, তা তোমরা দেখেছ—২ সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল অলৌকিক লক্ষণ! ৩ কিন্তু তবুও প্রভু আজ পর্যন্ত বুঝবার হৃদয়, দেখবার চোখ ও শুনবার কান তোমাদের দেননি। ৪ আমি চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে তোমাদের চালনা করে আসছি; তোমাদের গায়ে তোমাদের পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমাদের পায়ে তোমাদের জুতোও জীর্ণ হয়নি; ৫ তোমরা রুটি খাওনি, আঙুররস বা উগ্র পানীয়ও পান করনি, যেন তোমরা জানতে পারতে যে, আমিই, প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। ৬ তোমরা যখন এই স্থানে এসে পৌঁছেছ, তখন হেস্‌বোনের রাজা

সিহোন ও বাশানের রাজা ওগ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লে আমরা তাঁদের
পরাজিত করলাম; ৭ তাঁদের দেশ জয় করে নিয়ে তা অধিকাররূপে রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের,
এবং মানাসীয়দের অর্ধেক গোষ্ঠীকে দিলাম। ৮ তাই তোমরা এই সন্ধির বাণীগুলো পালন কর ও
মেনে চল; তবেই যা কিছু করবে তাতে সফল হবে।'

মোয়াবে সম্পাদিত সন্ধি

৯ 'তোমরা আজ সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছ—তোমাদের
জননেতারা, তোমাদের গোষ্ঠীগুলো, তোমাদের প্রবীণগণ, তোমাদের অধ্যক্ষেরা, ইস্রায়েলের সকল
পুরুষ, ১০ তোমাদের ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বধূরা, এবং তোমার শিবিরে নিবাসী যত বিদেশী,
কাঠ কাটে যারা তাদের থেকে শুরু ক'রে জল বয়ে আনে যারা তাদের পর্যন্ত—সকলেই আছ, ১১
যেন তুমি অভিশাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেই সন্ধিতে প্রবেশ কর,
যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু আজ তোমার সঙ্গে এজন্যই স্থাপন করছেন, ১২ যেন তিনি আজ
তোমাকে তাঁর নিজের উদ্দেশে এক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও নিজেই তোমার পরমেশ্বর হন
—যেমনটি তিনি তোমাকে বলেছেন, আর যেমনটি তিনি তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও
যাকোবের কাছে শপথ করেছিলেন। ১৩ আমি এই সন্ধি ও এই অভিশাপ শুধু তোমাদেরই কাছে
জারি করছি, তা নয়; ১৪ যারা আমাদের সঙ্গে আজ এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে
দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই কাছে শুধু নয়, কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে আজ নেই, তাদেরও কাছে তা
জারি করছি।

১৫ কেননা আমরা মিশর দেশে কেমন বাস করেছি, এবং যে জাতিগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি,
তাদের মধ্য দিয়ে কেমন পার হয়ে এসেছি, তা তোমরা জান; ১৬ তোমরা তো তাদের যত ঘৃণ্য
বস্তু, তাদের মাঝে কাঠ, পাথর, রুপো ও সোনার সেই সব পুতুল দেখেছ। ১৭ সুতরাং, এই
জাতিগুলোর দেবতাদের সেবা করতে যাবার জন্য আজ তার আপন হৃদয়কে আমাদের পরমেশ্বর
প্রভুর কাছ থেকে দূরে ফেরায়, এমন কোন পুরুষলোক, বা স্ত্রীলোক, বা গোত্র বা গোষ্ঠী তোমাদের
মধ্যে যেন না থাকে; বিষ বা সোমরাজ-জনক কোন মূল যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে। ১৮ এই
অভিশাপের কথা শুনে কেউ যদি নিজেকে ভুলিয়ে মনে মনে বলে, আমার নিজের হৃদয়ের জেদ
অনুসারে চললেও আমার সমৃদ্ধি হবে, হ্যাঁ, "মাটি একবার জলসিক্ত হলে আর তৃষ্ণার্ত হয় না," ১৯
তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন না, এমনকি তেমন মানুষের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও তাঁর ঈর্ষা জ্বলে
উঠবে, এবং এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ তার মাথায় এসে বসবে, এবং প্রভু আকাশের নিচ
থেকে তার নাম মুছে দেবেন। ২০ এই বিধান-পুস্তকে লেখা সন্ধির সমস্ত অভিশাপ অনুসারে প্রভু
ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠী থেকে তাকে পৃথক করে তার সর্বনাশ ঘটাবেন।'

নির্বাসনের কথা পূর্বকথিত

২১ 'প্রভু সেই দেশের উপরে যে সমস্ত আঘাত ও রোগ ডেকে আনবেন, যখন ভাবী যুগের মানুষ,
তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের সেই ছেলেরা, এবং দূরদেশ থেকে আগত বিদেশী তা দেখবে,
—২২ প্রভু তাঁর আপন ক্রোধে ও আক্রোশে যে সদোম, গমোরা, আদ্মা ও জেবোইম শহর
উৎপাটন করেছিলেন, তার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে ভরা হয়েছে, সেই
ভূমিতে কিছুই বোনা যাবে না, সেই ভূমি কোন ফল দেবে না, সেই ভূমিতে কোন ঘাস হবে না—

তারা এইসব কিছু দেখে যখন বলবে, ২৩ এমনকি সকল দেশ যখন বলবে: প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে
কেন এমনটি করলেন? এমন মহাক্রোশ জ্বলে ওঠার কারণ কী? ২৪ তখন উত্তরে বলা হবে:
কারণটা এই, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার
সময়ে তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, তারা সেই সন্ধি ত্যাগ করেছে; ২৫ আরও, তারা
গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করেছে, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে: এমন দেবতা যাদের
তারা জানত না, এমন দেবতা যাদের তিনি তাদের জন্য ভাগ্যরূপে নিরূপণ করেননি; ২৬ এজন্যই
এই দেশের উপরে প্রভুর ক্রোধ এতই জ্বলে উঠল যে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ দেশের
উপরে আনা হল; ২৭ প্রভু ক্রোধে, রোষে, মহাক্রোশে তাদের ভূমি থেকে তাদের উৎখাত করে
অন্য দেশে ফেলে দিয়েছেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।
২৮ রহস্যাবৃত বিষয়গুলো আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অধিকার, কিন্তু প্রকাশিত বিষয়গুলো
আমাদের ও যুগ যুগ ধরে আমাদের ছেলেদের অধিকার, আমরা যেন এই বিধানের সমস্ত বাণী
পালন করতে পারি।'

প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়া

৩০ 'আমি এই যে সমস্ত বাণী, অর্থাৎ যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ, তোমার সামনে রাখলাম, তা যখন
তোমার উপরে সিদ্ধিলাভ করবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে
তাড়িয়ে দেবেন, সেখানে যখন তুমি তা মনে মনে ভাববে, ২ তখন তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর
প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও,
যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে—৩ তবে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন, এবং তোমার
পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছেন, সেখান থেকে আবার তোমাকে
সংগ্রহ করবেন। ৪ তোমার নির্বাসিত জনগণ আকাশের এক প্রান্তে থাকলেও তোমার পরমেশ্বর
প্রভু সেখান থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবেন, সেখানে গিয়ে তোমাকে আদায় করবেন। ৫ হ্যাঁ, যে
দেশ তোমার পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশে তোমাকে ফিরিয়ে
আনবেন, যেন তুমিও তা অধিকার কর: তিনি তোমার মঙ্গল করবেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের
চেয়েও তোমার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করবেন।
৬ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার ও তোমার বংশধরদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবেন, যেন তুমি
তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, আর
তাতে বাঁচ। ৭ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শত্রুদের উপরে, ও যারা তোমাকে ঘৃণা করবে ও
নির্যাতন করবে, তাদের উপরেই এই সমস্ত অভিশাপ ফিরিয়ে দেবেন। ৮ তুমি মন ফেরাবে, প্রভুর
প্রতি বাধ্য হবে, এবং আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি তা পালন করবে। ৯
তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত হাতের কাজ, তোমার দেহের
ফল, তোমার পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল বিষয়ে তোমাকে অধিক ঐশ্বর্যশালী করে তুলবেন,
কেননা প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের নিয়ে যেমন আনন্দ করতেন, তেমনি তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে
তিনি পুনরায় তোমাকে নিয়ে আনন্দ করবেন—১০ অবশ্য, তুমি যদি এই বিধান-পুস্তকে লেখা তাঁর
আজ্ঞাগুলো ও তাঁর বিধিগুলো পালনের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, যদি তোমার
সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফের।

১১ কেননা আমি আজ এই যে আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করছি, তা তোমার পক্ষে দুরূহও নয়,
তোমার আয়ত্তের অতীতও নয়। ১২ তা স্বর্গে নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে স্বর্গে আরোহণ
করে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি; ১৩ তা সমুদ্রের ওপারেও নয়
যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে সমুদ্র পার হয়ে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা
পালন করতে পারি। ১৪ না, এই বাণী বরং তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার
হৃদয়ে, তুমি যেন তা পালন কর।'

উপদেশের সমাপ্তি—জীবন বেছে নাও!

১৫ 'দেখ, আমি আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম; ১৬ কেননা
আমি আজ তোমাকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে এবং তাঁর
আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ
করবে, এবং অধিকার করার জন্য যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। ১৭ কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পিছনে ফেরে, তুমি যদি কথা না
শোন, ও অন্য দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করতে ও তাদের সেবা করতে যদি নিজেকে পথভ্রষ্ট
হতে দাও, ১৮ তবে আজ আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে, তোমরা
অধিকার করার জন্য যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে
তোমরা দীর্ঘায়ু হবে না। ১৯ আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করে
বলছি যে: আমি জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও অভিশাপ তোমার সামনে রাখলাম। তাই জীবন
বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার: ২০ তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর
প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন, তিনিই তোমার
পরমায়ু, যেন প্রভু যে দেশভূমি তোমার পিতৃপুরুষদের, সেই আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবকে
দেবেন বলে তাঁদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশভূমিতে তুমি বাস করতে পার।'

জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত যোশুয়া

৩১ মোশী গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে একথা বললেন; তিনি তাদের বললেন, ২ 'আজ আমার বয়স
একশ' কুড়ি বছর, আমি আর বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে পারছি না; তাছাড়া প্রভু আমাকে
বলেছেন, তুমি এই যর্দন পার হবে না। ৩ তোমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পার
হয়ে যাবেন; তিনি তোমার সম্মুখীন সেই জাতিগুলিকে বিনাশ করবেন আর তুমি তাদের অধিকার
দখল করবে; যোশুয়াও তোমার আগে আগে পার হবে, যেমনটি প্রভু বলেছেন। ৪ প্রভু
আমোরীয়দের রাজা সিহোন ও ওগ্‌কে বিনাশ করে তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের দেশের বিরুদ্ধে
যেমন করেছেন, ওই জাতিগুলির বিরুদ্ধেও তেমনি করবেন। ৫ প্রভু তোমাদের হাতেই তাদের তুলে
দেবেন, আর আমি যে সমস্ত আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছি, সেই অনুসারেই তোমরা তাদের প্রতি
ব্যবহার করবে। ৬ তোমরা বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, তাদের জন্য সন্ত্রাসিত হয়ো না,
কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন; তিনি তোমাদের ছাড়বেন
না, তোমাদের ত্যাগ করবেন না।'

৭ পরে মোশী যোশুয়াকে ডেকে গোটা ইস্রায়েলের সামনে তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস
ধর, কেননা প্রভু এদের যে দেশ দেবেন বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই

দেশে এই জনগণের সঙ্গে তুমিই প্রবেশ করবে, এবং তুমিই সেই দেশ এদের অধিকারে এনে
দেবে। ৮ প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পথ চলবেন; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি
তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না; ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না।'
৯ মোশী এই বিধান লিপিবদ্ধ করলেন, এবং লেবি-সন্তান যাজকেরা, যারা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা
বহন করত, তাদের ও ইস্রায়েলের সকল প্রবীণদের হাতে তা দিলেন। ১০ মোশী তাদের এই আজ্ঞা
দিলেন: 'সাত সাত বছরের পরে, ক্ষমা-বর্ষের সময়ে, পর্ণকুটির পর্বে, ১১ যখন গোটা ইস্রায়েল
তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তাঁর শ্রীমুখদর্শন করতে যাবে, সেসময় তুমি গোটা
ইস্রায়েলের সামনে সকলেরই কাছে এই বিধান পাঠ করে শোনাবে। ১২ তুমি গোটা জনগণকে—
পুরুষলোক, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে যত প্রবাসীকে একত্রে
সমবেত করবে, যেন তারা শুনে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এবং এই
বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন করে। ১৩ তাদের ছেলেরা—যারা এখনও তা জানে না—তারা
তা শুনবে, এবং যে দেশভূমি অধিকার করতে তোমরা যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে
যতদিন জীবনযাপন করবে, ততদিন তারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শিখবে।'
১৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তোমার মৃত্যুর দিন এবার কাছে আসছে; যোশুয়াকে ডাক, এবং
তোমরা দু'জনে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে এসে উপস্থিত হও, যেন আমি তাকে আমার আজ্ঞা দিতে পারি।'
মোশী ও যোশুয়া গিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। ১৫ প্রভু সেই তাঁবুতে এক মেঘস্তম্ভে দেখা
দিলেন, আর মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর প্রবেশদ্বারে স্থির থাকল।
১৬ প্রভু মোশীকে বললেন, 'তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তোমার নিদ্রা যাওয়ার সময় এবার
আসছে; আর এই জনগণ উঠবে, এবং যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সেই দেশের বিজাতীয়
দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে; আমাকে ত্যাগ করবে ও তাদের সঙ্গে যে সন্ধি আমি স্থির
করেছি, তা ভঙ্গ করবে। ১৭ সেদিন তাদের উপরে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে, আমি তাদের ত্যাগ
করব, তাদের কাছ থেকে আমার মুখ লুকিয়ে রাখব; তখন তারা কবলিত হবে এবং তাদের
উপরে নানা অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটবে; সেদিন তারা বলবে: আমার উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল
ঘটেছে, এর কারণ কি এই নয় যে, আমার পরমেশ্বর আর আমার মাঝে নেই? ১৮ হ্যাঁ, তারা অন্য
দেবতাদের দিকে ফিরে যে সমস্ত অন্যায় করবে, সেই কারণেই আমি সেদিন তাদের কাছ থেকে
আমার মুখ লুকিয়ে রাখব। ১৯ এখন তোমরা তোমাদের ব্যবহারের জন্য এই সঙ্গীত লিপিবদ্ধ কর,
এবং তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের তা শেখাও; তাদের মুখস্থই করাও, যেন এই সঙ্গীত ইস্রায়েল
সন্তানদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে সাক্ষী হয়। ২০ কেননা আমি যে দেশভূমি তাকে দেব বলে তার
পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে তাকে নিয়ে যাবার পর
যখন সে খেয়ে পরিতৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হবে, যখন অন্য দেবতাদের দিকে ফিরবে ও তাদের সেবা
করবে, আমাকে অবজ্ঞা করবে ও আমার সন্ধি ভঙ্গ করবে, ২১ যখন তার উপরে নানা অমঙ্গল ও
সঙ্কট ঘটবে, তখন এই সঙ্গীত সাক্ষীই যেন তার সামনে সাক্ষ্য দেবে; কেননা তাদের বংশধরেরা
তা ভুলবে না। হ্যাঁ, আমি যে দেশের বিষয়ে শপথ করেছি, সেই দেশে তাদের আনবার আগেও,
এই আজই আমি জানি তারা মনে মনে কী কী পরিকল্পনা করছে।' ২২ মোশী সেদিন ওই সঙ্গীত
লিপিবদ্ধ করে তা ইস্রায়েল সন্তানদের শেখালেন।
২৩ পরে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়াকে তাঁর নিজের আজ্ঞা জানালেন ও তাঁকে বললেন, 'বলবান

হও, সাহস ধর; কেননা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, সেই দেশে
তুমিই তাদের নিয়ে যাবে; আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'
২৪ মোশী আগাগোড়াই এই বিধানের সমস্ত বাণী পুস্তকে লিখবার পর ২৫ প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার
বাহক সেই লেবীয়দের এই আজ্ঞা দিলেন: ২৬ 'তোমরা এই বিধান-পুস্তক নিয়ে তা তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার পাশে রাখ; তা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে সেখানে থাকবে; ২৭
কেননা তোমার বিদ্রোহী ভাব আমি জানি, আবার জানি যে তুমি শক্তগ্রীব। তোমাদের মধ্যে আমি
জীবিত থাকতে, এই আজই, যখন তোমরা প্রভুর বিদ্রোহী হলে, তখন আমার মৃত্যুর পরে কিনা
করবে? ২৮ তোমরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের একত্রে সমবেত কর; আমি এই
সমস্ত বাণী তাদের শোনাব ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে ডাকব; ২৯
কেননা আমি জানি, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা নিশ্চয়ই একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে, আর আমি
যে পথে চলতে তোমাদের আজ্ঞা করেছি, তোমরা সেই পথ থেকে সরেই যাবে; চরম দিনগুলিতে
তোমাদের অমঙ্গল ঘটবে, কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে তোমরা তোমাদের
ব্যবহার দ্বারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলবে।'

মোশীর সঙ্গীত

৩০ মোশী ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের কর্ণগোচরে এই সঙ্গীতের বাণীগুলো শেষাংশ পর্যন্ত
বলতে লাগলেন:

৩২ 'কান দাও, আকাশমণ্ডল, আর আমি কথা বলব,
শোন, পৃথিবী, আমার মুখের কথা।
২ আমার শিক্ষা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ুক বৃষ্টির মত,
আমার কথন ফোঁটায় ফোঁটায় অবতীর্ণ হোক শিশিরের মত,
ধারাপতনের মত নবীন ঘাসের উপর,
চারাগাছের উপর জলধারার মত।
৩ আমি প্রভুর নাম ঘোষণা করব,
তোমরা আমাদের পরমেশ্বরকে মহত্ত্ব আরোপ কর;
৪ তিনি তো শৈল, নিখুঁত তাঁর কাজ,
ন্যায্যই তাঁর সকল পথ,
তিনি বিশ্বস্ত ও ত্রুটিহীন ঈশ্বর,
তিনি ধর্মময়, ন্যায়শীল।
৫ খুঁতবিহীন সন্তান বলে যাদের তিনি পিতা হলেন,
তাঁর প্রতি তারা অন্যায় করল;
কুটিল ও বাঁকা মনের বংশ তারা!
৬ এভাবেই নাকি তুমি প্রভুকে প্রতিদান দাও,
হে নির্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জাতি?
ইনিই কি তোমার সেই পিতা নন, যিনি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন,
যিনি তোমাকে গড়লেন, করলেন গঠন?

৭ বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ কর,
চিন্তা কর অতীত যুগের বছরগুলির কথা—
তোমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা কর, সে জানিয়ে দেবে,
তোমার প্রবীণদের কাছে, তারা বলবে।
৮ সেই পরাৎপর যখন প্রতিটি দেশকে দিতেন যার যার আপন অংশ,
যখন আদমসন্তানদের পৃথক পৃথক করতেন,
তখন ঈশ্বরের সন্তানদের সংখ্যা অনুসারে
তিনি স্থির করেছিলেন জাতিগুলির সীমারেখা ;
৯ কিন্তু প্রভুর স্বত্বাংশ ছিল তাঁর আপন জাতি,
যাকোবই ছিল তাঁর নির্ধারিত উত্তরাধিকার।

১০ প্রান্তরেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে,
জনশূন্য ও গর্জনধ্বনির মরুদেশে ;
তাকে ঘিরে ধরেই লালন করলেন,
আপন চোখের মণির মতই তাকে রক্ষা করলেন।
১১ ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,
শাবকদের উপর যেমন ক'রে ডানা মেলে উড়তে থাকে,
তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন,
আপন পালকের উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন।

১২ প্রভু একাই তাকে চালনা করলেন,
তাঁর সঙ্গে বিদেশী কোন দেবতা ছিল না।
১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থানগুলির উপরে চড়ালেন তাকে,
মাঠের উৎপন্ন ফসলে তাকে পরিপুষ্ট করলেন ;
তাকে পান করালেন পাথর থেকে নির্গত মধু,
চক্‌মকি শৈল থেকে উদ্গত তেল ;
১৪ তিনি তাকে দিলেন গাভীর দুধের ননি ও মেষীর দুধ,
মেষশাবকের চর্বি সহ,
বাশান-দেশজাত ভেড়া ও ছাগ,
সেরা গমের গোধুম,
আর সেই আঙুরের রক্ত, যা ফেনাময়ই তুমি খেতে।

১৫ যেশুরুন হৃষ্টপুষ্ট হল আর লাথি মারল ;
—হ্যাঁ, তুমি হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল ও তৃপ্ত হলে—
সে তাঁকেই ত্যাগ করল, তাকে যিনি নির্মাণ করলেন,
তার আপন পরিত্রাণ সেই শৈলকে অবজ্ঞা করল।
১৬ তারা বিজাতীয় দেবতাদের দ্বারা তাঁর অন্তর্জ্বালা জাগাল,
জঘন্য বস্তু দ্বারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল।

১৭ তারা বলিদান করল এমন অপদেবতাদের উদ্দেশে, যারা ঈশ্বর নয়,
এমন দেবতাদের উদ্দেশে, যাদের তারা জানত না,
এমন দেবতাদের উদ্দেশে, যারা কিছু দিন আগেই মাত্র আবির্ভূত,
তোমার পিতৃপুরুষেরা যাদের কখনও ভয় করেনি।
১৮ তোমাকে জন্ম দিয়েছে যে শৈল, তার প্রতি তুমি উদাসীন হলে,
তোমার জন্মদাতা যিনি, সেই ঈশ্বরকে ভুলে গেলে।
১৯ প্রভু দেখলেন, তাদের ত্যাগ করলেন,
তাঁর সেই পুত্রকন্যাদের প্রতি তিনি যে ক্ষুব্ধই হলেন।
২০ তিনি বললেন : আমি ওদের কাছ থেকে নিজের মুখ লুকিয়ে নেব ;
ওদের শেষ দশা কি হবে দেখব ;
কেননা ওরা ধূর্তই এক বংশের মানুষ,
ওরা অবিশ্বস্ত সন্তান।
২১ যা ঈশ্বর নয়, তা দ্বারাই ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাল,
নিজ নিজ অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল ;
আমিও যা জাতি নয় তা দ্বারাই ওদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব,
মূর্খ এক জাতি দ্বারা ওদের ক্ষুব্ধ করে তুলব।
২২ কেননা আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা সেই গভীর পাতাল পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে,
পৃথিবী ও তার মধ্যে যত বস্তু গ্রাস করবে,
পাহাড়পর্বতের মূলে আগুন লাগাবে।
২৩ আমি তাদের উপরে রাশি রাশি অমঙ্গল জমা করব,
তাদের উপর ছুড়ব আমার যত তীর।
২৪ তারা ক্ষুধায় ক্ষীণ হবে,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ও তিক্ত তীর দ্বারা কবলিত হবে ;
আমি তাদের কাছে বন্যজন্তুদের দাঁত পাঠাব,
ধুলায় উরোগামীদের বিষও সেইসঙ্গে পাঠাব।
২৫ রাস্তা-ঘাটে খড়্গ ওদের নিঃসন্তান করবে,
ঘরের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করবে ;
যুবক ও কুমারী, দুধের শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধ
—সকলেরই বিনাশ হবে।
২৬ আমি বললাম : তাদের উড়িয়ে দেব,
মানুষদের মধ্য থেকে তাদের স্মৃতি মুছে ফেলব।
২৭ কিন্তু ভয় করি, পাছে শত্রু স্পর্ধা করে,
পাছে তাদের বিরোধীরা বিপরীত বিচার করে,
পাছে তারা বলে, আমাদেরই হাত উত্তোলিত,
এই সকল কাজ প্রভুই সাধন করেছেন এমন নয় !

২৮ কেননা ওরা বুদ্ধিহীন জাতি,
ওদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি নেই।
২৯ আহা! প্রজ্ঞাবান হলে তারা বুঝত,
নিজেদের শেষ দশার কথা ভাবত।
৩০ একজনমাত্র কেমন করে হাজার মানুষকে তাড়িয়ে দিল?
দু'জনমাত্র কেমন করে দশ হাজারকে পলাতক করল?
এর কারণ কি এ নয় যে, তাদের শৈলই তাদের বিক্রি করলেন?
প্রভু নিজেই তাদের তুলে দিলেন?
৩১ কেননা ওদের শৈল আমাদের শৈলের মত নয়,
আমাদের শত্রুরা নিজেরাই এর সাক্ষী!
৩২ কারণ তাদের আঙুরলতা সদোমের মূলকান্ড থেকেই উৎপন্ন,
গমোরার খেত থেকেই উৎপন্ন;
তাদের আঙুরফল বিষময়,
তাদের গুচ্ছ তিক্ত।
৩৩ তাদের আঙুররস নাগদের গরল,
তা কালসাপের উৎকট বিষ।
৩৪ এ কি আমার কাছে লুক্কায়িত নয়?
আমার ধনভান্ডারে মুদ্রাঙ্কন দ্বারা রক্ষিত নয়?
৩৫ প্রতিশোধ নেওয়া ও প্রতিফল দেওয়া হবে আমারই কাজ
যে সময়ে তাদের পা পিছলে যাবে;
কেননা তাদের বিপদের দিন সন্নিকট,
তাদের জন্য যা কিছু নিরূপিত, তা শীঘ্রই হবে উপস্থিত!
৩৬ কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণের পক্ষ সমর্থন করবেন,
তার আপন দাসদের উপরে করুণা দেখাবেন;
যেহেতু তিনি দেখবেন যে তাদের শক্তি গেল,
এবং ক্রীতদাস কি স্বাধীন মানুষ আর কেউই নেই।
৩৭ তিনি বলবেন: তাদের সেই দেবতারা কোথায়?
কোথায় সেই শৈল, যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল,
৩৮ যা তাদের বলির চর্বি খেত,
যা তাদের পানীয়-নৈবেদ্যের আঙুররস পান করত?
তারাই উঠে তোমাদের সাহায্য করুক!
তারাই হোক তোমাদের আশ্রয়স্থল!
৩৯ এখন দেখ: আমি, আমিই সে!
আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই;
আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি,
আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি,

আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

৪০ আমি আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলি :
আমার জীবনের দিব্যি—চিরকাল—
৪১ আমি যখন আমার খড়্গ-বজ্র শাণিত করব,
যখন বিচার-সাধনে হাত দেব,
তখন আমার বিরোধীদের প্রতিশোধ নেব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।
৪২ আমি আমার যত তীর মত্ত করব রক্তপানে,
আমার খড়্গ যত মাংস গ্রাস করবে,
নিহত ও বন্দি মানুষদেরই রক্ত পান করবে;
শত্রু-নেতাদের মাথা খেয়ে ফেলবে।

৪৩ আকাশমণ্ডল, তাঁর সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর!
ঈশ্বরের সকল সন্তান তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করুক!
জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর!
ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর শক্তির কথা প্রচার করুন!
কেননা তিনি তাঁর আপন দাসদের রক্তের বিষয়ে প্রতিশোধ নেবেন,
তাঁর আপন বিরোধীদের উপরেই প্রতিফল ফিরিয়ে দেবেন,
যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তিনি তাদের যোগ্য মজুরি দেবেন
তাঁর আপন জনগণের দেশভূমি শোধন করবেন।'

৪৪ মোশী ও নূনের সন্তান যোশুয়া এসে জনগণের কর্ণগোচরে এই সঙ্গীতের সমস্ত বাণী আবৃত্তি
করলেন। ৪৫ গোটা ইস্রায়েলের কাছে এই সমস্ত কথা বলা শেষ করার পর ৪৬ মোশী তাদের
বললেন, 'আমি আজ তোমাদের কাছে সাক্ষ্যরূপে যা কিছু বললাম, তোমরা সেই সমস্ত বাণীতে মনোযোগ দাও। তোমরা তোমাদের ছেলেদের আজ্ঞা দেবে, যেন তারা এই বিধানের সকল বাণী
পালন করতে যত্নবান হয়। ৪৭ কেননা এ তোমাদের পক্ষে মূল্যহীন বাণী নয়, এ বরং তোমাদের
জীবন, এবং তোমরা যে দেশভূমি অধিকার করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে এই বাণী দ্বারাই দীর্ঘজীবী হবে।'

মোশীর মৃত্যুর কথা পূর্বঘোষিত

৪৮ একই দিনে প্রভু মোশীকে বললেন, ৪৯ 'তুমি আবারীমের এই পর্বতে, মোয়াব দেশের এই
নেবো পর্বতে ওঠ, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত; এবং আমি ইস্রায়েল সন্তানদের
অধিকাররূপে যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই কানান দেশের দিকে চেয়ে দেখ। ৫০ তোমার ভাই আরোন
যেমন হোর পর্বতে মরল ও তার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হল, তেমনি তুমি যে পর্বতে
উঠবে, তুমি সেখানে মরবে ও তোমার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে; ৫১ কেননা সীন
মরুপ্রান্তরে কাদেশের সেই মেরিবার জলাশয়ের ধারে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলে, কারণ ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি। ৫২ তুমি

বাইরে থেকেই দেশটি দেখবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেখানে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।'

বারো গোষ্ঠীর উপরে আশীর্বাদ

৩৩পরমেশ্বরের মানুষ মোশী মৃত্যুর আগে ইস্রায়েল সন্তানদের যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করলেন, তা এই। ২ তিনি বললেন :

'প্রভু সিনাই থেকে এলেন,
সেইর থেকে তাদের জন্য উদিত হলেন,
পারান পর্বত থেকে আবির্ভূত হলেন ;
মেরিবা থেকে কাদেশে এলেন,
—তার দক্ষিণদিক থেকে তার পাদদেশ পর্যন্ত।

৩ তুমি তো সকল জাতিকে ভালবাস,
তোমার পবিত্রজন সকলে তোমারই হাতে ;
আর তারা তোমার চরণে শিবির বসিয়ে
গ্রহণ করে তোমার বাণীসকল।

৪ মোশী এক বিধান আমাদের জন্য জারি করলেন ;
যাকোবের জনসমাবেশ উত্তরাধিকার স্বরূপ।
৫ যখন জননেতারা সমবেত হল,
ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলো যখন সকলে একত্র হল,
তখন যেশুরুনে এক রাজা ছিলেন।
৬ রূবেন বেঁচে থাকুক, তার মৃত্যু না হোক,
—যদিও তার লোক অল্পসংখ্যক।'

৭ যুদার বিষয়ে তিনি বললেন :
'প্রভু, যুদার কণ্ঠস্বর শোন,
তার লোকদের কাছে তাকে ফিরিয়ে আন ;
তার হাত তাদের পক্ষ সমর্থন করবে,
আর তুমি তার বিপক্ষদের বিরুদ্ধে হবে তার সহায়।'

৮ লেবির বিষয়ে তিনি বললেন :
'তোমার সেই তুম্মিম ও উরিম
রেখে যাও তোমার সেই বিশ্বস্তজনের কাছে,
যাকে তুমি মাস্সায় পরীক্ষা করলে,
যার সঙ্গে মেরিবার জলাশয়ে বিবাদ করলে।
৯ তার আপন পিতামাতার বিষয়ে সে বলল :
আমি তাদের দেখিনি,
সে তার আপন ভাইদের স্বীকার করল না,

তার আপন সন্তানদেরও চিনল না।
তারা তোমার সমস্ত বচন পালন করেছে,
ও তোমার সন্ধি রক্ষা করে।
১০ তারা যাকোবকে তোমার নিয়মনীতি,
ইস্রায়েলকে তোমার বিধান শেখায় ;
তোমার সামনে ধূপ রাখে,
তোমার বেদির উপরে পূর্ণাহুতিবলি রাখে।
১১ প্রভু, তার যত গুণ আশীর্বাদ কর,
তার হাতের কাজ প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য কর ;
তাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, কটিদেশে তাদের আঘাত কর ;
যারা তাকে ঘৃণা করে, তারা যেন আর উঠতে না পারে।'

১২ বেঞ্জামিনের বিষয়ে তিনি বললেন :
'প্রভুর সেই প্রিয়জন তাঁর কাছে ভরসার সঙ্গে বাস করবে ;
তিনি সমস্ত দিন তাকে ঢেকে রাখেন,
সে তাঁর উপপর্বতগুলিতে বিশ্রাম করে।'

১৩ যোসেফের বিষয়ে তিনি বললেন :
'তার দেশ প্রভুর আশিসে ধন্য,
শিশির থেকে আকাশের উত্তম উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করুক,
নিচে বিস্তৃত মহাগহ্বর থেকেও তাই ;
১৪ গ্রহণ করুক সূর্যের দিনে উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তম উত্তম অংশ,
মাসে মাসে নতুন চাঁদে উৎপন্ন উত্তম উত্তম দ্রব্য ;
১৫ প্রাচীন পাহাড়পর্বতের প্রথমফসল গ্রহণ করুক,
চিরন্তন গিরিমালারও উত্তম উত্তম দ্রব্য ;
১৬ ভূমির উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তার পূর্ণতা গ্রহণ করুক।
যিনি বাস করছিলেন সেই ঝোপে,
তাঁর প্রসন্নতা নেমে আসুক যোসেফের মাথায়,
ভাইদের মধ্যে যে প্রধান, তারই মাথায়।
১৭ বৃষের প্রথমজাত বলে সে দেখতে মহিমময়,
তার শিঙ মহিষের শিঙ ;
তা দিয়ে সে জাতিগুলোকে গোঁতাবে,
হ্যাঁ, সেই জাতি সকলকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত।
তেমনিই এফ্রাইমের কোটি কোটি লোক,
তেমনিই মানাসের লক্ষ লক্ষ লোক।'

১৮ জাবুলোনের বিষয়ে তিনি বললেন :
'জাবুলোন! তুমি তোমার যাত্রায় আনন্দ কর ;

ইসাখার! তুমি তোমার তাঁবুতে আনন্দ কর।
১৯ এরা গোষ্ঠীগুলোকে পর্বতে আহ্বান করে,
আর সেখানে যোগ্য বলি উৎসর্গ করবে,
কেননা এরা চুষে খায় সমুদ্রের ঐশ্বর্য,
বালুকণায় গুপ্ত যত ধন।'

২০ গাদের বিষয়ে তিনি বললেন:
'ধন্য যিনি গাদের অধিকার বিস্তার করেন;
সিংহীর মত তার একটা বাসস্থান আছে,
সে একটা বাহু ও মাথার তালুও বিদীর্ণ করল,
২১ পরে সে নিজের জন্য প্রথমাংশ বেছে নিল,
কেননা সেইখানে রক্ষিত ছিল অধিপতির অধিকার।
সে জনগণের অগ্রভাগেই এল,
প্রভুর ধর্মময়তা সিদ্ধ করল,
ইস্রায়েল সম্বন্ধে তাঁর নিয়মনীতি সিদ্ধ করল।'

২২ দানের বিষয়ে তিনি বললেন:
'দান একটা যুবসিংহ,
যে বাশান থেকে লাফ দিতে দিতে আসে।'

২৩ নেফ্‌তালির বিষয়ে তিনি বললেন:
'নেফ্‌তালি প্রসন্নতায় তৃপ্ত, প্রভুর আশিসে পরিপূর্ণ;
সমুদ্র ও দক্ষিণ তার অধিকার।'

২৪ আসেরের বিষয়ে তিনি বললেন:
'সন্তানদের মধ্যে আসের আশিসধন্য!
তার ভাইদের মধ্যে সে-ই প্রসন্নতার পাত্র হোক,
সে নিজ চরণ তেলে ডুবিয়ে দিক।
২৫ তোমার যত অর্গল লোহা ও ব্রঞ্জের হোক,
তোমার যেমন দিন, তেমনি হোক তোমার তেজ।

২৬ যেশুরুনের সেই ঈশ্বরের মত কেউ নেই,
যিনি তোমার সাহায্যে আকাশরথে চড়েন,
নিজ মহিমায় মেঘরথে চড়েন।
২৭ অনাদি পরমেশ্বর দৃঢ় আশ্রয়,
এই নিম্নে তাঁর সনাতন বাহুও তাই;
তিনি তোমার সামনে থেকে শত্রুদের দূর করে দিলেন,
এবং আদেশ করলেন: বিনাশ কর!
২৮ তাই ইস্রায়েল ভরসার সঙ্গে বাস করে,
যাকোবের উৎস পৃথক স্থানে থাকে,

এমন দেশেই সে বাস করে, যা গম ও নতুন আঙুররসের দেশ,
এমন দেশে, যার আকাশ থেকে শিশির ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে।
২৯ আহা ইস্রায়েল, তুমি কেমন সুখী! কেইবা তোমার মত?
তুমি তো প্রভুর দ্বারাই পরিত্রাণকৃত জাতি!
তিনি তোমার রক্ষার ঢাল, তোমার জয়লাভের খড়্গ।
তোমার শত্রুরা তোমার তোষামোদ করতে চেষ্টা করবে,
কিন্তু তুমি তাদের পিঠ মাড়াই করবে।'

মোশীর মৃত্যু

৩৪মোশী মোয়াবের সমতল ভূমি ছেড়ে পিস্‌গা পর্বতশ্রেণীর সেই নেবো পর্বতে গিয়ে উঠলেন, যা
যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। প্রভু তাঁকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলেয়াদ, ২ এবং সমস্ত
নেফ্‌তালি, এফ্রাইম ও মানাসের অঞ্চলটি, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যুদার সমস্ত অঞ্চলটি, ৩ এবং
নেগেব অঞ্চলটি, ও জোয়ার পর্যন্ত তালগাছে ভরা যেরিখো-উপত্যকার অঞ্চলটি দেখালেন। ৪ প্রভু
তাঁকে বললেন, 'এ সেই দেশ, যা বিষয়ে আমি আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কাছে শপথ করে
বলেছিলাম: আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব। এখন আমি তোমাকে তোমার নিজের চোখেই
তা দেখবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু তুমি নদী পার হয়ে সেখানে প্রবেশ করবে না।'
৫ প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর দাস মোশী সেইখানে, সেই মোয়াব দেশেই মরলেন; ৬ [প্রভু]
তাঁকে মোয়াব দেশের সেই উপত্যকায় সমাধি দিলেন, যা বেথ্‌-পেওরের ঠিক উল্টো দিকে
অবস্থিত: কিন্তু তাঁর সমাধিস্থান কোথায়, আজ পর্যন্ত কেউই তা জানে না। ৭ মোশীর যখন মৃত্যু
হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' কুড়ি বছর; তাঁর চোখ তখনও ক্ষীণ হয়নি, তাঁর তেজও তখনও হ্রাস
পায়নি।
৮ ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর জন্য মোয়াবের সমতল ভূমিতে ত্রিশ দিন বিলাপ করল; এইভাবে
মোশীর মৃত্যুশোকের জন্য তাদের নির্ধারিত বিলাপের দিনগুলি পূর্ণ হল।
৯ নূনের সন্তান যোশুয়া প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশী তাঁর উপরে হাত
রেখেছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে মোশীকে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে
ব্যবহার করল।
১০ মোশীর মত কোন নবী ইস্রায়েলের মধ্যে আর কখনও আবির্ভূত হননি; হ্যাঁ, তিনি প্রভুকে
মুখোমুখিই চিনতেন; ১১ প্রভু তাঁকে মিশর দেশে ফারাওর বিরুদ্ধে, তাঁর সকল পরিষদ ও তাঁর
সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে কেমন চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাতে পাঠিয়েছিলেন! ১২ সত্যি, মোশী
পরাক্রান্ত হাতের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন গোটা ইস্রায়েলের চোখে মহা আতঙ্কের পাত্র।